শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ, কর্তৃক ২২।১ কর্ণওয়ালিস্
শিশির প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও শিশি
পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—২৸০

উৎসর্গ-পত্র

সহৃদয়, পরম শ্রদ্ধেয়, সুদর্শন বন্ধুবর, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র, (লক্ষ্মীবিলাস হাউস) মহোদয়ের করকমলে আমার 'চীনের পুতুল' (চলচ্চিত্রে রূপায়িত) উপন্যাসখানি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি

'হরাদিত্য'
পোঃ হরিণখোলা,
জেলা হুগলী।

বিনীত
শ্রীশশধর দত্ত

চীনের পুতুল

—— ০ : ○ : ✱ : ○ : ০ ——

(১)

সেদিন সন্ধ্যা হইতে কলিকাতায় ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হইতে সুরু হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় গঙ্গা-তীরে ঝড়ের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। আকাশ থাকিয়া থাকিয়া কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। বজ্রনাদের পূর্ব্বে এক ঝলক তীব্র বিদ্যুতালোক আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিয়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তু মুহূর্ত্ত-কয়েকের জন্য দৃষ্টিগোচর করিতেছিল।

টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। আপাদ-মস্তক কৃষ্ণবর্ণ আলখাল্লায় আবৃত একজন চীনা, গঙ্গাতীরের উপর ইতঃস্তত স্তূপীকৃত মালপূর্ণ প্যাকিং-কেসগুলির একটির পশ্চাতে গোপনে দাঁড়াইয়া, বিদ্যুতালোকে গঙ্গাবক্ষে দৃশ্যমান কয়েকটি নোঙ্গর-করা জাহাজের দিকে বার বার চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে তীরের উপর পথের দিকে চাহিতেছিল। লোকটির হাবভাব, দৃষ্টি ও চালচলন অত্যন্ত সন্দেহজনক বোধ হইতেছিল।

এমন সময়ে চীনা লোকটি, একটি পানসিকে জাহাজগুলির মধ্যবর্ত্তী জল-পথ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া তীরের দিকে আসিতে দেখিয়া, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন করিবার জন্য, স্তূপীকৃত কাঠের বাক্স সমূহের শেষ প্রান্তের একটি স্তূপের নিকট গমন করিয়া, ঈষৎ নত হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তাহার দৃষ্টি একান্ত হইয়া পানসি দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। বিদ্যুতালোকে পানসির উপর ইউরোপীয়ান্ পোশাকে সজ্জিত একটি দেশীয় ভদ্রলোককে দেখা যাইতেছিল।

পানসি ধীরে ধীরে বাতাসের বেগ ও বৃষ্টিপাতের সহিত যুঝিতে যুঝিতে অবশেষে তীরের নিকট আসিয়া স্থির হইবামাত্র, ইউরোপীয়ান পোশাকে সজ্জিত লোকটি লম্ফ দিয়া পানসি হইতে তীরের উপর অবতরণ করিলেন ও সচকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া, কলিকাতার নির্জন-পথ দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্যাকিং-কেসসমূহের পার্শ্বে লুক্কায়িত চীনা, সাহেবী পোশাকে ভূষিত লোকটিকে নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া অনুসরণ করিতে লাগিল।

ঝড় ও বৃষ্টিপাতে মুখরিত দ্বিপ্রহর রাত্রে কলিকাতার নির্জন-প্রায় নানা পথ দিয়া ভদ্রলোকটি অগ্রসর হইতেছিলেন। একস্থানে পথের মোড়ে একটি বারান্দার নিম্নে একজন পুলিস-কনেস্টবল দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। সাহেবী-পোশাকে ভূষিত ভদ্রলোক, কনেস্টবলকে কিছু বলিলে, সে প্রথমে ভদ্রলোককে অভিবাদন করিল এবং পরে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কিছু দেখাইয়া দিল। ভদ্রলোক সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণবর্ণ আলখাল্লায় ভূষিত চীনাম্যান, পুলিস-সিপাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার জন্য, যে-সময়ে ভদ্রলোকটি সিপাইয়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় পথের বিপরীত দিক দিয়া চকিতের ভিতর অগ্রসর হইয়া আসিয়া একস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল এবং ভদ্রলোক চলিতে আরম্ভ করিলে, পুনশ্চ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া, সাহেবী-পোশাকে ভূষিত ভদ্রলোকটি একটি নির্জন গলির ভিতর প্রবেশ করিলে, চীনাম্যান বিড়ালের মত নিঃশব্দ দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়া ভদ্রলোকের পশ্চাতে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি

সচকিত হইয়া যেমন মুখ ফিরাইয়া দেখিতে যাইবেন, অমনি চীনাম্যানে দক্ষিণ হস্তে একটি ঝক্‌ঝকে ভোজালী ঝল্‌সিয়া উঠিল এবং সে চক্ষু নিমেষে উহা ভদ্রলোকের পৃষ্ঠে আমূল বসাইয়া দিল।

ভদ্রলোকের মুখ হইতে একটা বুক-ফাটা কাতর-ধ্বনি উত্থিত হইতে না হইতে নীরব হইয়া গেল ও তিনি গতায়ু হইয়া নির্জন পথের উপ সশব্দে পড়িয়া গেলেন।

চীনাম্যান তৎক্ষণাৎ নত হইয়া হত ব্যক্তির পকেটে হাত ভরিয়া একটা ডায়েরী-বই বাহির করিয়া লইল ও ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ভেদ করিয়া কয়েকজন পথচারী ও উভয় অবস্থিত অট্টালিকা-সমূহ হইতে নর-নারী বাহিরে আসিয়া খুন, খুন বলি চিৎকার করিতে লাগিল। একজন পুলিস-কনেস্টবল "কেয়া হুয়া, কে হুয়া" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে মৃতদেহের নিকট ছুটিয়া আসি এবং তৎক্ষণাৎ মুখে বাঁশী লাগাইয়া তীব্র-স্বরে বাঁশীতে তিনবার ফুঁ দিল সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে কয়েকজন পুলিস-কনেস্টবল ও সার্জেণ্ট ছুটিয় আসিতে লাগিল। তেমান দ্রুতবেগে যাহারা খুন, খুন বলিয়া চিৎকা করিতেছিল, তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিহত ভদ্রলোকটি পুলিসের একজন গুপ্তচর। তাহার মৃতদে পোস্টমর্টম পরীক্ষার জন্য অবশেষে পুলিস কর্তৃক মৃতদেহ-বাহিত-যানে সাহায্যে মর্গে প্রেরিত হইল।

এদিকে, যখন পুলিস-স্পাইয়ের মৃতদেহ মর্গের দিকে গমন করিতেছিল তখন কলিকাতার শৌখিন সমাজের অন্যতম সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মিস মারগারেট তাহার থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনের সুবৃহৎ হলে একটি ডিনার-পার্টি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। পার্টিতে মিস মারগারেটের কয়েকজন পরিচি পুরাতন ও নূতন বান্ধব ও বান্ধবীকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহাদে

ভিতর কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের সিনিয়র পুলিস-অফিসার, মিঃ সত্যেন ঘোষাল ও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু দিল্লীর স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের একজন কৃতী অফিসার যুবক ইন্দ্রনাথ বসু যোগ দিয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথকে বন্ধু হিসাবে পার্টিতে যোগ দিবার জন্য, মিস মার্গারেট মিঃ ঘোষালকে অনুরোধ করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ বোস ছুটিতে কলিকাতায় তাহার বাসভবন ও ভাড়া দেওয়া পৈতৃক বাড়ীগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য আগমন করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ প্রভূত ধনীর সন্তান ও উচ্চশিক্ষিত যুবক পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি ও অর্থ-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল তাঁহাকে মিলিওনেয়ার বলিলেও অত্যুক্তি করা হইত না।

পার্টিতে মিঃ চ্যাংসা ও তাহার সহিত মিংচু নাম্নী একটি সুন্দরী তরুণী যোগদান করিয়াছিল। মিঃ চ্যাংসা 'চীনের পুতুল' নামক এক নৃত্য সম্প্রদায়ের মালিক ও পরিচালক, কলিকাতায়, গঙ্গা-তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড ময়দানে তাঁবু-শহর সৃষ্টি করিয়া চীনদেশ হইতে আনীত, চীনাশিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রদর্শন করিতেছিল। মিস মিংচু, মিঃ চ্যাংসার নৃত্য-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠা নর্তকী ও গায়িকা। মিস মিংচুর অনবদ্য নৃত্য দেখিয়া ও গীত শ্রব[ণ] করিয়া নানা দেশের ও বর্তমানে কলিকাতার দর্শকেরা ভূয়সী প্রশংস[া] [করি]তে থাকেন এবং সে "চীনের পুতুল" নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ডিনার-টেবিলের উভয় পার্শ্বে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন। মিস মার্গারেট সম্[মা]নিত, বি[শি]ষ্ট অতিথি মি[ঃ] চ্যাংসা'র সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দি[তেছি]লেন।

মিঃ ঘোষাল, মিঃ চ্যাংসার সহিত ইন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া দিব[ার] সময় একজন বয় আসিয়া তাঁহাকে নত-স্বরে জানাইল যে, তাঁহা[কে] টেলিফোনে কেহ ডাকিতেছেন। মিঃ ঘোষাল 'এক মিনিটের' জন্য মার্জ[না] চাহিয়া পার্শ্ব-কক্ষে টেলিফোনের নিকট গমন করিলেন।

মিঃ চ্যাংসা, ইন্দ্রনাথের পেশীবহুল বলিষ্ঠ-[illegible]াকৃতি [illegible]রম সুন্দর গাত্র[illegible] ও মুখাকৃতি দেখিয়া, মৃদু হাস্যমুখে কহিল, [illegible] ইন্দলবাবু ?"

ইন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিবার পূর্বে মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "আপনি কি বলছেন, মিঃ চ্যাংসা ? মিঃ বোস্ মাল্‌টি-মিলিওনেয়ার, বহু বাড়ীর মালিক ও জমিন্‌দার। উনি আবার কাম করবেন কি ?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আপনি মিস মার্গারেটের অতিশয়োক্তি বিশ্বাস করবেন না, মিঃ চ্যাংসা। ওঁর বাড়িয়ে বলা একটা অনারোগ্য সৌজন্য-ব্যাধি বিশেষ।"

মিঃ চ্যাংসা কহিল, "আলে না, ইন্দলবাবু, না। আপনাল মুখ দেখেই, আমাল মালুম হয়েছে। আপনাল পলিচয় আপনাল মুখে লেখা লয়েছে।"

মিস মার্গারেট ও অন্যান্য কয়েকজন হাসিয়া উঠিল।

মিঃ চ্যাংসা তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট নত-মুখী সুন্দরী, মিংচুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আছুন, ইন্দলবাবু, আপনাল ছঙ্গে আমাল মিংচুল পলিচয় কলিয়ে দিই।"

ইন্দ্রনাথ চৈনিক-তরুণীর অনবদ্য অ-চৈনিক মুখের দিকে কয়েকবার চাহিয়া দেখিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া, মিঃ চ্যাংসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, মিস মিংচুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ চ্যাংসা দাঁড়াইয়া কহিল, "ইন্দলবাবু, এই আমাল মিংচু। আমাল চীনেল পুতুল।" এই বলিয়া মিস মিংচুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "মিংচু, ইনি হচ্ছেন মিষ্টাল ইন্দলবাবু। মালতি-মিলিওনেয়াল। জমিনদাল্!"

মিংচু তাহার কমনীয় হাত দু'টি একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "নমস্কার, মিঃ বোস।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "নমস্কার, মিস মিংচু। সত্যই আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করলাম।"

মিস মিংচু নত ও প্রায় অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে, আমারও সৌভাগ্যের আর শেষ নেই, মিঃ বসু।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "আশ্চর্য্য! আপনি ত চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন?"

উত্তর দিল, মিঃ চ্যাংসা। সে কহিল, "তা'ল একটু ইতিহাছ আছে, ইন্দলবাবু। ধীলে ধীলে সবই ছুনবেন।" এই বলিয়া অকারণে হাসিয়া [illegible] ও পুনশ্চ কহিল, "একদিন আমাদেল থিয়েটালে আছুন না, ইন্দ্[illegible] তা' হ'লে আমাদেল 'চীনেল পুতুল' মিংচুল নাচ দেখে ও গান ছুনে, মিংচুল আছল পলিচয় পাবেন।"

এমন সময়ে বয়েরা খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "বেশ, একদিন যাব, মিঃ চ্যাংসা।" এই বলিয়া সে তাহার চেয়ারে উপবেশন করিল।

মিঃ ঘোষাল ফোন সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "মিস মার্গারেট, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, ডিনারে যোগদান করতে পারলাম না। আমাকে এখনই যেতে হবে।"

মিস মার্গারেট সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, মিঃ ঘোষাল?"

"এইমাত্র টেলিফোনে সংবাদ পেলাম, একজন পুলিস অফিসারকে কোন দুর্বৃত্ত পথের ওপর খুন করেছে।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া কহিল, "কি সর্বনাশ! পুলিশ-অফিসার, সত্যেন?"

মিঃ ঘোষাল ম্লান হাস্যমুখে কহিলেন, "হাঁ, ব্রাদার! পুলিসের ভাগ্যই এইরূপ! কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারছি না, মিস মার্গারেট!"

মিস মার্গারেট কহিল, "গুড্ নাইট, ফ্রেণ্ড। কিন্তু এক গ্লাস শীতল পানীয়—"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল ভৃত্যের হস্ত হইতে তাঁহার টুপি ও ছড়ি লইয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ। আমাকে মার্জনা করবেন।" এই বলিয়া তিনি মিঃ চ্যাংসার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গুড্ নাইট, মিঃ চ্যাংসা। গুড্ নাইট, লেডিজ এণ্ড জেণ্টেল্‌মেন্।"

চ্যাংসা কহিল, "গুত, নাইত ফ্রেণ্ড! কিন্তু একি ভয়ানক কাণ্ড! তথাগত বুদ্ধ অপলাধীকে যোগ্য ছাস্তি দিন! মানুছ মানুছকে হত্যা কলেছে, ছুনলেও আমাল ছালা দেহ কাঁপতে থাকে। কোন্ পুলিছ-অফিছাল, মিষ্টাল··· আলে মিষ্টাল ঘোছাল চলে গেছেন।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "পুলিসের চাকরি এমনই দায়িত্বপূর্ণ যে, মুখের খাদ্য ফেলে রেখে চলে যেতে হয়।"

চ্যাংসা কহিল, "বলো ভয়ঙ্কল কথা, ইন্দলবাবু। আমাল ভাবতেও ছালা দেহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আপনি কখনও কালুকে হত্যা কল্‌তে দেখেছেন, ইন্দলবাবু?"

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ভগবান রক্ষা করুন আমাকে! না, মিঃ চ্যাংসা, আমি কারুকে হত্যা করতে দেখিনি।"

মিস মার্গারেট দুঃখিত-কণ্ঠে কহিল, "আমার বড়ো মন খারাপ হ'য়ে গেল। ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেও কিছু খাওয়াতে পারলুম না। এর চেয়ে বড়ো দুঃখ আমার আর নেই।"

চ্যাংসা হাস্যমুখে কহিল, "দুক্কু কলবেন না, মিস মালগালেট। আল একদিন মিষ্টাল ঘোছালকে ডেকে এনে খাওয়াতে পালবেন। অবছ্য ছেদিন আমলাও আছব। কেমন, তাই না, মিংচু?"

মিংচু ইন্দ্রনাথের দিকে একবার সচকিত ও সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া

কহিল, "আমার কোন অভিমত নেই। মিস মারগারেটের নিমন্ত্রণ আর আপনার গ্রহণ, এই দুই সাধিত হ'লেই, আমার কোন আপত্তি হবে না।"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল। সে একবার মিংচুর দিকে চাহিয়া, মিস মার্গারেটের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আশা করতে পারি কি, আপনি এবং এখানে যাঁরা আছেন, আমার গৃহে একদিন পদ-ধূলি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন?"

মিস মার্গারেট কিছু বলিবার পূর্বে, চ্যাংসা কহিল, "ক্লিতাল্থ কলতে আমি ছল্বদাই প্রস্তুত, ইন্দলবাবু। না, মিংচু?"

তরুণী মিংচু সলজ্জ হাস্যমুখে কহিল, "আঃ, ওঁরা কি ভাবচেন, আমরা যেন এমনি ভাবেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।"

চ্যাংসা অট্টহাস্য করিতে লাগিল। তাহার উন্মাদ হাস্য-ময় মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া পড়িলেও, সে সকলের সহিত হাসিতে লাগিল। চ্যাংসা হাস্যবেগ দমন করিয়া কহিল, "আমাদেল মিংচুল কথা ছুনলেন, ইন্দলবাবু? ছত্যি আপনালা তো তেমন কিছু মনে কলেন নি? বেছ, আমাল নিমন্তনেল পালা এবাল। ছীগগিল আমলা পুলী অথবা ওয়ালটেয়ালে সমুদ্দেল ধালে একটা পিকনিক কলতে যাব। ইন্দলবাবু, মিছ মালগালেট এবং আল যাঁলা এখানে আছেন, তাঁদেল ছকলকে আমাল নিমন্তন লইলো, যেতে হবে। আপনালা আমাল নিমন্তন গ্রহণ কল্লেন ত?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তা'র ত এখন দেরি আছে?"

চ্যাংসা কহিল, "না, ইন্দলবাবু। আগামী ছপ্তাহে ছনিবাল দিন আমলা গালি লিজাল্ভ্ কলেছি। বলুন, আপনালা কে কে দয়া কলে যাবেন?"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "বেশ, আমি আপনার নিমন্ত্রণ

গ্রহণ করলাম।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আপনি ?"

ইন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার উত্তর শুনিবার জন্য চাইনীজ তরুণী মিংচু তাহার মুখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার যে-টুকু দ্বিধা ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে কহিল, "উত্তম! আমিও গ্রহণ করলাম।"

চ্যাংসা কহিল, "আল কেউ, লেডিজ ও জেণ্টেলমেন ?"

বিপিনবাবু নামক এক ভদ্রলোক মিস মার্গারেটের কোন বন্ধুর দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়াছিল। সে কহিল, "আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, মিঃ চ্যাংসা।"

চ্যাংসার মুখভাব মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিয়া পুনশ্চ হাস্যে ভাসিয়া গেল। সে কহিল, "যাবেন বৈকি, বিপিনবাবু।" এই বলিয়া সে মিংচুর দিকে চাহিয়া কহিল, "মিংচু, তুমি, ইন্দলবাবু, মিস মালগালেট ও বিপিনবাবুল নাম সব কাল আমাল পিকনিকেল খাতায় লিখিয়ে দেবে। আমি নিমন্তন পত্তল্ পাঠিয়ে দেব।"

ডিনার-পর্ব শেষ হইল। মিস মার্গারেট অতিথিদের সহিত সাদরে করমর্দন করিয়া বিদায় অভিভাষণ জানাইল। ইন্দ্রনাথ প্রথমে চ্যাংসা ও পরে মিংচুর সহিত করমর্দন করিয়া কহিল, "আবার দেখা হবে, মিস মিংচু!"

মিংচু নত-স্বরে কহিল, "একদিন থিয়েটারে আসুন, না? আগামী কাল আমাদের প্রোগ্রাম আছে।"

"বেশ, যাব।" ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল।

চ্যাংসা কহিল, "হাঁ, যাবেন, ইন্দলবাবু। তথাগতেল দীক্ষায় দীক্ষিত আমাল মিংচুল নাচ দেখে, গান ছুনে তিলিপ্ত হবেন। এছ মিংচু।"

(২)

কলিকাতার উত্তরাংশে গঙ্গাতীরবর্তী একটা সুবৃহৎ উন্মুক্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড তাঁবুর তিনদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি তাঁবুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি তাঁবু-শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যস্থলের প্রকাণ্ড তাঁবুর উত্তরদিকে একটি সুবৃহৎ তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। তোরণের উপরে বড়ো বড়ো নিওন্ অক্ষরে "Chinese Doll Dancing tronfoe ইংরাজীতে এবং 'চীনের পুতুল নৃত্য-সম্প্রদায়' বাঙলায় লিখিত হইয়াছিল। শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক সুবৃহৎ তাঁবুর শীর্ষদেশ হইতে দুই লাইনে গ্রথিত হইয়া তোরণ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে যুক্ত হইয়াছিল। তাঁবু-কলোনীর চারিদিকে দেওয়া প্রায় দশ ফুট উচ্চ করোগেট্ টীনের বেষ্টনীর উপরিভাগে মাল্যাকারে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকসমূহ দূর হইতে নক্ষত্রের মতো দেখাইতেছিল। সমগ্র তাঁবু-শহর আলোক-মালায় দিবাভাগের মত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তোরণের উপর সানাইয়ের সুমধুর স্বরলহরীপূর্ণ অপূর্ব বাদ্যধ্বনি। 'চাইনীজ-থিয়েটারে' টিকিট সংগ্রহের জন্য বিরাট জনতার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ কিউ পড়িয়াছিল। তখনও অর্ধেক সংখ্যক দর্শক টিকিট পায় নাই, এমন সময়ে টিকিট-বিক্রয়-বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোরণের উপরে নহবৎও বন্ধ হইয়া গেল।

যে বিপুল সংখ্যক দর্শক টিকিট পাইল না, তাহারা ক্ষুণ্ন মনে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

অডিটোরিয়ামের ভিতর প্রত্যেকটি আসন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কনসার্ট বাজিতেছিল। বহু মাড়োয়ারী, বাঙালী, শিখ, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা প্রদেশের নর-নারী, তরুণ-তরুণী 'চীনের পুতুল' দেখিতে আগমন করিয়াছিল।

সম্মুখের লাইনে, মিউজিক্-সীটে অন্যান্য নর-নারীর সহিত, ইন্দ্রনাথ ও পুলিশ-অফিসার, মিঃ সত্যেন ঘোষাল নৃত্য দেখিতে ও গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সর্বোচ্চ শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন।

মিঃ সত্যেন ঘোষাল বলিতেছিলেন, "আমি মিস মার্গারেটের বাড়ী থেকে সোজা যেখানে পুলিস স্পাই দিবাকরকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হই। দিবাকর প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে টেলিফোনে হেড কোয়ার্টারকে জানিয়েছিল যে, সে এমন এক ডায়েরী সংগ্রহ করেছে, যার বলে কলকাতা ও শহরতলীর বেআইনী আফিম ও কোকেন-ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা যাবে।"

ইন্দ্রনাথ সাগ্রহে কহিল, "তার পর ?"

"তারপর, তা'র দেহ সার্চ ক'রে কিছুই পেলাম না। কোন কাগজ-পত্র নেই। মাত্র একটি ক্ষুদ্র আকৃতির—ঐ বৃহৎ চীনা-ডলের হুবহু ক্ষুদ্র সংস্করণ—চীনের পুতুল। এই দেখ।" এই বলিয়া মিঃ সত্যেন ঘোষাল পকেট হইতে একটি পুতুল বাহির করিয়া ইন্দ্রনাথকে দেখাইলেন।

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া কহিল, "আরে এযে হুবহু চাইনীজ-ডল তবে ? তুমি কি চ্যাংসার মত ধার্মিক লোককে এই ব্যাপারে…"

বাধা দিয়া মিঃ সত্যেন ঘোষাল কহিলেন, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে। এমনি হ'তে পারে, কোন দুর্বৃত্ত, এই নৃত্য-দলের সুযোগ নিয়ে, সমস্ত দোষ এদের শিরে চাপাবার প্রয়াস পাচ্ছে ? কাজেই আমাদের চোখ খুলে কাজ করতে হবে। আমরা এমন একটা দুর্বল প্রমাণের বলে, মিঃ চ্যাংসা সম্মুখীন হতে পারি না। আমার সহকারীদেরও অভিমত তাই।"

ইন্দ্রনাথ বিমূঢ় কণ্ঠে কহিল, "আশ্চর্য ! কিন্তু তুমি সত্য কথাই বলেছ সত্যেন। এটা একটা প্রমাণই নয়।"

মিঃ সত্যেন ঘোষাল কহিলেন, "প্রমাণ হোক, আর না হোক; খুনীকে

গ্রেপ্তার করতেই হবে, আর তা' করতে হবে অবিলম্বে, বন্ধু।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শুনলাম, তুমি গত তিন দিন যাবৎ প্রতিদিন এখানে পদার্পণ করছ, বন্ধু? তোমার আকর্ষণের লক্ষ্য বস্তুটি কী, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে। অপেক্ষা কর, তোমার প্রশ্নের উত্তর, তুমি নিজেই পাবে। আমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মিঃ ঘোষাল হাস্যমুখে কহিলেন, "অপেক্ষা না ক'রেও, উত্তরটি আমি জানি। কিন্তু তোমাকে সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন হ'লেও, আমার কর্তব্য যদি আমি করি, তবে কি তুমি হেসে তা' উড়িয়ে দেবে?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "জালিও না, সত্যেন। আমি কি নাবালক, না কখনও সুন্দরী তরুণী মেয়ে দেখি নি। দেখচি, তোমার গার্জেনি ভাবটা এখন পর্যন্ত যায় নি।"

মিঃ ঘোষাল হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "তোমার বৌঠান কি বলেন, জান? বলেন, ইন্দ্র-ঠাকুরপো, যখনই দিল্লী থেকে এখানে আসেন, সবার পূর্বে আসেন আমার সংবাদ নিতে। কিন্তু এবারে ঠাকুরপোর কি হয়েছে বল ত?"

ইন্দ্রনাথ সলজ্জ-স্বরে কহিল, "আমাকে মার্জনা কর, সত্যেন। সত্যই ভাই, নানা কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমিও ভারতীকে তাই বলেছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, ঠাকুরপো শুনি প্রতি রাত্রে চীনা-সুন্দরী। মিংচুরাণীকে দেখতে যাবার অবসর পান, আর পান না, কুরূপা বৌঠানের সঙ্গে দেখা করবার সময়।" এই বলিয়া তিনি মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল, "বৌঠানকে এ সংবাদ কে দিয়েছে, শুনি? নিশ্চয়ই এই সব কিছুর জন্য দায়ী তুমি ?"

মিঃ ঘোষাল হাস্যমুখে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ঘণ্টা-ধ্বনি হইয়া যবনিকা উঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দের করতালি-ধ্বনিরূপ সম্বর্ধনার ভিতর আট দশটি চাইনীজ বালিকা বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ষ্টেজের ভিতর আগমন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দর্শকগণ—চীনা-নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হইয়া বারবার করতালি-ধ্বনির দ্বার বালিকাদের উৎসাহিতা করিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া নৃত্যাভিনয় চলিয়া শেষ হইল। বালিকাগণ ষ্টেজের ভিতর দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর একদল নর্তক ও নর্তকী আসিয়া ডুয়েট-নৃত্য আরম্ভ করিলে, দর্শকবৃন্দের ভিতর উত্তেজনা সঞ্চারিত হইল। তাহারা উত্তেজিত-কণ্ঠে করতালি-ধ্বনির সহিত বিভিন্ন হর্ষসূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। অডিটোরিয়ামের ভিতর একটা উত্তেজক আবহাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নর্তক ও নর্তকীগণের নৃত্য-গীত শেষ হইয়া গেল। কনসার্ট বাজিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "এইবার চীনের পুতুল, বন্ধু, যাঁর আকর্ষণে এই জনতা এখানে সমবেত হয়েছে, তাঁকে দেখতে পাবে। কিন্তু ওদিকে চেয়ে দেখ, কি ব্যাপার বলত, সত্যেন?"

মিঃ ঘোষাল চাহিয়া দেখিলেন, ইউনিফরম পরিহিত একটি চাইনীজ বয় একটি ট্রেতে কয়েকটি দ্রব্য সজ্জিত করিয়া, অডিটোরিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের নিকট মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া নতস্বরে কিছু বলিতেছে, আর সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া, তাঁবুর ভিতর দিকের সংযোগ-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ওরা বোধ হয় বাথরুমে যাচ্ছে, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "পদস্থ পুলিশ-অফিসারের যোগ্য ভাষণ হ'ল না, বন্ধু। প্রথমত বাথরুম ওদিকে নয়। দ্বিতীয়ত গতকাল আমিও তোমার মত ধারণা ক'রে ভিতরে যেতে প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু একজন ভীমাকৃতি চীনা বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বাথ্‌লুম এদিকে নয় মিষ্টাল, ঐ ওদিকে যান'।"

"গত-কালও তুমি এই দৃশ্য দেখেছিলে?" মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করিলেন।

"হাঁ, বন্ধু।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

মিঃ ঘোষাল মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া কহিলেন, "এমনও হ'তে পারে, ওরা মিঃ চ্যাংসার আমন্ত্রণে চলেছে।"

"খুব, সম্ভব।" ইন্দ্রনাথ সম্মতি জানাইল।

এমন সময়ে কন্‌সার্ট বন্ধ হইয়া গেল। ষ্টেজের পট পরিবর্তিত হইল। সুমধুর বাদ্যধ্বনি ষ্টেজের ভিতর হইতে আসিতে লাগিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে, তরুণী মিংচু, অভিনব পোশাকে ভূষিত হইয়া বাদ্যের তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতে করিতে ষ্টেজের ফুট্‌-লাইটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুনি-মনোহর হাস্যে দর্শকগণের চিত্ত বিমোহিত করিয়া মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন জানাইল এবং পর মুহূর্তে নৃত্যের তালে তালে এমন এক বিস্ময়কর সুর-জান তাহার কমণীয়-কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল যে, সমগ্র অডিটোরিয়াম মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের মত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মূক হইয়া গেল। সমগ্র স্থানে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল

মিঃ ঘোষাল নতস্বরে কহিলেন, "সত্যই অপূর্ব, ইন্দ্র। গান যে এমন মধুর হ'য়ে প্রাণবন্ত হ'তে পারে, নৃত্য যে এমন ভঙ্গিমায় জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে, তা' আমার সকল অভিজ্ঞতার অতীত ছিল, বন্ধু। সত্যই, অপূর্ব! চমৎকার! মার্‌ভেলাস্‌।"

সহসা সমগ্র অডিটোরিয়াম যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল। হাততালি দিয়া, রুমাল ছুড়িয়া, নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়া, প্রত্যেকটি দর্শক, "এন্‌কোর! এন্‌কোর" করিয়া বজ্রনাদে চিৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে কহিলেন, "ব্যাপার কি, ইন্দ্র? ওরা সব ক্ষেপে গেল নাকি?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "প্রায়। কারণ মিংচু দেবীর নৃত্য-গীত শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি ষ্টেজ হ'তে অদৃশ্য হয়েছেন বুঝতে পেরে, ভদ্রলোকগুলি দারুণ বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত হয়ে তাঁর দর্শন কামনা করছে। কিন্তু দেবী-হৃদয় অত্যন্ত কঠিন। ঐ দেখ, ইন্‌টারভ্যাল ঘোষণা ক'রে 'যবনিকা পতন' হচ্ছে।"

যবনিকা পড়িয়া গেল। দর্শকবৃন্দের একাংশ তখনও চিৎকার করিতেছিল। মিঃ ঘোষাল তাঁহার রিষ্টওয়াচের দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কহিলেন, "বিশেষ একটা এনগেজমেণ্ট্ আছে, ইন্দ্র। আমার আর থাকা চলে না, ভাই।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "ভয় নেই, বন্ধু। ইন্‌টারভ্যালের পর, মিংচু দেবী আবার একবার আবির্ভূত হবেন। তাঁকে অন্য মহার্ঘ পোশাকে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে, সে সত্যই কিরূপ অপূর্ব সুন্দরী এবং তাঁর কণ্ঠ কিরূপ মধু-ভরা! বস।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না, ব্রাদার, উপায় নেই। হাঁ, আগামী কাল প্রাতে তুমি আমাদের বাড়ীতে আছ ত, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "প্রাতর্ভ্রমণ ও প্রাতরাশ অন্তে, আমি বৌঠানের দরবারে হাজিরা দেব, মার্জনা চাইব এবং তুমিই যে সর্ব অনর্থের মূল, তাঁকে তা বিশেষরূপে বুঝিয়ে দেব।"

মিঃ ঘোষাল হাস্যমুখে কহিলেন, "জানি না, কৃতকার্য হবে কি-না।

আচ্ছা, গুড্‌নাইট ফ্রেণ্ড!" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন।

মিঃ ঘোষাল বাহির হইয়া যাইবার মুহূর্ত-কয়েক পরে, মিঃ চ্যাংসার, অন্যতম সহকারী সুং, ইন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া, অভিবাদন করিল ও নতস্বরে কহিল, "ছো ছেচ হ'লে আপনি দয়া কলে, মিষ্টাল চ্যাংছা ছন্দালেল সঙ্গে দেখা ক'লে যাবেন, ইন্দলবাবু।"

ইন্দ্রনাথ প্রতি-সম্ভাষণ জানাইয়া কহিল, "বেশ, তাই হবে।"

সুং দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দশ মিনিট বিরতির পর, কনসার্ট বাজিয়া পুনশ্চ নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হইল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য নর্তক ও নর্তকীগণের নৃত্য-গীত হইবার পর, মিংচু শেষ পর্যায়ে প্রজাপতি সাজে সজ্জিত হইয়া ষ্টেজের উপর হাস্যমুখে উপস্থিত হইলে, দর্শকগণ তাহাকে দেখিয়াই উত্তেজিত-কণ্ঠে প্রশংসাসূচক নানা বিশেষণ ধ্বনিতে তাহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল।

মিংচু নত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাহার সুললিত কণ্ঠে একটি গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য আরম্ভ করিল। সঙ্গীতের ভাষা ও নৃত্যের ছন্দ এক ও একান্ত হইয়া এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে লাগিল যে, দর্শকগণ অভিভূত হইয়া পকেট হইতে নোট ও টাকা বাহির করিয়া, মিংচুর উদ্দেশ্যে ষ্টেজের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে অর্থ বৃষ্টির মত ষ্টেজের উপর পড়িতে লাগিল। মিংচু কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহার অপূর্ব সাধনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। সহসা সে নিজের অজ্ঞাতসারে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া একটি রৌপ্য টাকার সহিত

মুড়িয়া, তরুণী মিংচুর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে, উহা মিংচুর কপালে আসিয়া লাগিল।

মিংচুর দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের উপর নিবদ্ধ হইল। সে হাস্যমুখে টাকা-মোড়া নোটখানি তুলিয়া লইল এবং নত হইয়া অভিবাদন করিয়া, তাহার অবশিষ্ট প্রোগ্রাম শেষ করিল।

সেদিনকার রাত্রির মত যবনিকা পড়িয়া গেল। দর্শকবৃন্দের উন্মাদ 'এনকোর' ধ্বনি ব্যর্থ হইল এবং অবশেষে যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, বধির যবনিকা আর উত্থিত হইবে না, তখন সকলে নানা ভাষায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ মিঃ চ্যাংসার সহিত দেখা করিবার জন্য ধীরে ধীরে সংযোগ-দ্বার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

(৩)

একটি অনতিক্ষুদ্র তাঁবুর ভিতর, পুরু ও দামী গালিচা-আসনের উপর, চাইনীজ থিয়েটারের মালিক মিঃ চ্যাংসা-সর্দারের প্রধান সহকারী—ডাঃ জেন বসিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে একটি বৃহৎ লৌহ-সিন্দুক একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। তাহার সম্মুখে কয়েকজন মাড়োয়াড়ী, চীনা, বাঙালী, বিহারী প্রভৃতি ব্যক্তি বসিয়াছিল। ডাঃ জেন বলিতেছিল, "আমার বন্ধুগণ, আমরা সুদূর চীন-দেশ থেকে আপনাদের ভারতে এসেছি। আপনাদের পরিচয় আমি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম, তখন সংগ্রহ করেছিলাম। তা'ই ভারতে এসেই আপনাদের সঙ্গে সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি। আপনাদের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় কারবার আরম্ভ করেছি।" ডাঃ জেন এই বলিয়া হাস্যমুখে তাহার দীর্ঘ পাইপে ধূমপান করিতে লাগিল।

ঝুনঝুনওয়ালা নামে একজন মাড়োয়ারী কহিল, "লেকেন ম্যয়নে, ডাঃ জেন, আপকো কুছ ডর নেহি হ্যায়। হামলোক আপিকো দোস্ত, বেরাদার লোক হ্যায়, ডাঃ জেন।"

"ডর!" ডাঃ জেনের কণ্ঠ বজ্র-নিনাদ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "ডাঃ জেন করবে, ডর? ডর করবে, ডাঃ জেন। যা'র ভয়ে সারা চীন-দেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মার পুলিসেরা কাঁপে, সে ডর করবে? ডর করব আমি?" বলিতে বলিতে সে যেন উন্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিল।

ডাঃ জেনের সম্মুখে উপবিষ্ট লোকগুলির মুখভাব দারুণ আতঙ্কে ছাইয়া গেল। ঝুনঝুনওয়ালার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে কিছু বলিতে গেল, কিন্তু সক্ষম হইল না।

ডাঃ জেন বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিল, "আমার সঙ্গে বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা যে করবে, তা'কে আমি কখনও মার্জনা করব না। আমার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না, বন্ধুগণ। অতএব সাবধান।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে উঠিয়া, তাঁবুর পার্শ্ব-কক্ষে চলিয়া গেল।

উপবিষ্ট লোকগুলি ভয়ার্ত-দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল।

এমন সময়ে ডাঃ জেন স্বাভাবিক হাস্যময় মুখে প্রত্যাবর্তন করিয়া উপবেশন করিল এবং হাস্যমুখে কহিল, "এইবার খেলা সুরু করি, আসুন। আর আধ ঘণ্টা পরে থিয়েটার শেষ হয়ে যাবে।" এই বলিয়া সে ডাকিল, "সুং?"

সুং প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। সে কহিল, "আদেশ করুন, ডাঃ জেন?"

ডাঃ জেন কহিল, "সব কিছু অর্ডার মাফিক ঠিক স্থানে রেখেছ?"

"হাঁ, ডাঃ জেন। ছব্ ডেলিভালী দেওয়া হয়েছে।" স্থং নত-স্বরে কহিল।

ডাঃ জেন কহিল, "শো শেষ হ'য়ে গেলে, লোকজন সব যখন যাবে, তাঁরাও তাদের সঙ্গে যাবে। যাও! শো শেষ হ'তে আর দেরি নেই। হাঁ, শোনো, ইন্দ্রনাথবাবুকে খবর দেওয়া হয়েচে?"

"হাঁ, ডাঃ জেন।" স্থং কহিল।

"বেশ, যাও।" এই বলিয়া ডাঃ জেন উপবিষ্ট ব্যক্তিদের দিকে চাহিয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে কিছু জানাইয়া, কহিল, "আপনারাও এবার আসুন। নইলে এক সঙ্গে যেতে পারবেন না।"

লোকগুলি অভিবাদন করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সৌম্য-দর্শন সর্দার চ্যাংসা একটি সুসজ্জিত তাঁবুর ভিতর বসিয়াছিল। তাহার বাম দিকে একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি দেখা যাইতেছিল। চ্যাংসা-সর্দার অর্ধমুদিত চক্ষুতে বসিয়া মালা জপ করিতেছিল, ঠিক এই সময়ে অন্য-দিকে থিয়েটারের যবনিকা পড়িয়া গেল। স্থং সর্দারের তাঁবুর দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "ইন্দলবাবু এছেচেন, ছদ্দাল।"

"এছেচেন? ভিতলে পাঠিয়ে দাও।" চ্যাংসা আদেশ দিল।

ইন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া, চ্যাংসা কহিল, "নমছকাল! নমছকাল! আছুন, আছুন, ইন্দলবাবু। আমাল তাঁবু ধন্য হ'ল, আমাল জীবন ধন্য হ'ল। বছুন, বছুন।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "নমস্কার! আপনার আপ্যায়নে ধন্য হ'লাম!" এই বলিয়া সে উপবেশন করিল এবং চৌকির উপর থরে থরে সজ্জিত নোটের বাণ্ডিলগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "এই টাকা এক রাত্রির বিক্রয়, মিঃ চ্যাংসা?"

মিঃ চ্যাংসা হাস্যমুখে কহিল, "আলে, না, না, ইন্দলবাবু। তা'হলে

ত আমি ইয়া বলো মানুছ বন্ যাতা।" এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তবে?"

চ্যাংসা দুইহাত একত্রে জুড়িয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, "তথাগত বুদ্ধ আমাল প্রতি কিলৃপা কলুন। আমাল বাছনা যেন পূলৃণ হয়!" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি জানেন, ইন্দলবাবু? আমাল মনোগত ইচ্ছা, কলিকাতায় একটি বুদ্ধ-মন্দিল তৈলি কলি। তাই কলকাতাল ছেট্‌জীলা এই টাকা আজ ডোনেছান হিছাবে দিয়েছেন। নইলে আমাল একাল সাধ্য কি যে, এমন ব্যয়-বহুল কাজে হাত দিই!"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "আপনার উপযুক্ত কাজই করছেন। আপনি যে এরূপ ধর্ম-বিশ্বাসী মহান ব্যক্তি, তা' আমার ধারণা ছিল না। বেশ, আমিও পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দেব।"

চ্যাংসা সোল্লাসে কহিল, "তথাগত আপনাল প্লতি প্লছন্ন হোন, ইন্দল-বাবু। ইয়ে আপনি মিংচুল নাচ দেখলেন? গান ছুনলেন?"

ইন্দ্রনাথ প্রগাঢ় স্বরে কহিল, "চমৎকার! অপূর্ব নৃত্য, মিস মিংচুর। সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি, মিঃ চ্যাংসা। এমন অপূর্ব নৃত্য-গীত আমি জীবনে কখনও দেখিনি এবং শুনিনি। আর শুধু আমি কি সমগ্র অডিটোরিয়াম যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। বৃষ্টি-ধারার মত নোটের ধারা ষ্টেজের ওপর ঝরে পড়েছিল।"

"আপনি অযথা আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, মিঃ বাসু।" বলিতে বলিতে হাস্যমুখে তরুণী মিংচু তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

ইন্দ্রনাথ কিছু বলিবার পূর্বে, চ্যাংসা কলরব করিয়া কহিল, "আলে, এছ মিংচু, এছ। তোমাল খুব ছুখ্যাতি কলছিলেন, ইন্দলবাবু।"

মিংচু সলজ্জ হাস্যে কহিল, "হাঁ, শুনেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "নমস্কার, মিঃ বাসু।"

"নমস্কার, মিস মিংচু।" ইন্দ্রনাথ প্রতি-সম্ভাষণ করিল ও কহিল, "আপনার অতি বিনয়ও আমাকে পীড়া দেয়, মিস মিংচু। আপনি যে প্রেক্ষাগৃহে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়েছিলেন, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি অমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। অপূর্ব! মারভেলাস!"

মিংচু লজ্জানত-দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া চ্যাংসার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওয়ালটেয়ার যাবার কি ব্যবস্থা আমাদের জন্য হয়েছে, সর্দার?"

চ্যাংসা যেন আকাশ হইতে পড়িল, এমন ভাব দেখাইয়া কহিল, "ওহো! এখনও যে এ-বিছয়ে, ইন্দলবাবুল ছঙ্গে আলাপ কলা হয় নি! ইন্দলবাবু, আপনাল মনে আছে ত? কাল ছনিবাল?"

"হাঁ, স্মরণ আছে মিঃ চ্যাংসা। আমিও জানতে এসেছিলাম, আপনাদের প্রোগ্রাম ঠিক আছে কি-না?" ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল।

"চ্যাংসা-ছদ্দালেল প্লোগ্‌লাম কখনও বেঠিক হয় না, ইন্দলবাবু। আমলা কাল বি. এন. আল. মাদ্রাজ মেলে ওয়ালটেয়াল যাত্‌লা কলব।" মিংচুর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "তোমাকে আল অন্য মেয়েদেল, সুং ঠিক সময়ে মোটলে নিয়ে হাওলায় হাজিল কলবে।" ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "আপনাল জন্য কি মোটল পাঠাব, ইন্দলবাবু?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "না, ধন্যবাদ! আমার মোটরে আমি ঠিক সময়ে হাজির হব।"

চ্যাংসা দু'টি হাত যোড় করিয়া কহিল, "দয়া ক'লে যেন টিকিট কাট্‌বেন না, ইন্দলবাবু। বাল্‌ত্‌ লিজার্ভ হ'য়ে আছে।"

সুং প্রবেশ করিয়া কহিল, "বিপিনবাবু এচেছেন, ছদ্দাল।"

চ্যাংসার মুখভাব মুহূর্তের জন্য কঠিন আকার ধারণ করিয়া, পুনঃ স্বাভাবিক হইয়া গেল। সে কহিল, "ভিতলে পাঠিয়ে দাও।"

স্থং বাহির হইয়া গেল, মুহূর্ত-কয়েক পরে, বিপিনবাবু প্রবেশ করিল ও সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "আগামী কাল ত ওয়ালটেয়ার যাওয়া হবে, মিঃ চ্যাংসা ?"

চ্যাংসা রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "আপনালা কি বলেন ?"

বিপিনবাবু কহিল, "কিরূপে তা বলি, বলুন ত সর্দার ?"

চ্যাংসা কহিল, "তবে আমিই বলি, বিপিনবাবু। আপনি বি. এন্. আল্ মাদ্রাজ মেল ছালবাল আধঘণ্টা পূলবে হাওলায় উপস্থিত হবেন।"

বিপিন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক্, নিশ্চিন্ত হ'লাম। এবার যাত্রার আয়োজন করা যাক্ গে।" এই বলিয়া সে চ্যাংসার সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন তাঁবুর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, চ্যাংসা কহিল, "শুনুন, বিপিনবাবু ?"

বিপিন থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হাঁ, বলুন ?"

"আপনি কি বিবাহ কলেছেন, বিপিনবাবু ?" চ্যাংসা রহস্যময় হাস্যের সহিত কহিল।

বিপিন বিস্মিত হইল। সে কহিল, "না। কিন্তু কেন বলুন ত ? অবিবাহিতের পক্ষে পিকনিক যাত্রা নিষিদ্ধ নাকি ?"

সহসা সর্দার চ্যাংসা অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে সে কহিল, "অবিবাহিতেল নয়, বন্ধু, বিবাহিতের পক্ষেই পিকনিক্ যাত্লা নিষদ্ধি।"

বিপিন হাস্যমুখে কহিল, "তবে ত ফাঁড়া আমার কেটে গেছে ?"

এই বলিয়া সশব্দে হাস্য করিতে করিতে সে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

চ্যাংসা, সুংকে আহ্বান করিয়া কহিল, "আমাল মোটল বাইলে আছে?"

সুং কহিল, "মেয়েদেল ওটেলে পোঁছে দেবাল জন্য মোটল চলে গেছে।"

চ্যাংসা চিন্তিতমুখে কহিল, "তাই' ত মিংচু, তোমাকে কিলুপে পাঠাই?" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ইন্দলবাবুল ত মোটল বাইলে আছে, কিন্তু..."

ইন্দ্রনাথ সাগ্রহে কহিল, "বেশ, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে মিস মিংচুকে আমি তাঁর হোটেলে সচ্ছন্দে পৌছে দিতে পারি।"

চ্যাংসা হাস্যমুখে কহিল, "আপনাল ছঙ্গে মিংচু যাবে, তা'তে আমাল কোন আপত্তি নেই, ইন্দলবাবু। আমি লোক চিনি। আপনি যে মিংচুকে বোনেল মত ছেনেহ কলেন, তা' আমাল অজ্ঞাত নেই। যাও, মিংচু, ইন্দলবাবুল ছঙ্গে যাও।"

সুং গম্ভীর মুখে কহিল, "আমি ত ছদ্দাল একটা ট্যাক্সি ক'লে মিংচুকে ওটেলে..."

সুং কথা শেষ করিবার অবসর পাইল না। চ্যাংসা ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আমি আদেছ দিয়েছি, সুং। তুমি বাইলে গিয়ে অপেক্ষা কল। যাও!"

সুং গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তা' হ'লে আমি আসি, মিঃ চ্যাংসা। আবার কাল যথা সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে দেখা হবে। নমস্কার!"

"নমছকাল, বন্ধু, নমছকাল!" চ্যাংসা কহিল।

মিংচু কহিল, "আমি আসি, সর্দার?"

"এছ, মিংচু। কাল ছময়ে ছকলে তৈলি হ'য়ে থেকো।" চ্যাংসা আদেশ দিল।

ইন্দ্রনাথ ও মিংচু তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখিল, সুংয়ের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রনাথ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মিংচুকে লইয়া তাঁবুর বাহিরে যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ ও মিংচু বাহির হইয়া গেলে, চ্যাংসা ডাকিল, "সুং?"

সুং গম্ভীর মুখে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলে, চ্যাংসা কঠিন স্বরে কহিল, "তুমি জান, সুং, আমার আদেছের বিলুদ্ধে কথা বললে, আমি মালজনা কলি না? কিন্তু এবাল তোমাকে মালজনা কললাম। ভবিষ্যতে খুব হুঁছিয়াল হ'য়ে চলতে হবে।"

সুং কহিল, "আদেছ অমান্য কলি নি, ছদ্দাল। তবে ইন্দ্দলবাবুকে আমলা চিনি না, আমলা…"

"চুপ! বুদ্ধুল মত কথা বল্‌লে, আমি তোমাকে মাল্‌জনা কল্‌ব না, সুং।" চ্যাংসা কহিল, "ইন্দ্দলবাবুকে তুমি চেন না, কালণ তোমাল মাথায় প্লেম লোগেল বীজাণু আছে। কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। ব্যস আল কি চাও তুমি, বান্দল?"

সুং কোন উত্তর দিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

ওয়ালটেয়ার সমুদ্র-তীর। সমুদ্র-তীরের উপর অবস্থিত বিখ্যাত হোটেল সি-গলে মিঃ চ্যাংসার দলবল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদ্র-সৈকতে বালুরাশির উপর বৃহৎ ও সুদৃশ্য ছাতা খাটাইয়া ও চাইনীজ লণ্ঠন ও কাগজের ফুল-পাতায় হোটেলের সম্মুখবর্তী স্থানটি সজ্জিত করা হইয়াছিল।

প্রাতে প্রায় সকলে সমুদ্র-স্নানের জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন

বিপিন, ছদ্মবেশী পুলিশ-স্পাই, তাহার কক্ষের বাতায়ন হইতে সমুদ্র-সৈকতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা সে দেখিল, একটি মোটর-বোট সমুদ্র হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া, সমুদ্র-সৈকত হইতে অনতিদূরবর্তী বনানীর দিকে গমন করিতেছে। বোটের উপর দুইজন ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে।

বিপিন সন্দিগ্ধ হইয়া তাহার ট্রাঙ্ক হইতে একটি দূরবীন বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া দেখিল, দুইজন চীনাম্যান মোটর-বোট চালাইতেছে ও বোটের পাটাতনের উপর কয়েকটি প্যাকেজ পড়িয়া রহিয়াছে।

বিপিন মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিল ও তৎক্ষণাৎ হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল ও অদূরে অবস্থিত বনানীর দিকে গমন করিতে লাগিল।

সবেমাত্র প্রভাত হইতেছিল। কুয়াশায় স্থল-ভূমি ও সমুদ্র অস্পষ্ট হইয়াছিল। বিপিন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, কুয়াশার ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেলে, সর্বাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ অলষ্টার পরিহিত একটি লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, দেখা গেল।

বিপিন বনানীর নিকট উপস্থিত হইয়া, মোটর-বোটকে অনুসরণ করিবার জন্য উহার ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, একটি বৃহৎ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিল, মোটর-বোট তীরে নোঙ্গর করিয়াছে এবং দুইজন চীনা মোটর-বোট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ্ডিলগুলি তুলিয়া লইল এবং তীরের উপর একস্থানে, বালুরাশির ভিতর গর্ত করিয়া, সেগুলি রাখিয়া দিতেছে। অবশেষে তাহাদের বাণ্ডিলগুলি রাখা শেষ হইয়া গেলে, তাহারা গর্তের মুখ, বালু-রাশির দ্বারা আবৃত করিল ও উপরে একটি ক্রস চিহ্ন দিয়া, মোটর-বোটের উপর আরোহণ করিল।

বিপিন লোক দুইটির কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল এবং তাহারা

যে-মুহূর্তে, মোটর-বোটের নোঙ্গর তুলিবার জন্য উপক্রম করিল, সেই মুহূর্তে সে দ্রুতপদে মোটর-বোটের সম্মুখে আসিয়া, রিভলভার উদ্যত করিয়া ধরিয়া চিৎকার-শব্দে কহিল, "HALT ! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও !"

লোক দুইটি সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং উপর দু'টি হাত তুলিয়া দিল।

এমন সময়ে বিপিনের অলক্ষ্যে দু'টি পা তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিতে লাগিল। বিপিন যে-মুহূর্তে, বোটের উপর দণ্ডায়মান লোক দু'টিকে অবতরণ করিবার জন্য আদেশ দিতে উদ্যত হইল, অমনি পশ্চাদ্দেশ হইতে, হিস্ হিস্ শব্দে একটি দীর্ঘ-ফলা ভোজালী আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্ত-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বালুরাশির উপর পড়িয়া গেল।

বিপিন ছোরা-বিদ্ধ হইয়া পড়িবামাত্র, বোটের উপর দণ্ডায়মান লোক দুইটি বোট হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিল এবং বিপিনের আর্ত-ধ্বনি উপেক্ষা করিয়া তাহার কণ্ঠদেশে দড়ি দিয়া ফাঁস লাগাইয়া উভয়ে তাহাকে হত্যা করিল।

মুখোসাবৃত, ওভার-কোট পরিহিত লোকটি ফিস ফিস করিয়া, লোক-দু'টিকে কিছু আদেশ দিলে, তাহারা বিপিনের মৃতদেহ বোটে তুলিয়া লইয়া, মোটর-বোট ছাড়িয়া দিল।

মোটর-বোট অদৃশ্য হইলে, মুখোসাবৃত লোকটি ক্রস্-চিহ্নিত স্থানটি হইতে বাণ্ডিলগুলি, একটি কাপড়ের থলিয়ায় ভরিয়া, ধীরে ধীরে বনানী হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

* * * *

অন্যদিকে ব্রেকফাস্টের পর, সাঁতার দিবার পোশাকে (Swimming Costumes) আবৃত হইয়া মিংচু, মিস মার্গারেট, ইন্দ্রনাথ ও সুং একদলে,

অন্যান্য পুরুষ ও মেয়েদের নিকট হইতে বিভক্ত হইয়া সাঁতার কাটিতেছিল।

মিংচু সাগর-কন্যার মত সন্তরণে পারদর্শিনী ছিল। ইন্দ্রনাথও সমুদ্র-সন্তরণে বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ থাকায় বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার ভিতর সন্তরণ দিতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিতেছিল না। প্রায় একঘণ্টা-কাল সাঁতার কাটিয়া সকলে বিশ্রাম করিবার জন্য বেলাভূমির উপর উঠিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "এমন ভাবে সাঁতার কেটে আনন্দ পাই নে, মিঃ বোস।"

ইন্দ্রনাথ বালুর উপর শয়ন করিয়াছিল। সে কহিল, "কি বলছেন আপনি, ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস মার্গারেট।"

মিস মার্গারেট কহিল, "আসুন, আমরা কম্পিটিসান করি। এখান থেকে যিনি ঐ ডুবো-পাহাড় অবধি যেতে পারবেন, তিনিই বাজি জিতবেন।"

সুং কহিল, "কি বাজি?"

"একশো টাকা।" মিস মার্গারেট কহিল।

মিংচু একবার ইন্দ্রনাথের হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল ও মিস মার্গারেটের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বেশ, আমি সম্মত।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমিও, মিস মার্গারেট।"

সুংকে কেহ কোন প্রশ্ন না করিলেও, সে কহিল, "ভেরী গুড্। আমিও। কিন্তু মিংচু তুমি ত ভাল সাঁতার জান না?"

মিংচুর মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে একবার কঠিন-দৃষ্টিতে সুংয়ের দিকে চাহিল মাত্র। কোন কথা বলিল না।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তা'হলে আসুন, যাত্রা করা যাক্?"

"অল্-রাইট, ফ্রেণ্ড! আমি প্রস্তুত।" এই বলিয়া মিস মার্গারেট

উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে মিংচু, ইন্দ্রনাথ ও স্থং দাঁড়াইয়া, মিস মার্গারেটকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

সমুদ্রে অবতরণ করিয়া মিস মার্গারেট, [illegible] পার্শ্বে মিংচু ও মিংচুর পার্শ্বে ইন্দ্রনাথ এবং সর্বশেষে স্থং সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমুদ্র-কূল হইতে পর্বতের দূরত্ব প্রায় এক মাইল পথ ছিল। ঠিক মধ্যস্থলে না হইলেও, সামান্য দক্ষিণে অপর একটা ক্ষুদ্র পর্বত, নির্দিষ্ট পর্বতকে প্রায় আবরিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রায় কোয়ার্টার মাইল পথ সকলে সন্তরণ কাটি[illegible]গ্রসর হইলে, মিস মার্গারেট কহিল, "আমি আর পারছি না, মিংচু, এস ফিরে যাই।"

মিংচু কহিল, "বা'রে, এরই মধ্যে ফিরব কেন? ভয় পাচ্ছে বুঝি আপনার?"

মিস মার্গারেট সহসা থমকিয়া ভাসিতে ভা[illegible]ত কহিল, "না, মিংচু, আমি আর পারছি না, ভাই, এস, ফিরে যাই?"

স্থং কহিল, "আমি আল পালব না, ইন্দলবাবু। চলুন ফিলে যাই?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তুমি ফিরে যাও, বন্ধু, আমি বাজি না জিতে ফিরব না।"

মিস মার্গারেট কহিল, "এস, স্থং, কেন প্রাণ দেবে? আমরা ফিরে যাই।"

স্থংয়ের নিকট প্রেম, ভালবাসার অপেক্ষা তাহার নি[illegible] প্রাণের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। সে কহিল, "চলুন, মিছ মা[illegible]গালেট। ছদ্দাল ছুনলে অত্যান্ত লাগ কলবেন।" এই বলিয়া সে মিংচুর উদ্দেশ্যে কহিল, "যেও না, মিংচু, ফিলে এছ, ফিলে আছুন, ইন্দলবাবু। এখানে ছোত খুব বেছী, পালবেন না, ফিলে আছুন। মিংচু, ছদ্দাল লাগ কল্‌বেন, ফিলে এছ।"

মিংচু একবার পিছন দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারা ফিরে যান, মিস মার্গারেট্। আমরা বাজি না জিতে ফিরব না।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের সহিত মধ্যস্থলের ক্ষুদ্র পর্বতটি অতিক্রম করিয়া মিস মার্গারেট ও সুংয়ের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

অর্ধ মাইলের কিছু বেশী জল-পথ অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রনাথ ও মিংচু দেখিল যে, অতীব তীব্র স্রোত সেখানে বহিয়া যাইতেছে। ভীষণ স্রোত ঠেলিয়া মিংচুর মত সাঁতারুর পক্ষেও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল। সে কহিল, "আমি যে আর পারছি না, ইন্দ্রবাবু?"

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ মিংচুর নিকটে আসিয়া কহিল, "এখানে যে এমন তীব্র স্রোত আছে, জানলে, আপনাকে কিছুতেই আসতে দিতাম না আমি নিজেও আসতাম না।"

মিংচু ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "আর যে এক ফুটও অতিক্রম করবার সাধ্য আমার নেই, ইন্দ্রবাবু? আমি আর পারলাম না!" এই বলিয়া সে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "এ সময়ে লজ্জা ত্যাগ করুন, মিস মিংচু। আমার পিঠের ওপর উঠে আসুন।" বলিতে বলিতে সে তাহার সম্মুখে গিয়া এক হস্তে তাহার একখানি হাত লইয়া নিজের কণ্ঠে বেড়িয়া ধরিল ও কহিল, "অন্য হাতটা দিয়ে আমার কাঁধ দুটো চেপে ধরুন।"

মিংচু অবশ-প্রায় হাত দুটি দিয়া ইন্দ্রনাথের উভয় স্কন্ধ ধরিয়া পিঠের উপর পড়িয়া থাকিয়া কহিল, "কিন্তু আপনি কি এই দারুণ স্রোতে আমাকে নিয়ে···"

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "অগ্রসর হওয়া, অথবা প্রত্যাবর্তন করা উভয়ই এখন অসম্ভব, মিস মিংচু। এখন স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।"

ইন্দ্রনাথ অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এক সময়ে মিংচু কহিল, "ঐ শুনুন, সুং ও মারগারেট আমাদের ফিরে যাবার জন্য চিৎকার করছেন।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু বুঝছে না যে, আমাদের আর ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়।" এই বলিয়া মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে, না, মিস মিংচু ?

মিংচু কহিল, "দয়া করে 'মিস' আর 'আপনি' এই দুটো কর্ণ-পীড়াদায়ক শব্দ কি ত্যাগ করা যায় না, মিঃ বোস ?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বেশ। অনিশ্চিত, নিয়তির কবলে পড়ে সভ্যতার কৃত্রিম মুখোশ আমি ত্যাগ করলাম, মিংচু। কিন্তু তোমাকেও তা' করতে হবে।"

"আমাকে মার্জনা করুন। আমি সুখী হব না, যদি পীড়ন করেন।" মিংচু কহিল, "আমরা যদি আর ফিরে যেতে না পারি, মিঃ বোস ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আর একটি অনুরোধ করতে চাই, মিংচু। তুমি আর কিছু ত্যাগ করতে না পার মিষ্টার কথাটি ত্যাগ করো, বরং বাবু বলে আমাকে সম্বোধন কর। যদিও বাবু বলার ওপর আমার আন্তরিক ঘৃণা আছে, তা হলেও ওটা দেশী শব্দ হিসাবে সহ্য করতে পারব।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কি বলছিলে ? যদি ফিরে যেতে না পারি ? আমার দিক থেকে কোন অভিযোগ উঠবে না, মিংচু। কিন্তু তোমার দিক থেকে......"

"একটুকুও নয়, ইন্দ্রবাবু" মিংচু কহিল, "এই যে আমরা পাহাড়ের নিকটে এসে পড়েছি!"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "শুধু তীব্র স্রোতের কৃপায়। তুমি আমাকে বেশ ভাল করে ধর। দেখি, পাহাড়ে ওঠবার সুযোগ কোন দিকে পাওয়া যায় কিনা!"

ইন্দ্রনাথ দেখিল, একদিকে, একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা জল অবধি নামিয়া আসিয়াছে। সে উজান দিকে সাঁতার কাটিয়া বৃক্ষ-শাখা ধরিয়া ফেলিল ও শাখা অবলম্বন করিয়া পর্বতের গাত্রে পা দিয়া কহিল, "এবার তুমি এই শাখাটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরো, মিংচু। আমি পাহাড়ে উঠে, তোমাকে টেনে তুলে নেব।"

ইন্দ্রনাথ, পাহাড়ে দাঁড়াইয়া, হেঁট হইয়া, মিংচুর দুটী হাত ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া লইল ও পর্বতের উপর একটি প্রশস্ত-স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে বসাইয়া দিলে, মিংচু শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পর্বতের উপর শুইয়া পড়িল।

ইন্দ্রনাথের অবস্থা তথৈবচ। সে মিংচুর নিকট হইতে কিছু দূরে একটি প্রস্তর স্তূপের উপর ঠেস দিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

(৫)

প্রায় বিশ মিনিট কাল উভয়ে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া বসিল। মিংচু স্নিগ্ধ হাস্য মুখে কহিল, "তারপর, ফ্রেণ্ড?"

ইন্দ্রনাথ হাস্য মুখে কহিল, "তারপর, আর কিছু নেই।" মিংচুর মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল দেখিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "ভয় করছে?"

মিংচু সবিস্ময়ে তাহার আয়ত চক্ষু দুটি মেলিয়া কহিল, "ভয়! কেন, ইন্দ্রবাবু?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "হেতু কি নেই, মিংচু?"

মিংচু দৃঢ়-স্বরে কহিল, "না, নেই। থাকতে পারে না। আচ্ছা, আপনি কি নিষ্ঠুর, বলুন ত? আমার জীবন-দাতাকে যদি বিশ্বাস করতে

না পারি, তাঁর কাছে নির্ভয়ে থাকতে অক্ষম হই, তবে এই দুনিয়ায় আমি নির্ভয় হব কার কাছে, বলতে পারেন ?"

ইন্দ্রনাথ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, মিংচু।"

মিংচু মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু আমরা কোথায় এসেছি, বলতে পারেন ?"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "না, পারি না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি, আমরা আশ্রয় পেয়েছি।"

"তা পেয়েছি। কিন্তু, ফিরে যাবার কি কোন উপায় নেই ?" মিংচু আগ্রহ-ভরে প্রশ্ন করিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "না। থাকলে বেশী খুশি হতাম, মিংচু। তবে জোয়ারের সময় আমরা অনায়াসে উত্তর পূর্ব কোণের দিকে তীরে যেতে সক্ষম হব।"

মিংচু কহিল, "বুঝেছি, তখন স্রোত তীরের দিকে বইতে আরম্ভ করবে, না ?" এই বলিয়া সে একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, "কি চমৎকার দৃশ্য ! চোখ আমার জুড়িয়ে গেল !"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমার জীবনে এই মুহূর্তগুলি অক্ষয় হয়ে আঁকা থাকবে, মিংচু। আমার একটি অনুরোধ আছে। কিন্তু........."

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "বুঝেছি। একটা গান গাইতে আদেশ করছেন ত ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আদেশ নয়, মিংচু। আমার একান্ত আন্তরিক প্রার্থনা..."

বাধা দিয়া মিংচু কহিল, "মাঝে মাঝে আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত করেন, বন্ধু। শুনুন।"

মিংচু তাহার অপূর্ব স্বরধারায় পর্বত ও সমুদ্র-বক্ষে শিহরণ তুলিতে

লাগিল। তাহার গানের, অমর ভাষা ও সুর ইন্দ্রনাথের মনে এক স্বর্গীয় অনুভূতির স্পর্শ দিতে লাগিল। সে প্রায় রুদ্ধ-নিশ্বাসে গান শুনিতে লাগিল। একসময়ে গান শেষ হইয়া গেলেও, সুরের ঝঙ্কার, মর্মস্পর্শী কথার আবেদন তাহার সত্বাকে ভুলাইয়া দিল।

কিছু সময় সে নীরব থাকিয়া কহিল, "সত্যই সঙ্গীত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ধন। ইচ্ছা করলেই এমন স্বর্গীয় সুরের অধিকারী হ ওয়া যায় না, মিংচু। তুমি সত্যই অপূর্ব! আমার কি মনে হয় শুনবে, মিংচু?"

মিংচু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, আমাকে, প্রলোভন দেখাবেন না, আমি সহ্য করতে পারব না। না, না, না!" এই বলিয়া সে দুই শুভ্র করতলের উপর মুখ রাখিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল।

ইন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে কোন কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে মিংচু যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখে স্নিগ্ধ হাস্যালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, "জোয়ার কখন আসবে, ইন্দ্রবাবু?"

ইন্দ্রনাথ যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল, এমন ভাবে সে কহিল, "কি বলছ, মিংচু?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "ঘুমুচ্ছিলেন না কি? আমি বলছিলাম, কখন জোয়ার আসবে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "খুব সম্ভবত অপরাহ্ণ চারটের সময়, মিংচু।"

মিংচু ম্লান-কণ্ঠে কহিল, "আপনার যে-বড়ো কষ্ট হবে, ইন্দ্রবাবু?"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "কেন, জোয়ার এলে?"

মিংচু কহিল, "বেশ, যা হোক! আপনি অনাহারে সারাদিন থাকবেন, কি ক'রে আমি তা সহ্য করি, বলুন ত?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আর তুমি? তোমার কষ্ট হবে না, মিংচু?"

মিংচু কহিল, "নারীর দু'একদিন উপবাসে কোন কষ্ট হয় না, মশায়। দেখেন নি, বাঙলা দেশে কত হতভাগিনীই না বালিকা বয়সে বিধবা হয়ে মাসের অর্দ্ধেক দিন নানা ব্যাপারে উপবাস করে থাকে?"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু তুমি মিংচু, বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে এসব বিষয় অবগত হ'লে কিরূপে?"

মিংচু কহিল, "কেন, জানায় কোন দোষ আছে?"

"আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ, মিংচু।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমি দোষ আছে, আভাসে ইঙ্গিতেও বলিনি। বল, কিরূপে তুমি জানলে, মিংচু?"

মিংচু মুহূর্ত্ত-কয়েক দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া কহিল, "আমার বাঙালী পরিচারিকা, সুবাসীর মুখে এসব বিষয় শুনে থাকি।"

"ওহো, তা'ই!" ইন্দ্রনাথ নিজের সন্দেহ দূর করিল। সে কহিল, "বাধ্য হয়ে উপবাস করা, কিম্বা স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকা, উভয় ক্ষেত্রেই সম কষ্ট-দায়ক হয়ে থাকে, মিংচু। তুমি বস, দেখি, কোন ফল সংগ্রহ করতে পারি কি-না! কয়েকটা গাছে পাকা ফল ঝুলছে, দেখছি!"

"চলুন, আমিও যাই।" এই বলিয়া মিংচু উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৬)

পর্বতের পূর্বদিকে নানাজাতীয় বৃক্ষে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছিল। একটি বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে পাকা ফল আহরণ করিয়া ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "ভগবান, করুণাময়, মিংচু। আমরা অবিশ্বাসী জীব, তা'ই তাঁর ওপর অটল নির্ভর ক'রে থাকতে পারি না। তিনি জীবের জন্য নানা দিকে, নানাস্থানে আহার্য প্রচুর পরিমাণে রেখে দিয়েছেন।"

মিংচু কহিল, "সত্যই তা'ই, ইন্দ্রবাবু। অবিশ্বাসী মানুষ নিজের

মহাপাপে অনাহারে মৃত্যু-বরণ ক'রে থাকে। আসুন, আপনাকে ফল ছাড়িয়ে দিই।" এই বলিয়া উভয়ে পর্বতের একস্থানে বসিয়া পড়িল।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "কিসে ফল ছাড়াবে, মিংচু ?"

মিংচু সলজ্জ-স্বরে কহিল, "আমি ভেবেছিলাম, আমরা হোটলে আছি।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তা' হলে ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "ভগবান দাঁতের মত ক্ষুর-ধার অস্ত্র দিয়েছেন, মানুষকে। তবে চিন্তার কি আছে, বল ত ?"

মিংচু ও ইন্দ্রনাথ তৃপ্তি-সহকারে ফলাহার করিয়া পর্বতের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। এক সময়ে মিংচু কহিল, "সর্দার কি আমাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবে না ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "যদিও করেন, তবুও আমাদের সন্ধান পাবেন না। আমরা কূল হ'তে বহুদূরে এমন এক স্থানে উপস্থিত হয়েছি, যেদিকে অনুসন্ধান করবার চিন্তামাত্র তিনি করতে পারবেন না। তিনি ভাববেন, আমরা সমুদ্রে হারিয়ে গেছে অর্থাৎ মৃত্যু-বরণ করেছি।"

মিংচু হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "সর্দার তাঁর ব্যবসাটির ক্ষতি হ'ল ভেবে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন এবং..."

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "না, না, তিনি তোমার জন্য সত্যই অত্যন্ত দুঃখ-বোধ করবেন।"

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল। জোয়ার গর্জন করিতে করিতে সমুদ্র-তীর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "এইবার আমাদের সুযোগ এসেছে, সভ্যতা এবং লোকালয়ে ফিরে যাব।"

মিংচু ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "চলুন, না হয় যাওয়াই যাক।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, তোমার কি ফিরে যেতে দুঃখ হচ্ছে ?"

মিংচু রহস্যময় স্বরে কহিল, "এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে কা'র না দুঃখ হয়, বন্ধু ? কিন্তু ও আলোচনা থাক। চলুন, ফিরে যাই !"

ইন্দ্রনাথ ও মিংচু পর্বত হইতে সমুদ্র-জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও নূতন জোয়ারের প্রচণ্ড টানে তীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে সর্দার চ্যাংসা ও তাহার দলবল, মিস মার্গারেটের সহিত, বন-পার্শ্বে সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া, মিংচু ও ইন্দ্রনাথের নাম ধরিয়া ডাকিতে-ছিল। মিংচু, ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "ঐ শুনুন, ওঁরা সব আমাদের ডাকছেন। আপনি উত্তর দিন, ইন্দ্রবাবু।"

ইন্দ্রনাথ চিৎকার করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল এবং অবশেষে সকলে তীর হইতে ইন্দ্রনাথ ও মিংচুকে দেখিতে পাইয়া কলরব করিতে লাগিল।

মিনিট-কয়েক পরে শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে, ইন্দ্রনাথ ও মিংচু তীরের উপর উপস্থিত হইলে, চ্যাংসা দ্রুতপদে মিংচুর নিকট গিয়া তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। সে-দুই চক্ষু মুদিত করিয়া কহিল, "তথাগত বুদ্ধের ক্লিপায়, তোমাকে ফিলে পেলাম, মিংচু !"

মিংচু সর্দারের স্নেহালিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ইন্দ্রনাথকে দেখাইয়া কহিল, "সর্দার, এই মহাপুরুষের জন্যই এ-যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে ফিরেছি।"

চ্যাংসা, ইন্দ্রনাথের দু'টি হাত ধরিয়া কহিল, "তথাগত আপনাল মঙ্গল কলুন, ইন্দলবাবু! আজ আপনি আমাল যে উপকাল কলেছেন, তা' কোনদিন পলিশোধ কলতে পালব না।"

সুং কহিল, "আমি মিংচুকে নিছেধ কলেছিলাম, ছদ্দাল, ও আমাল কথা না ছুনে···"

মিংচু ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা বলো না, স্থং। তুমিই ত………"

এমন সময়ে একটি প্রকাণ্ড ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও একটি মৃতদেহ বালু-রাশির উপর নিক্ষিপ্ত হইল। উহা দেখিয়া সকলে চমকিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ দুই-পা মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল ও বিমূঢ়-কণ্ঠে কহিল, "একি, বিপিনবাবুর লাস যে! সর্ব্বনাশ! এঁকে কে হত্যা করল?"

চ্যাংসা বিবর্ণ-মুখে কহিল, "কি বলছেন, ইন্দলবাবু? বিপিনবাবুল লাছ! ম্রিত দেহ! ধলো, আমাকে কেউ ধলো। ডাঃ জেন, আঁমাল মাথা ঘুলচে!"

ডাঃ জেন, চ্যাংসাকে ধরিয়া ফেলিল। সকলে নিদারুণ ভয়ে নতস্বরে কথা বলিতে লাগিল। এক সময়ে ইন্দ্রনাথ কহিল, "এখন ত পুলিসে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন, মিঃ চ্যাংসা। আচ্ছা, স্থং, তুমি এখানে থাক। মিঃ চ্যাংসা আপনি এসব দেখতে পারবেন না। আপনি হোটেলে ফিরে যান। যা করবার আমি করছি। কি আশ্চর্য? কি ভয়ানক ব্যাপার!"

চ্যাংসা কাতর-কণ্ঠে কহিল, "আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, ডাঃ জেন। আমাল ছালা অঙ্গ কাঁপছে, আমি অজ্ঞান হ'য়ে প'লে যাব।"

মিংচু ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার কত দেরি হবে, ইন্দ্রবাবু?"

"কিছু বলা যায় না, মিংচু। সর্দারের সঙ্গে তুমিও যাও। আমি পরে আসছি।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

সর্দারের সহিত সকলে চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ স্থংয়ের দিকে চাহিয়া

কহিল, "স্থং, আমি একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি; তুমি পুলিশ-থানায় নিয়ে যাও। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।"

ইন্দ্রনাথ পত্র লিখিয়া দিলে, স্থং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বিপিনের দেহ সার্চ করিতে লাগিল। একমাত্র মনি-ব্যাগ সিগারেট কেস, লাইটার এবং একটি ক্ষুদ্র চাইনীজ ডল্ ব্যতীত আর কিছুই না পাইয়া একমাত্র ডল্‌টি নিজের কাছে রাখিয়া, অপর দ্রব্যগুলি পুনশ্চ যথাস্থানে রাখিয়া দিল এবং পুলিশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

কলিকাতা পুলিস হেড্ কোয়ার্টারে, মিঃ ঘোষাল আপন চেম্বারে গম্ভীর মুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একটি টেলিগ্রাম ফর্ম দেখা যাইতেছিল। মিঃ ঘোষালের সহকারীদ্বয়, মিঃ ব্যানার্জী ও মিঃ ঘোষ গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মিঃ ঘোষাল দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র পুতুল লইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি সহকারী মিঃ ব্যানার্জীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য! হুবহু চীনা-দলের পুতুলের ক্ষুদ্র-সংস্করণ! তুমি কি বল, ব্যানার্জী?"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "সত্যই, স্যর। আমাকে বিস্মিত করেছে।"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "কিন্তু চ্যাংসার মত ধার্মিক....."

মিঃ ঘোষাল ক্রোধ-ভরা স্বরে কহিলেন, "ধার্মিক! কিন্তু এমনও ত হ'তে পারে, মিঃ চ্যাংসারই কোন অনুচর, চ্যাংসার সাধুতার আবরণে এই সব ঘৃণিত কাজ করে যাচ্ছে?"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "অসম্ভব নয়, স্যর। কিন্তু ওটা ত একটা প্রমাণ হ'ল না, স্যর?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তুমি ভাব, ব্যানার্জী, শয়তান আততায়ীর দল

দিবাকরকে হত্যা করল, বিপিনকে হত্যা করল, আর আমরা অসহায়-দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলাম। আমরা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারলাম না। তোমায় বলব কি, ব্যানার্জী, যে-মুহূর্তে আমি বিপিনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ, ইন্দ্রনাথের তারে অবগত হ'লাম, আমার ব্রহ্মরন্ধ্র তপ্ত হয়ে উঠল। আমি পাগলের মত……”

বাধা দিয়া মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, “স্থির হোন, স্যর। আমরা বিপিন বাবুকে বারবার সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি যে আততায়ী কর্তৃক হত হলেন, তাতে আমাকে বিমূঢ় ক'রে ফেলেচে।”

মিঃ ঘোষ কহিলেন, “এমনই আশ্চর্যের বিষয়, স্যর, যেখানেই এই চীনা দল যাচ্ছে, সেখানেই একটা না একটা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু মিঃ চ্যাংসার মত ধার্মিককে যাঁরা জানেন, তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে, তাঁর দলে এরূপ জঘন্য আততায়ী থাকতে পারে।”

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “ওসব বাজে কথা রাখ, ঘোষ। চ্যাংসা ধার্মিক হোক, আর না হোক, এ ক্ষেত্রে তা'র দায়িত্ব অপরিসীম ছিল। সে বিপিনকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। তা'র দায়িত্বের বোঝা সে পালন করেনি। কেন করেনি, এ কৈফিয়ৎ আমাদের চাই। তা ছাড়া এই চীনের-পুতুল! চ্যাংসা-সর্দারের ষ্টেজে যে-কয়টি অতিকায় চীনের-পুতুল আছে, তাদের হুবহু ক্ষুদ্র সংস্করণ এই পুতুলটি। আমাদের দেখতে হবে কেন আততায়ী অন্য সব Symbol ত্যাগ ক'রে, চ্যাংসার ট্রেড-মার্ক ব্যবহার করছে। ব্যানার্জী?”

“বলুন, স্যর?” মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন।

“শোন, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি অবিলম্বে রেড্-পার্টি তৈরি ক'রে অপেক্ষা করো, আমি দশ মিনিটের ভিতর চীফের সঙ্গে দেখা করে আসছি।”

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "তাই হবে, স্যর।"

এদিকে চীনা-ড্যান্সিং-পার্টির সুবৃহৎ তাঁবুর স্টেজে নৃত্য-গীত চলিতেছিল। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ নর-নারীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দর্শকগণ আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হইয়া ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে সমগ্র অডিটোরিয়াম মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

ভিতরে মিঃ চ্যাংসার তাঁবুর ভিতর, বুদ্ধ-মূর্তির সম্মুখে বসিয়া চ্যাংসা মালা-জপ করিতেছিল। এক সময়ে ডাঃ জেন ধীরে ধীরে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুহূর্ত-কয়েক পরে, মিঃ চ্যাংসা তাহার হস্ত-ধৃত মালাটি দুইবার মস্তকে ঠেকাইয়া, সম্মুখে রক্ষিত একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর নামাইয়া রাখিল এবং ডাঃ জেনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি খবল, ডাঃ জেন?"

ডাঃ জেন কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া কহিল, "পুলিস তাবু অবরোধ করেছে, সর্দার।"

"পুলিছ? কেন?" চ্যাংসা বিমূঢ় হইয়া কহিল।

"জানি না। তবে আমার মনে হয়, মিঃ ঘোষাল অবিলম্বে আপনার দর্শন-প্রার্থী হবেন?" ডাঃ জেন কহিল।

চ্যাংসা মুহূর্ত-কয়েক চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া থাকিয়া কহিল, "পুলিছ! ছত্যেন ঘোছাল! উত্তম, ডাক্তাল জেন! তথাগত জানেন, আমলা কোন দোষে দোষী নই! এই যে, সুং, কি খবল?"

সুং চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "পুলিছ, মিষ্টাল ঘোছাল আপনাল ছঙ্গে দেখা কলতে, এছেচেন।"

চ্যাংসা সাগ্রহে কহিল, "কই, কোথায় তিনি?"

মিঃ ঘোষাল তাঁহার সহকারীদ্বয় মিঃ ব্যানার্জী ও মিঃ ঘোষ ও একজন সার্জেন্টের সহিত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, "আপনাকে একবার বাইরে আসতে হবে, মিঃ চ্যাংসা।"

চ্যাংসা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আমি এখনই আছচি, মিষ্টাল ঘোছাল।" বলিতে বলিতে চ্যাংসা অমায়িক হাস্তমুখে তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চ্যাংসার পশ্চাতে ডাঃ জেনও গম্ভীর মুখে একান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চ্যাংসা পর্যায়ক্রমে মিঃ ঘোষাল হইতে সার্জেণ্ট অবধি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া আহত-বিস্ময়ভরা-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আমাল এই ছৌভাগ্যেল হেতুটি কি, মিষ্টাল ঘোছাল?"

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর মুখে পকেট হইতে, বিপিনের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র পুতুলটি বাহির করিয়া চ্যাংসার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "চিনতে পারেন?"

চ্যাংসার দু'টি চক্ষুতে বিমূঢ় ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে মিঃ ঘোষালের হাত হইতে পুতুলটি লইয়া কয়েকবার এদিক ওদিক করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, "কৈ, না ত!"

"চেনেন না?" মিঃ ঘোষাল গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এমন পুতুল আর কখনও দেখেছেন?"

চ্যাংসার মুখ হইতে বিমূঢ় আভাস ছুটিয়া গেল। কহিল, "নিশ্চয়ই দেখেছি, মিষ্টাল ঘোছাল। আমালই কল্পনায় [illegible], আমালই চীনেল পুতুলেল অবিকল ছংচ্কলণ এটি। জিজ্ঞাসা ক[illegible]তে পালি কী, কে এই পুতুল তৈলি কলেছে?"

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, "আমিও ঠিক ঐ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আপনার কাছে এসেছি, মিঃ চ্যাংসা। আমার বিশ্বাস আছে, আপনি তা দিতে পারবেন।"

চ্যাংসা পূর্ণ-দৃষ্টিতে মিঃ ঘোষালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি দিতে পালব? তা'ল অলথ, মিষ্টাল ঘোছাল?"

"অর্থ বুঝা কি খুব কঠিন বলে মনে হচ্ছে, ... সা ?" মিঃ ঘোষাল কঠিন স্বরে কহিলেন, "শুনুন, আপনার ... আমন্ত্রিত হ'য়ে, আপনার দায়িত্বে পুরী গিয়ে, বিপিনবাবু এক নৃশংস আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছে। শুনলাম, আপনারা যখন, মিস মিংচু ও মিঃ বোসের সমুদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বন-ভূমির ধারে, সমুদ্র-তটে দাঁড়িয়ে আনন্দ করছিলেন, সেই সময়ে বিপিনবাবুর মৃত-দেহ সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে এসে তটের ওপর পতিত হয়। ইন্দ্রনাথ চিনতে পারে প্রথমে, তারপর আপনারা। আর এই পুতুলটি সেই হতভাগ্য বিপিনের জামার পকেটের ভিতর ছিল। আরও শুনুন, সেদিন কলকাতায় রাজপথের উপর দিবাকর নামে আর একজন পুলিস অফিসারকে হত্যা করে এক অজ্ঞাত আততায়ী, তারও পকেটে এই একই ধরণের একটি পুতুল ছিল! আপনার ব্যবসায়ের প্রতীকও এই পুতুল। সুতরাং; আমার এই আশা কি অন্যায় হবে যে, আপনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যিনি এই পুতুলের ইতিহাস বিবৃত করতে পারবেন ?"

সহসা চ্যাংসা সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ... একটুকরা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, ... কাল! চমৎকাল আপনাল যুক্তি, মিষ্টাল ঘোছাল! যে-হেতু আমা... চীনেল পুতুলেল চেহালা, ঠিক এই লকম, ছে-হেতু আমি অথবা আমা... লল কোন লোক এই ছব হত্যাকাণ্ড ক'লে বেলাচ্ছে। কেমন তাই ..., মিস্টাল ঘোছাল ? চমৎকাল! চমৎকাল আপনাল যুক্তি! কিন্তু কেন আপনি ভাবছেন না যে, আমাদেল চীনেল পুতুলেল ছুযোগ নিয়ে কোন ছুলল্লিত্ত ছোট্ট পুতুল তৈলি ক'লে, এই ছব হত-ব্যক্তিল পকেটে লেখে, ছকল দোছ আমাদেল ঘালে তুলে দিচ্ছে ? কেন আপনি ভাবছেন না যে, আমি যদি হত্যাকালী হ'তাম, তা'হলে আমালই নকল পুতুল লেখে কি

আমালই দিকে আপনাদেল টেনে আনতাম? আনতাম, মিস্টাল ঘোছাল?"

মিঃ ঘোষাল, চ্যাংসার অখণ্ড যুক্তি মনে মনে সমর্থন করিয়াও কহিলেন, "সে যাই হোক, আমি একবার আপনার ক্যাম্পটা সার্চ করতে চাই এবং তা চাই অবিলম্বে। আপনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পারেন। বাইরে থেকে আমরা দুজন সাক্ষীকে সঙ্গে এনেছি।"

চ্যাংসা মুহূর্ত্ত-দুই নীরব থাকিয়া কহিল, "হেতু কি জানতে পালি, মিস্টাল ঘোছাল?"

মিঃ ঘোষাল অধৈর্য-কণ্ঠে কহিলেন, "পরে পারবেন। বলুন, আপনি সঙ্গে থাকবেন?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, চ্যাংসা কহিল, "নিশ্চয়ই আপনাল কাছে সাল্‌চ্‌ ওয়ালেণ্ট্‌ আছে, মিস্টাল ঘোছাল?"

মিঃ ঘোষাল দ্রুত-কণ্ঠে কহিলেন, "প্রয়োজন নেই। এই শেষবার বলছি, আপনি আমাদের সঙ্গে, থাকবেন?"

চ্যাংসার মুখে একটুক্‌রা এমন হাসি লাগিয়াছিল, যাহা হাস্য কিম্বা ক্রোধ জানিবার উপায় ছিল না। সে ধীর-কণ্ঠে কহিল, "আমালও পলোজন নেই, মিস্টাল ঘোছাল। আপনালা এছেছেন, সৎ ও সাধু লোকেল ওপল অত্যাচাল কলতে। তথাগত বুদ্ধদেব আপনাদেল মাল্‌জনা কলুন।" বলিতে বলিতে সে তাহার তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

মিঃ ঘোষাল হস্ত-ইঙ্গিতে সহকারিগণকে কার্যে লাগিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন।

প্রায় তিনঘণ্টা-কাল ধরিয়া তন্ন তন্ন ভাবে সার্চ-কার্য চালাইয়াও, মিঃ ঘোষাল, কোন কিছুরই সন্ধানই পাইলেন না। তিনি ও তাঁহার সহকারীগণ, নর্তক ও নর্তকীদের তাঁবুগুলিও সার্চ করিলেন। অবশেষে

স্টেজের উপর গমন করিয়া অতিকায় পুতুলের নিকট দাঁড়াইয়া পুতুলের উপর আঘাত করিয়া দেখিলেন। পুতুলটি নীরেট লৌহ-নির্মিত বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কয়েকবার পুতুলটি দ্বিধা-বিভক্ত হইতে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং পুতুলটি বিভক্ত করিবার জন্য নানারূপে চেষ্টা করিয়াও যখন সক্ষম হইলেন না, তখন মালিককে অর্থাৎ চ্যাংসাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন সার্জেণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন।

অনতিবিলম্বে সার্জেণ্টের সহিত আহত, ক্ষুব্ধ মিঃ চ্যাংসা মিঃ ঘোষালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এখনও পীলন চল্‌ছে, মিস্টাল ঘোছাল ?"

মিঃ ঘোষাল সত্যই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি শান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "না, আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, মিঃ চ্যাংসা। অবশিষ্ট আছে, শুধু এই অতিকায় ও অভিনব পুতুলটি দেখ। দয়া ক'রে এটি খুলুন ত ?"

সর্দার হাস্যমুখে কহিল, "প্লতি লাত্রে দেখেও আপনাল ছন্দেহ যায় নি, মিস্টাল ঘোছাল ?" বলিতে বলিতে সে পুতুলের মস্তক স্পর্শ করিবার জন্য একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া, পুতুলের কেশের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতেই পুতুলটির অর্ধাংশ খুলিয়া স্টেজের উপর পড়িয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল অপর অর্ধেক অংশ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, মুক্ত অংশের ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য অর্ধাংশ নীরেট করিতে হইয়াছে। তিনি কহিলেন, "এদিকটা কি নীরেট, মিঃ চ্যাংসা ?"

মিঃ চ্যাংসা হাস্যমুখে কহিল, "পলীক্ষা কলুন, পলীক্ষা কলুন, মিষ্টাল ঘোছাল। জিজ্ঞাসা কলি ঐ অংশ নীলেট না হলে, এই অংশেল ভাল সহ্য কল্‌বে কে ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ঠিক আছে। আপনি পুতুলটা বন্ধ ক'রে দিন।"

পুতুলটি যথাযথরূপে বন্ধ করিয়া চ্যাংসা মিঃ ঘোষাল ও তাঁহার সহকারীদের

সহিত তাহার তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমি আবার মার্জনা চাইছি, মিঃ চ্যাংসা। সত্যই আমি দুঃখিত, আপনাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করতে বাধ্য হ'লাম ব'লে। আশা করি, আপনি মনে কোন দুঃখ পাবেন না?"

মিঃ চ্যাংসা উদার-কণ্ঠে কহিল, "আপনি, আমি, নিমিত্ত মাত্তল্, মিষ্টাল ঘোছাল। তথাগত বুদ্ধেল ইচ্ছাই পূল্ণ হোক্। আচ্ছা, আছুন আপনালা। আমাকে এখন সকলকে শান্ত কল্‌তে হবে, মিষ্টাল ঘোছাল। হাঁ, এই বাল বলে যান, কি জন্য এসেছিলেন?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমাকে মার্জনা করবেন, মিঃ চ্যাংসা। আমরা এখন পর্যন্ত এই ব্যাপার সাধারণের নিকট গোপন রেখেছি এবং যে-পর্যন্ত না সফল হই, এ-বিষয়ে গোপন থাকবে। গুড্ ডে!"

চ্যাংসা কহিল, "ভেলি গুড্! গুড্ ডে!"

মিঃ ঘোষাল সহকারীদের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

ডাঃ জেন, সুং প্রভৃতি সহকারীগণ গম্ভীর-মুখে সর্দারের সম্মুখে সমবেত হইল। সর্দার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "ছোন, তোমলা, ছত্তুল আমাদেল পিছনে লেগেছে। তালা পুলিছকে জানিয়েছে, আমলা নাকি পুলিছ-অফিছালদেল হত্যা কলি, আফিম ও কোকেন বিক্লি কলি, আমলা এই ছব অন্যায় কাজ কলি। আমাদেল্ নামে যে-ছব ছয়তান এই ছব মিথ্যা কথা লিপোর্ট কলেছে, তথাগত বুদ্ধ তা'দেল যেন মালজনা না কলেন!"

মিঃ ঘোষাল তাঁবুর কড়িডোরে দাঁড়াইয়া অবরোধ তুলিবার আদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণে চ্যাংসার মর্ম-বেদনাভরা কাহিনী প্রবেশ করিলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সহকারী মিঃ ব্যানার্জীকে কহিলেন, "ব্যানার্জী, সত্যই আমরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছি।

বর্তমান যুগেও যে মিঃ চ্যাংসার মত এমন একজন ধর্ম-ভীরু, উদার-প্রাণ ধার্মিকের সম্ভাবনা হতে পারে, দেখে আমাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করেছে।”

মিঃ ব্যানার্জী সবিস্ময়ে কহিলেন, “মিঃ চ্যাংসা ধার্মিক এই জন্য আপনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছেন, স্যর?”

“না, না, না, ব্যানার্জী। আমি ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি এই জন্য যে, আমরা চ্যাংসার মত একজন মহান ব্যক্তিকে অপমানিত করতে পেরেছি বলে।” এই বলিয়া তিনি অদূরে মিঃ ঘোষকে আসিতে দেখিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “এস, অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েচে। আমরা যাই।”

(৮)

সেদিন প্রত্যূষে মিঃ সত্যেন ঘোষাল পুলিস ইউনিফরমে ভূষিত অবস্থায় তাঁহার ড্রইংরুমে বসিয়া ইন্দ্রনাথের সহিত কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ বলিতেছিল, “সত্যিই বিভ্রান্তিকর ব্যাপার, সত্যেন। আততায়ী বিপিনকে এমন ভাবে হত্যা করল যে, আমি বহু চেষ্টা করেও হত্যাকারীর কোনরূপ ক্লুই দেখতে পেলাম না। পুরীর পুলিসও সমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।”

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “এদিকে কলকাতার বাজার ও মফস্বল মণ-মণ আফিংয়ে ছেয়ে গেল, উপর্যুপরি কয়েকটা হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হ’ল। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার পুলিস বিভাগের যে সুনাম ছিল তাও বঙ্গোপসাগরের অতল তলে তলিয়ে গেল। আমরা বর্তমানে যেরূপ লজ্জাকর অসহায়তা বোধ করছি, আমার কর্ম-জীবনে কখনও এমন করি নি, ইন্দ্র।”

ইন্দ্রনাথ কহিল, “আমি ভাবছিলাম যে, প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড এমন একসময়ে সংঘটিত হয়েছে, যে-সময়ে এই চীনা দলটি ঘটনাস্থলের নিকটে কোন না কোন স্থানে রয়েছে।”

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর মুখে কহিলেন, "চীফ অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছেন, ইন্দ্র। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আততায়ীদের ও বে আইনী আফিং-কোকেন ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "গত রাত্রে ক্যাম্প সার্চ করেও কিছু পেলে না, না ?"

"মণ মণ আফিংয়ের পরিবর্তে সিকি তোলাও নয়, ব্রাদার। তা' ছাড়া, সন্দেহ করা চলে, এমন কোন কিছুই দেখতেও পেলাম না। শেষে, মিঃ চ্যাংসার নিকট মার্জনা-ভিক্ষা করে ফিরে আসি।" মিঃ ঘোষাল এই বলিয়া মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ইন্দ্র, আমার একটি অনুরোধ রাখবে ?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "পাগলামী ক'রো না, সত্যেন। বল, আমাকে কি করতে হবে ? তোমাকে যদি এতটুকুও সার্থকভাবে সাহায্য করতে পারি, বিশেষ এই সময়ে, তা হলে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করব।"

মিঃ ঘোষাল উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ, ব্রাদার। আমি শুধু তোমার কাছ হতে সাহায্য নেব, এই জন্য চীফ্‌কে অনুরোধ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়েছি, ভাই।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "পুরস্কার থাক। তুমি বল, আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য দিতে পারি ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "মিঃ চ্যাংসাকে আমি সন্দেহ করি না সত্য, কিন্তু এই চীনা-দলের ভিতর আশ্রয় নিয়ে কোন না কোন দুর্বৃত্ত এই সব নারকীয়-কাণ্ড করে চলেছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, ইন্দ্র। তুমি চ্যাংসার দলে এমন একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ যে, সেখানে তোমাকে দিল্লীর পদস্থ আই-বি-অফিসার রূপে কেউ চেনে না। চেনে, ধনী-পুত্র, মাল্‌টি-মিলিও-নেয়ার রূপে। তুমি কলকাতায় এসেছ, নিজ ষ্টেট দেখবার জন্য। আমাদের

সৌভাগ্য-ক্রমে প্রেমে পড়েছ, চ্যাংসা-দ... ...ন্য-মণি, চীনের পুতুল, মিস মিংচুর। মিস মিংচুর, এই দলে প্র...ব প্রতিপত্তি অপরিসীম। সুতরাং তুমি যদি আমাদের সাহায্য করতে চাও, তবে তোমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আমি আর কারুকে দেখিনে, ইন্দ্র।"

মিঃ সত্যেন ঘোষাল নীরব হইলে, ইন্দ্রনাথ কহিল, "বুঝেছি। সত্যই এই অবস্থা অসহনীয়, সত্যেন। আমারও কর্ম-জীবনে এমন এক রহস্যময়, ভয়াল ঘটনার সঙ্গে কখনও আমি পরিচিত হইনি। উত্তম, বন্ধু, আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে।"

"কি শর্ত, বল?" মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করিলেন।

"শর্ত এই যে, এই কেসটি পরিচালনার সমগ্র ভার আমার ওপর দিতে হবে। আমি যখন যা সাহায্য চাইব, বিনা প্রশ্নে তা সরবরাহ করতে হবে। যাকে গ্রেপ্তার করতে বলব, বিনা দ্বিধায় তা করতে হবে। আর আমার অজ্ঞাতে অথবা অমতে কোন কাজ তোমাদের বিভাগ করতে পারবে না।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ নীরব হইল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তোমার প্রত্যেকটি শর্ত মেনে নিলাম। আর কিছু, ব্রাদার?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না। তবে যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করব, তোমাকে জানাব। হাঁ, আর আমার পরিচয় যেমন গোপনে রাখা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই রাখতে হবে।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বলা বাহুল্য-মাত্র, ব্রাদার। কিন্তু, ইন্দ্র, তোমার ওপর এই গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েও শান্তি পাচ্ছি না। এরা এমনই ভয়াল এবং জঘন্য আততায়ী যে, পুলিস অফিসারদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। আমার ভয় হয়, ইন্দ্র, তুমি যদি অত্যন্ত সতর্ক না হও, তবে এবার তোমার দিকে না শয়তান-দলের দৃষ্টি পড়ে।"

ইন্দ্রনাথ মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "বন্ধু, আমি না দিবাকর, না, বিপিন। আমি ইন্দ্রনাথ, ব্রাদার! একবার তারা না হয় চেষ্টাই করুক, আমি······"

ইন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার অবসর মিলিল না। মিঃ ঘোষালের পত্নী শ্রীমতী ভারতী হাস্যমুখে প্রবেশ করিলে, ইন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে চেয়ার ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমি ভেবেছিলাম, এমন অপার্থিব সময়ে আপনি গভীর নিদ্রা-সুখে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছেন, বৌঠান!" বলিতে বলিতে সে, ভারতীকে প্রণাম করিল।

ভারতী দেবী একবার স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, কত জন্ম মহাপাপ করলে, তবে মেয়েরা পুলিস-অফিসারের স্ত্রী হয়ে থাকে, এখন পর্যন্ত তার নির্ভুল সংখ্যা ঠিক করতে পারিনি। রাত্রে নিদ্রা-সুখ যে কি বস্তু, তা ভুলে গেছি, ভাই। তোমার বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখ, ওঁর মুখের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন ওঁর প্রিয়তমা গৃহত্যাগ ক'রে গেছেন।"

মিঃ ঘোষাল ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "আঃ ভারতী! ইন্দ্র ভাববে যে, তুমি বুঝি সত্য অভিযোগ জানাচ্ছ।"

ইন্দ্রনাথ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করবেন না, বৌঠান। আমি বুঝেছি।" এই বলিয়া সে তাহার রিষ্টওয়াচের দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "ভোর রাত্রি। এ সময়টা আলাপ-আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। যদি অনুমতি করেন, তবে আর একদিন ভদ্রলোকের সময়ে এসে আপনাদের অভিযোগ শুনে রায় দিয়ে যাব। আজ তবে উঠি, বৌঠান।"

মিঃ ঘোষাল দ্রুত-কণ্ঠে কহিলেন, "আর পাঁচ মিনিট, ইন্দ্র।" বলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "আর পাঁচটা মিনিট! তুমি যাও,······"

বাধা দিয়া ভারতী দেবী কহিলেন, "তোমার পাঁচটা মিনিট যে কত মিনি হয়, আমি জানি গো জানি।" এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরি কহিলেন, "ভাই ঠাকুরপো, কে একজন যে কে একজনকে পুরীতে খুন করেছে তার জন্য ভেবে ভেবে গত রাত্রি, ভোর অবধি বাইরে কাটিয়ে এসে অবিরাম টেলিফোন ক'রে ক'রে বেচারা টেলিফোন-মেয়েদের উত্যক্ত ক' মারছেন। কিন্তু ভাই, তোমাকে এই সময়ে যে এক কাপ কফি বি কোকো দেব, তারও উপায় নেই। ঝি-ঠাকুর তাঁদের সুখের শরীর! তাঁর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আর আমি শুয়ে শুয়ে প্রহর গুণছি, কখন স্বামী দেবতা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করবেন।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমার জন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই, বৌঠান!"

ভারতী দেবী স্বামীকে চেয়ারের উপর দুই চক্ষু মুদিত করিয়া বসিতে দেখিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, এখানে ঘুমিয়ো না। শেষে ঘরে নিয়ে যেতে ফটকের সিপাইকে দরকার হবে। আমি বাপু এত রাত্রে..."

"আঃ, কি বলছ, ভারতী! আমি ঘুমুই নি। তোমার আলাপ শেষ হবার জন্য প্রতীক্ষা করছি।"

"শুনলে ভাই, ঠাকুরপো, আমি ক' মিনিট এসেছি, বল ত? আর উনি যে সেই রাত্রি ১১টা থেকে তোমাকে উত্যক্ত ক'রে মারছেন......"

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "বৌঠান, আমি একটু ঘুম-কাতুরে। মোটর চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই ভাবছি......"

বাধা দিয়া ভারতী দেবী কহিলেন, "না, ভেব না, ঠাকুরপো। শুনলাম, তুমি নাকি এক নাচওয়ালীকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছ? সত্যি, ঠাকুরপো?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপব না, বৌঠান। তবে না

হ'লে, জোর ক'রে কিছু বলা যায় না।" বলিতে বলিতে সে ভারতী দেবীর সম্মুখে নত হইয়া নমস্কার করিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "পার ত কাল প্রাতে আমার বাড়ীতে যেও, সত্যেন। আমারও কয়েকটা জরুরী ব্যাপার আলোচনা করবার আছে। ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ রইল, বন্ধু!"

ইন্দ্রনাথ কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিলেন, "এইবার চল, খাওয়ার ব্যাপারটা শেষ ক'রে নেওয়া যাক।"

ভারতী দেবী কহিলেন, "একটা সত্যি কথা বল্‌বে?"

মিঃ ঘোষাল রুক্ষ-স্বরে কহিলেন, "কেন, আমি কি কেবলই মিথ্যা কথা বলি?"

ভারতী দেবী কহিলেন, "তা তুমি নিজেই বেশী জান। কিন্তু হ্যাঁ, গা, সত্যি ইন্দ্র-ঠাকুরপো, একটা নাচওয়ালীকে বিয়ে করবে?"

মিঃ ঘোষাল ঈষৎ তপ্তস্বরে কহিলেন, "তার ভাগ্যের জোর থাকলে হবে। কিন্তু আর না, চল, আমাকে খেতে দেবে।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভারতী দেবী সবিস্ময়ে মুহূর্ত-কয়েক স্বামীর গমন পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বাঃ বেশ লোক ত! আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যাও যে?" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন।

(৯)

মিঃ চ্যাংসা তাহার ক্যাম্পে বসিয়া ঝুনঝুনওয়ালা প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেছিল। আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ দামী পুরু কার্পেটের উপর অর্ধ চন্দ্রাকারে বসিয়াছিল। মিঃ চ্যাংসা বলিতেছিল, "বন্ধুগণ,

আপনালা নিচ্চয়ই ছুনেছেন, পুলিছ আমলে ক্যাম্প সাল্‌চ্‌ কলেছে। তাদেল বিচ্ছাচ যে, আমাল দলেল লোকেলা খুনেল পল খুন কলে বেলাচ্ছে, তালা বে-আইনী আফিং ও কোকেন্ বিক্লি কল্‌ছে। পুলিছ ছেচে বলে যে, আমাল দলেল কেউ না হ'লেও কোন ডুল্‌ব্লিত্ত আমাল দলেল ছুযোগ নিয়ে ঐ সব কাজ কলছে।

"বন্ধুগণ! আমি তথাগত বুদ্ধেল চলণ-ছেবক! আমি তাঁলই ধ্যান কলি, আল আমাল ব্যবছা চালাই! কিন্তু আমাকে ছান্তিতে থাকতে দিলে না, বন্ধুগণ! আমাল ছত্তুললা পুলিছকে আমাল বিলুদ্ধে জানিয়েচে। আমাল মল্‌নাঘাত কলেছে। তাই আমি তথাগত বুদ্ধেল চলণে বলি, হে প্লভু, যালা মানব-জীবন ধ্বংস কল্‌ছে, যালা পাপ-পথে চলেছে, তাদেল তুমি মাল্‌জ্জনা কলো প্লভু!" এই বলিয়া সে চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া, দুই হাত একত্রে যুক্ত করিয়া কপালে ঠেকাইল।

চ্যাংসা-সর্দার চক্ষুদ্বয় মুক্ত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "বন্ধুগণ! আমি আপনাদেল বন্ধু! আপনালা কি কখনও বন্ধুল বুকে ছোলা বছাতে পালেন? মিথ্যে অভিযোগ ক'লে বন্ধুকে অপদচ্‌থ কল্‌তে পালেন? না, কখনই নয়। আপনাদেল এছব কথা বলবাল উদ্দেছ্য আমার এই যে, আপনালাও ছাবধান হবেন! ছত্তুল আমাদেল পিছনে লেগেছে। তথাগত বুদ্ধ, ক্লিপা কলো, প্লভু!" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনালা যান, এইবাল নৃত্য-গীত উপভোগ কলুন গে।"

সমবেত ব্যক্তিগণের কণ্ঠে 'বন্দেগী! রাম রাম! নমস্কার!' প্রভৃতি ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল এবং মিঃ চ্যাংসা করযোড়ে মাথা দোলাইয়া প্রতি নমস্কার জানাইতে লাগিল।

ঝুনঝুনওয়ালা মিঃ চ্যাংসার তাঁবুর বাহিরে আসিলে, অপেক্ষমাণ ডাঃ জেন কহিল, "পাঁচ মিনিটের জন্য আমার ক্যাম্পে একবার আসুন, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা!"

"চলিয়ে, ডাগদার জেন্!" এই বলিয়া ঝুনঝুন্‌ওয়ালা ডাঃ জেনকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

ডাঃ জেন গম্ভীর-মুখে তাহার তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহার চেয়ারের নিকট গমন করিল, কিন্তু উপবেশন না করিয়া কহিল, "শুনুন, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা, আমি সত্য কথা শুন্‌তে চাই। আপনি সত্য গোপন করবার চেষ্টা করবেন না।"

ঝুনঝুনওয়ালা বিস্মিত-কণ্ঠে কহিল, "আমি ত কখনও ঝুট্ বাৎ আপনাকে বলিনি, ডাঃ জেন।"

ডাঃ জেন কঠিন হাস্যমুখে কহিল, "এখনই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনি পুলিসকে সংবাদ দিয়েছিলেন?"

ঝুনঝুনওয়ালার মুখভাব বিকৃত হইয়া গেল। সে বিমূঢ়-স্বরে কহিল, "হামি পুলিসকে সংবাদ দিয়েছি, ডাঃ জেন! রামজী! রামজী! অায়সা বাৎ বলিবেন না, ডাঃ জেন। কভি নেই, কভি নেই!"

ডাঃ জেন ক্রুদ্ধ-স্বরে কহিল, "Shut up! আপনি যদি না বলবেন, তবে অন্য আর কে আমাদের সঙ্গে ছিল পুরীতে? স্বীকার করুন? সত্য কথা বলুন? নইলে দেখছেন......"

সহসা ঝুনঝুনওয়ালার দৃষ্টি ডাঃ জেনের পশ্চাতে তাঁবুর শেষ-প্রান্তে আকৃষ্ট হইল। সেখানে একটি দীর্ঘ ওভারকোট অঙ্গে দিয়া কোন ব্যক্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝুনঝুনওয়ালার মানস-দৃষ্টিতে পুরীতে দৃষ্ট মিস্ত্রী ম্যানের ছবি ভাসিয়া উঠিল। সে নিদারুণ আতঙ্কে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে সহসা ডাঃ জেনের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "নেহি, কভি নেহি, আমি বলি নি, আমাকে বিশ্বাস করুন, ডাঃ জেন আমাকে, বিশ্বাস করুন, আমি কখনও কোন্ কথা পুলিসকে বলি নি।"

ডাঃ জেন সক্রোধে তাহার পদদ্বয় ঝুনঝুনওয়ালার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটী দীর্ঘ-ফলা ভোজালী বাহির করিয়া কহিল, "পা ছাড়ুন। উঠে দাঁড়ান। এখনও সত্য কথা বলুন, কে পুলিসকে খবর দিয়েছে?"

ঝুনঝুনওয়ালা কাঁদিতেছিল। সে কহিল, "আমাকে বিশ্বাস করুন, ডাগ্‌দার জেন। হামি কভি কোন বাৎ পুলিসকে জানাই নি। নিশ্চয়ই অন্য কোন শয়তান জানিয়েছে। আমাকে মার্জনা করুন। সময় দিন, আমি সেই শয়তানকে খুঁজে বার করব। তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসব। আমি······"

ডাঃ জেন একদৃষ্টে ঝুনঝুনওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে কহিল, "উত্তম! এবারে আপনাকে আমি মার্জনা করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদের অত্যন্ত সতর্ক হ'তে হবে। যদি না হন, তবে আপনাকে রক্ষা করবার সাধ্য তথাগতেরও থাকবে না। যান!"

ঝুনঝুনওয়ালা কম্পিত হস্তে বার বার অভিবাদন করিতে করিতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ডাঃ জেন পশ্চাৎ দিকে চাহিতে দেখিল, মিষ্ট্রী-ম্যান অদৃশ্য হইয়াছে সে সহসা শূন্য তাঁবুর ভিতর অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাঃ জেনের হাস্যবেগ কখন প্রশমিত হইত কিছুই স্থির ছিল না। কিন্তু স্থং তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র ডাঃ জেনের হাস্যরব স্তব্ধ হইয়া গেল। সে স্থং-এর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি সংবাদ, স্থং?"

স্থং কহিল, "ইন্দ্রবাবু সত্যেন ঘোষালের বাটীতে গিয়েছিল।"

"তারপর?" ডাঃ জেন প্রশ্ন করিল।

"আর কোন লোক যায় নি, ডাঃ জেন।" স্থং কহিল।

ডাঃ জেনকহিল, "ইন্দ্রবাবু, সত্যেন ঘোষালের বন্ধু, তা' জান!"

"জানি, ডাঃ জেন।" সুং কহিল, "কিন্তু ইন্দ্রবাবু আমাদের মিংচুর সঙ্গে......"এই অবধি বলিয়া সহসা তাহার দৃষ্টি ডাঃ জেনের মুখের উপর আকৃষ্ট হইলে সে নীরব হইয়া গেল।

ডাঃ জেন কহিল, 'মিংচুর সঙ্গে ইন্দ্রবাবুর বন্ধুত্ব, সর্দারের ইচ্ছা নয়, সুং?"

"কিন্তু, ডাঃ জেন,......" সুং প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিয়াই নীরব হইয়া গেল।

ডাঃ জেন গম্ভীর স্বরে কহিল, "সর্দারের ইচ্ছার প্রতিবাদ শুনতে আমি অভ্যস্থ নই, সুং। ভবিষ্যতে তুমি সতর্ক হবে, আশা করতে পারি কী?"

সুং সভয়-কণ্ঠে কহিল, "আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি না, ডাঃ জেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, আমাদের মিংচুর......" এই অবধি বলিয়া পুনশ্চ সে কথা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া গেল।

ডাঃ জেন কহিল, "হুঁ, বুঝেচি, তুমি বলতে চাইছ যে, আমাদের মিংচু ও ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটু বেশী মাত্রায় মিশতে আরম্ভ করেছে অথবা তার বন্ধু-ভাবের সীমা-রেখা পিছনে ফেলে অনেকটা পথ অগ্রসর হ'য়ে গেছে। কেমন, তাই না, সুং?"

সুং ম্লানমুখে কহিল, "হাঁ, ডাঃ জেন। তাই আমি বলতে চাইছিলাম। আপনি যদি আমাদের মিংচুকে ছুতলুক ব'লে দেন, তবে সে সুবিধান হয়ে যাবে।"

ডাঃ জেন রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "মূর্খ, নারী যখন কোন পুরুষকে ভালবাসে, তখন তার কি হিসাব-বোধ থাকে, না সদুপদেশ তার মনে কোন দাগ কাটতে পারে? মিংচু যদি ইন্দ্রবাবুকে ভাল-বেসে থাকে, তবে কারুরই সাধ্য হবে না, তাকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে

পারে।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি কি কখনও কোন নারীকে ভালবেসেছিলে, স্থং?"

স্থং-এর বীভৎসাকৃতি মুখে এক টুকরা ভয়াল হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে মাল্‌জনা কলুন, ডাঃ জেন। আমি বলতে পালব না।"

ডাঃ জেন মুহূর্ত-কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্থং-এর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা থাক। তবে পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের বাসনার মত, অথবা বাঙ্‌লা দেশের প্রবাদ-বাক্য, যথা—'বামন হয়ে চাঁদ ধরার' মত আশা কখনও করো না, স্থং। আশা করছি, আমি কি বলতে চেয়েছি, তা বুঝেছ?"

"বুঝেছি, ডাঃ জেন।" স্থং কহিল, "তা হলে আমি আল ইন্দলবাবুল ওপল নজল লাখব না?"

ডাঃ জেন সবিস্ময়ে কহিল, "ইন্দ্রবাবুর ওপর? কে তোমাকে এ আদেশ দিয়েছে?"

স্থং দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "না, কেউ দেয় নি, ডাঃ জেন। তবে....."

ডাঃ জেনের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শোন, স্থং। যে কোন্ হেতুর জন্যই হোক, তুমি কখনও নিজের ভাল-মন্দের সঙ্গে তোমার প্রভুর ভাল-মন্দ মিশিয়ে ফেলবে না। মাত্র তোমাকে যে আদেশ দেওয়া হবে, তুমি তাই বিশ্বস্তভাবে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করবে। তোমার ইচ্ছামত কোন কাজ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে না। যাও।"

স্থং অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাঃ জেন পুনশ্চ দ্বিতীয় দফায় অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

(১০)

ভারতবর্ষ হোটেলের একটি প্রথম শ্রেণীর স্যুইট্, মিংচুর জন্য রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর, মিংচু তাহার ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমের ভিতর একটি বৃহৎ আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুন্‌গুন্ রবে গান গাহিতে গাহিতে তাহার প্রসাধন-পর্ব শেষ করিতেছিল। তাহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল বলিয়া মনে হইতেছিল। এক সময়ে সে তাহার পরিচারিকার নাম ধরিয়া ডাকিল, "সুবাসী!"

"যাই, দিদিমণি।" বলিয়া একটি যুবতী পরিচারিকা ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল।

মিংচু কহিল, "দেখ, ইন্দ্র আসছেন কি-না?"

সুবাসী মুহূর্ত দুই কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবু কি আসতে আসতে পথ ভুলে নীচে দাঁড়িয়ে থাকবেন, দিদিমণি?"

মিংচু কৃত্রিম কোপভরে কহিল, "তোর আজকাল বড়ো সাহস বেড়েছে, মুখপুড়ী। হাঁ, রে মুখপোড়া মেয়ে, তুই ত বিবাহ করেছিলি?"

সুবাসী গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা! দিদিমণির কথা শোন! যদি বিয়েই না করলাম, তবে বিধবা হ'লাম কি করে, দিদিমণি?"

মিংচু প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিল, "তোর বর তোকে কি বলে ডাকত, সুবাসী?"

সুবাসী একটু হাসিয়া কহিল, "সে অনেক রকম নামে ডাকত, দিদিমণি।"

"যথা?" মিংচু জিজ্ঞাসা করিল।

"সুবো, সুবা, বাসি, হতভাগী, হারামজাদী, শয়তানী, জংলী, কুকুরমুখী......"

মিংচু দুই কান দুই করতলের দ্বারা আবৃত করিয়া কহিল "ওরে থাম, থাম, মুখপোড়া মেয়ে, থাম। বুঝেছি, তোর বর তোকে খুব ভালবাসত, না ?"

সুবাসী ম্লানমুখে কহিল, "সে শয়তানের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, দিদিমণি। এমন দিন যেত না, যেদিন সে মদ খেয়ে না আসত, আর আমাকে মারধর না করত।"

মিংচু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "বলিস কিরে ?"

সুবাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে দুঃখের কথা আর বলেন কেন, দিদিমণি ! মরেছে না বেঁচেছি।"

মিংচু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ওরে, মুখপোড়া মেয়ে, আর বলিস নি রে, আর বলিস নি। আমার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিসনে তুই। হাঁরে, এমন পুরুষ-মানুষও থাকে ?"

সুবাসী কহিল, "তারা কি মানুষ, দিদিমণি ? তারা পশু; পশুর চেয়েও অধম। নারী-মাংসের লোভ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তারা ভালবাসার অভিনয় করে নারীকে ভোলায়। তারপর, লাথি মেরে পথের ধুলো-কাদায় ফেলে দেয়।"

মিংচু কহিল, "তোর জীবন যে এমন মরুভূমি, তা' আমি জানতাম না, সুবাস। তথাগত বুদ্ধ তোর এই বয়সে সব কিছু সুখ-শান্তি শেষ ক'রে দিয়েছেন, ভাবতেও আমার মন বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে, সুবাস।"

সুবাসী তাহার করুণাময়ী কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে কহিল, "না, দিদিমণি, সত্যি বলছি, আমার মনে কোন দুঃখ, কোন অভাব নেই। আমার দেড় বছরের বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি এই কথা ভগবানকে জানিয়েছিলাম, 'হে ভগবান ! হয়, আমাকে তুমি বিধবা করো, — আমাকে তুমি মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় দাও, প্রভু !' ভগবান আমার কথা স্বকর্ণে শুনলেন, দিদিমণি। দেড় বছরও গেল না, মুখপোড়া নিজের মহাপাপের বিষে

সর্বাঙ্গ জর্জরিত ক'রে মরে গেল। তারও হাড় জুড়োলো আর আমারও, দিদিমণি।" এই বলিয়া সে প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য কহিল, "আজ কি বাবু আসবেন, দিদিমণি?"

মিংচু সহসা সচকিত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির উপর পদধ্বনি শ্রুত হইল। সে দ্রুতপদে স্যুইটের দ্বারের নিকট গমন করিয়া হাস্যমুখে কহিল, "একি, এত দেরি হ'ল যে? এস, ভিতরে এস, দাঁড়ালে কেন?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল "দেরি?" এই বলিয়া সে তাহার রিষ্টওয়াচের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যে পাঁচ মিনিট পূর্বেই এসেছি, মিংচু।"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "সব সময় কি ঘড়ির কাঁটা দেখে সময় নির্ধারিত করা যায়, বন্ধু?"

ইন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বুঝলাম না, মিংচু। সময় জানতে হলে ঘড়ির-কাঁটার দিকে চাওয়া ছাড়া আর কি দ্বিতীয় উপায় আছে বল ত?"

মিংচু অনবদ্য-স্বরে কহিল, "নেই? মনের কাঁটা কি তোমার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে নি কখনও, বন্ধু? তুমি কি মনের ভিতর প্রিয় আগমনের পদধ্বনি শুনতে পাও না, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ বিমূঢ় স্বরে কহিল, "তুমি এসব কি বলছ, মিংচু? তোমার মন কি আজ সুস্থ নয়?"

"সুস্থ নয় আমার মন? শুনবে, ইন্দ্র, আজ সারাদিন ধ'রে তোমাকে যে গানটি শোনাব, তা ভেবে রেখেছি?" বলিতে বলিতে মিংচু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পিয়ানোর সম্মুখে পিয়ানো টুলের উপর বসিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাস্যমুখে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ শোফা হইতে উঠিয়া পিয়ানোর পশ্চাতে গিয়া, পিয়ানোর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, মিংচুর দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি গান শোনাবে, আর আমি শুনব না, মিংচু ?"

মিংচু আদরিণী বালিকার মত মাথা দোলাইয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, শোনবার পর বোঝা যাবে।" এই বলিয়া সে সুমধুর-কণ্ঠে গান গাহিতে আরম্ভ করিল। গানের স্বর, মূর্ছনা, আকুতি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইয়া, যেন প্রাণ পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মানসলোকে মূর্তিমন্নী রাগিণী রূপে-রসে-গন্ধে সজীব হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দু'টি প্রগাঢ় ভাবাবেশে অর্ধ-মুদিত হইয়া গেল। সে নীরবে প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এক সময়ে গান শেষ হইয়া গেল। তরুণী মিংচুর দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, "ইন্দ্র !"

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া সজাগ হইল। সে কহিল, "একি গান বন্ধ হয়ে গেছে, মিংচু ?" বলিতে বলিতে মিংচুর সহিত শোফার নিকট গিয়া উপবেশন করিল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "এমন গান তুমি কোথায় শিখলে, মিংচু ? এমন কণ্ঠ তুমি কোথায় পেলে ?"

মিংচু বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বিদ্রূপ করছ, ইন্দ্র ? আমার মত একটা মেয়ের গান শুনে......"

ইন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "চুপ করো, মিংচু চুপ করো ! নিষ্ঠুর আঘাতে তুমি আমার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না।"

মিংচু স্নিগ্ধ-হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া কহিল, "তুমি সত্যি আনন্দ পেয়েছ, ইন্দ্র ? আমার মত হতভাগিনী তোমাকে মুগ্ধ করেছে, সুখী করেছে—এর মত পাওয়া আমি জীবনে এই প্রথম পেলাম। তথাগত বুদ্ধ আজ আমার

প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, আমার সকল কিছু সার্থক করেছেন। বস, বন্ধু, বস। আমি এত আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না। আমি আসছি, এখনই আসছি।" বলিতে বলিতে মিংচু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বসিয়া রহিল। তাহার মরুভূমি-সম হৃদয়ে এক অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ পাইতে লাগিল। জীবন যে এরূপ আনন্দময়, একটি নারীকে ভালবাসিয়া জীবনের যে এরূপ রোমাঞ্চকর স্বাদ পাওয়া যায়, ইহা তাহার কর্মময়-জীবনের নিকট অপূর্ব বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ বসিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বাতায়ন-পথে সুদূর নীল আকাশের উপর নিবদ্ধ হইয়া অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

এমন সময়ে মিংচু পরিচারিকা সুবাসীর সহিত ইন্দ্রনাথের জন্য জল-যোগ-পর্ব ও কফি লইয়া আগমন করিল। ইন্দ্রনাথ সচকিত হইয়া কহিল, "আমি যে ও পাঠ শেষ ক'রে এসেছি, মিংচু ?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "তা' হোক ! আর একবার আরম্ভ করে শেষ করতে হবে।"

সুবাসী বাহির হইয়া গেল। মিংচু হাস্যমুখে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "কই, এস ?"

ইন্দ্রনাথ শোফা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "এটা কিন্তু অত্যাচার হচ্ছে, মিংচু।"

মিংচু কহিল, "আচ্ছা, শুধু শুধু আঘাত করে তোমরা কি সুখী হও, বন্ধু ?"

ইন্দ্রনাথ মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "এবার থেকে, এখানে যখন আসব, না-খেয়ে উপবাস ক'রে আসব। নইলে······" বলিতে বলিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সে উপবেশন করিল।

জলযোগ-পর্ব শেষ হইলে, মিংচু, ইন্দ্রনাথের হাত ও মুখ ধুইবার জল আনিয়া, একটি তোয়ালে তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দ্রনাথ মুখ-হাত ধৌত করিয়া, মুছিয়া পুনশ্চ শোফার উপর বসিয়া কহিল, "এইবার আমার কয়েকটি কৌতূহল পরিতৃপ্ত করো, বান্ধবী ?"

"কি বল ?" মিংচু প্রশ্ন করিল।

"আমি তোমার সম্বন্ধে জানতে চাইছি, মিংচু। তোমার মত একটি তরুণী মেয়ে, চ্যাংসার দলে যোগ দিলে কোন্ সে হেতুতে, মিংচু ?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "কেন জানতে চাইছ, ইন্দ্র ?"

ইন্দ্রনাথ সতর্ক হইয়া কহিল, "এমনি কৌতূহল, মিংচু। তোমারও কি আমার অতীত জানতে কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না ?"

মিংচু সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, হয় না, ইন্দ্র। তুমি, তুমি, আর কিছু জানতে চাইনে আমি। তোমার মন, তোমার দেবতুল্য আকৃতি, তোমার স্নেহ—এর বেশী আমার জীবনে আর কি কাম্য থাকতে পারে, ইন্দ্র ?"

ইন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বেশ, আমিও আর কিছু জানতে চাইব না। আমি সেই শুভদিনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করব, যে দিন তুমি স্বেচ্ছায় হাস্যমুখে, আমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার, হোক্ আলো, হোক অন্ধকারময়—জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখাবে। হাঁ, আর একটা প্রশ্ন, মিংচু। করব ?"

"করো।" মিংচু কহিল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "মিঃ চ্যাংসা ধর্ম-ভীরু, অমায়িক ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর দলীয় অন্য সকলের সম্বন্ধেও কি তা বলা চলে ?"

মিংচু মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া কহিল, "জানি না, কেন তুমি এই প্রশ্ন করেছ, ইন্দ্র। তবে আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কিছুই

জানি না। তা' ছাড়া, আমার সঙ্গে দলের কোন সম্পর্কও নেই। সর্দার আমাকে যা বলেন, আমি করি এবং তিনি অন্যকে আমার জন্য যা করতে আদেশ দেন, তারা তা' করে। কিন্তু তুমি কি জানতে চাইছ, ইন্দ্র ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, তেমন কিছু নয়, মিংচু। তবে, তুমি বোধহয় শুনেছ, পুরীতে বিপিনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিস তোমাদের তাঁবু সার্চ করেছিল ?"

মিংচু কহিল, "হাঁ, শুনেছি। কিন্তু পুলিস কি দূষণীয় কিছু পেয়েছিল ?"

"না, মিংচু।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু সত্যেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু, পুলিসের একজন পদস্থ অফিসার। তাঁর বক্তব্য এই যে, সার্চে কিছু না পাওয়া গেলেও, পুলিসের মন থেকে নাকি সন্দেহ নিরসন হয় নি।"

মিংচু কহিল, "আমি যে কি বলব, ইন্দ্র, কিছু ভেবে পাচ্ছি না। পুলিস যে কেন......"

এমন সময়ে কক্ষের ভিতর টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মিংচু তাহার উক্তি অসমাপ্ত রাখিয়া দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকটে গিয়া রিসিভার কানে লাগাইয়া কহিল, "হ্যালো! কে ? কাকে চাই ? ইন্দ্রবাবু ? হাঁ, আছেন, অপেক্ষা করুন—ডেকে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে রিসিভারটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার ফোন, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ দ্রুতপদে টেবিলের নিকট গমন করিয়া কহিল, "হ্যালো! কে ? ও হো......আচ্ছা, আচ্ছা, এখনই আসছি।" এই বলিয়া সে রিসিভার নামাইয়া রাখিল এবং মিংচুর দিকে চাহিয়া কহিল, "একটু জরুরী বৈষয়িক এন্‌গেজমেণ্ট ছিল, মিংচু। আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। এখন আসি. রাত্রে আবার দেখা হবে পাড়িনীরিনামে।"

তরুণী মিংচুর মুখ করুণাভাসে ছাইয়া গেল। সে কহিল, "তাই তো, ইন্দ্র, তুমি যে এত শীঘ্র চলে যাবে, আমি আশা করিনি। একটি দিনও তোমাকে সামনে বসিয়ে আহার করাতে পারলাম না।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "সে জন্য দুঃখ কিসের, মিংচু? জীবন ক্ষণ-স্থায়ী বটে! কিন্তু সেই ক্ষণটি ত আমাদের জীবনে তত ক্ষণস্থায়ী সচরাচর হয় না, মিংচু। আচ্ছা, আমি আসি।"

"এস। রাত্রে অডিটোরিয়ামে যেন দেখা পাই।" মিংচু মুখে অনবদ্য আভাস আনিয়া কহিল।

"পঞ্চরে।" বলিয়া ইন্দ্রনাথ দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল।

(১১)

সুস্থান ঘোষালের বাড়ীর সম্মুখে সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে একটি ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে ঝুনঝুনওয়ালা অবতরণ করিল, এবং ট্যাক্সি-মিটার দেখিয়া, ভাড়া মিটাইয়া দিল। ট্যাক্সি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঝুনঝুনওয়ালা সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া বাড়ীর বহিঃফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে মলিন বস্ত্র পরিহিত একটি ভিক্ষুক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "সারা দিন কিছু খেতে পাই নি, বাবা। রামজী ভাল করেগা, বাবা। আমাকে দো-চার আনা ভিখ্ দে, মহারাজ!"

ঝুনঝুনওয়ালা সক্রোধে কহিল, "নিকালো উল্লু!" বলিয়া ভিক্ষুককে মারিতে উদ্যত হইল। ভিক্ষুক সভয়ে দূরে সরিয়া গেল। ঝুনঝুনওয়ালা দ্রুতপদে ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাড়ীর দিকে যখন গমন করিতেছিল,

তখন, ভিক্ষুকটি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে, শুনিতে পাইল।

ঝুনঝুন্‌ওয়ালা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন সিপাই, তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "কি চাই, বাবুজি?"

ঝুনঝুনওয়ালা কহিল, "ইন্‌স্পেক্টার সাব আছেন?

"হ্যাঁ, আছেন। আপনার কি চাই?" সিপাই প্রশ্ন করিল।

ঝুনঝুনওয়ালা একটি কাগজে তাহার নাম ও বিশেষ প্রয়োজনে মিঃ ঘোষালের সহিত পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করিতে চায় লিখিয়া আনিয়াছিল। সে সেই কাগজখানি, সিপাইয়ের হাতে দিয়া কহিল, "সিপাইজি, তুমি এই কাগজখানা, সাহেবকে দিয়ে এস। আমার প্রয়োজন এতেই লেখা আছে।"

ঝুনঝুনওয়ালাকে সিপাই ওয়েটিংরুমে একটি চেয়ারের উপর উপবেশন করাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঝুনঝুনওয়ালা বসিয়া রহিল। তাহাকে অতিশয় ম্লান ও ক্লান্ত দেখাইতেছিল। সে ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহাকে অত্যন্ত অধৈর্য দেখাইতেছিল।

অল্প সময় পরে সিপাই প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, "আইয়ে, মহারাজ, হুজুর আপনাকে ওপরে ডেকেছেন।"

"ডেকেছেন! আঃ বাঁচলাম!" এই বলিয়া ঝুনঝুনওয়ালা, সিপাইয়ের সহিত দ্বিতলে গমন করিতে লাগিল।

সিপাই দ্বিতলে আরোহণ করিয়া, ঝুনঝুনওয়ালাকে মিঃ ঘোষালের সুসজ্জিত ড্রইংরুমে লইয়া গিয়া কহিল, "আপনি বসুন। হুজুর এখনই আসবেন।" এই বলিয়া সিপাই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঝুনঝুন ওয়ালা বসিয়া রহিল। তাহার মনে তখন দুর্ভাবনার প্রচণ্ড

ঘূর্ণী-বাত্যা বহিতেছিল। সে ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিটি মিনিট তাহার নিকট এক একটি যুগ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে, মিঃ সত্যেন ঘোষাল কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "রাম রাম! মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা! আপনি যে হঠাৎ আমার গৃহে?"

ঝুনঝুনওয়ালা অপ্রকৃতিস্থ পদে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও মিঃ ঘোষালকে নত হইয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিল, "রাম রাম, বাবুজি!"

মিঃ ঘোষাল একটি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "বসুন, বসুন। তারপর, কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন, বলুন!"

ঝুনঝুনওয়ালা না বসিয়া কহিল, "আমি অত্যন্ত বিপদে পড়েছি, বাবুজি। আমাকে হত্যা করবে বলেছে, আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলেছে, আমার সর্বনাশ করবে বলছে। আমাকে আপনি রক্ষা করুন, বাবুজি! রামজী আপনার মঙ্গল করবেন।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কে আপনাকে হত্যা করবে বলেছে? আপনি কা'র কি করেছিলেন, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা?"

"আমি কিচ্ছু করি নি, হুজুর। আমি নিরীহ, সৎ, ধার্মিক ব্যবসায়ী—আমি কিচ্ছু করি নি, হুজুর।" ঝুনঝুনওয়ালা জড়িত ও দ্রুত-স্বরে কহিল।

"অমনভাবে আমার সময় নষ্ট করা চলবে না, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। আপনি কি জন্য এসেছেন, কে এবং কেন আপনাকে হত্যা করবে বলেছে, তা আপনাকে বলতে হবে। আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তা'র ঠিকমত উত্তর আপনি দিন।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

ঝুনঝুনওয়ালা কহিল, "আদেশ করুন, হুজুর?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "সর্বাগ্রে বলুন, কে আপনাকে হত্যা করবে বলেছে?"

"ডাগ্‌দার জেন্‌ সাহেব, হুজুর।" ঝুনঝুনওয়ালা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল।

মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে কহিলেন, "ডাঃ জেন! মিঃ চ্যাংসার সহকারী, ডাঃ জেন?"

"হাঁ, হুজুর, আমি তারই কথা বলছি।" ঝুনঝুনওয়ালা কহিল।

"ডাঃ জেন কেন আপনাকে শুধু শুধু হত্যা করবে? কি করেছিলেন আপনি?" মিঃ ঘোষাল কঠিন স্বরে কহিলেন।"

ঝুনঝুনওয়ালা দুই করতল একত্র করিয়া কহিল, কিচ্ছু করিনি, হুজুর। আমি কিচ্ছু করি নি।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "যদি কিছুই করেন নি, তবে শুধু শুধু একজন নিরীহ এবং সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিকে কেউ কি হত্যা করতে চেয়ে থাকে?" এই বলিয়া তিনি কঠিন-দৃষ্টিতে ঝুনঝুনওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শুনুন, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা, একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আমাদের কাছে কখনও মিথ্যা বলা নিরাপদ পন্থা না। আপনি সত্য ক'রে বলুন, আপনি কি করেছিলেন, যার জন্য, ডাঃ জেন আপনাকে হত্যা করবে বলেছে?"

ঝুনঝুনওয়ালা চীফ ইনস্পেক্টার মিঃ ঘোষালের কঠিন মুখভাব ও কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া কহিল, "আমি সব সত্য কথাই বলছি, হুজুর। দয়া, দয়া ক'রে বলুন, আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?"

"আগে সব নির্জলা সত্য কথা বলুন, তারপর বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে, আপনাকে রক্ষা করতে পারব কি-না! কিন্তু তার পূর্বে নয়। বলুন।" কঠিন স্বরে মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

ঝুনঝুনওয়ালা কহিল, "বলছি, হুজুর। হাঁ, বলছি, সব সত্য বলছি। ডাগদার জেন আমাকে বলে, আফিং আর কোকেন বেচতে……"

ঝুনঝুনওয়ালার উক্তি শেষ হইবার পূর্বেই মিঃ ঘোষাল যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করিয়াছেন, এমনভাবে চমকিত হইয়া কহিলেন, "কি বিক্রি করতে হবে? আফিং? কোকেন? ডাঃ জেন আপনাকে বলেছে?"

"হাঁ, হুজুর। রামজীর কসম, হুজুর। আমাকে ডাগদার জেন তাঁবুতে ডেকে বলে, আমাকে আফিং আর কোকেন বিক্রি করতে হবে। আমি বলি, আমি পারব না, আমি নিরীহ, ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু সে বলে, না, বিক্রি করতেই হবে। যদি না করেন, তবে আপনাকে হত্যা করব।" ঝুনঝুনওয়ালা ক্রন্দন-জড়িত-স্বরে কহিল।

মিঃ সত্যেন ঘোষাল কিছু সময় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঝুনঝুনওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কহিলেন, "উহুঁ, সত্য হ'ল না, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। কারণ আমরা গোপনীয় সূত্রে রিপোর্ট পেয়েছি, আপনি বহুদিন থেকেই বেআইনী আফিং ও কোকেনের ব্যবসা আরম্ভ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি এরূপ ধূর্ত যে, আজ পর্যন্ত আপনাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারা যায় নি।" এই বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন এবং পর-মুহূর্তে সহসা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, "একবার আপনাকে মার্জনা করলাম, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। এখনও যদি সত্য কথা না বলেন, তা হ'লে, আপনি ইতোমধ্যে যে উক্তি করেছেন, তার জন্য গ্রেপ্তার ক'রে হাজতে পাঠাব। বলুন, সত্য-কথা?"

ঝুনঝুনওয়ালা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "ধনে-প্রাণে মারা যাব, হুজুর। আমি এবার সব নির্জলা সত্য কথা বলব। আমি বেআইনী আফিং ও কোকেন ব্যবসায়ীকে প্রমাণের সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব।

আমি রাজ-সাক্ষী হব। বলুন, হুজুর, বলুন, তা' হলে আপনি আমাকে ত মার্জনা করবেন ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বলেছি ত, সত্য বিবরণ দিলে, আমি বিবেচনা করে দেখব ?"

ঝুনঝুনওয়ালা মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "হাঁ, হুজুর, আমি ডাগদার জেনের কাছ থেকে কয়েকবার আফিং চালান নিয়েছিলাম। যেদিন রাত্রে আপনারা, চ্যাংসার ক্যাম্প সার্চ করলেন, তার পরদিন ডাগদার জেন আমাকে ডেকে বলে যে, তুমিই পুলিসে সংবাদ দিয়েছিলে, তাই পুলিস আমাদের ক্যাম্প সার্চ করেছে। তোমাকে আমি হত্যা করব। এই বলে, হুজুর, শয়তান ডাগদার জেন, একটি ছোরা বের করে আমার বুকে বসাতে আসে। আমি ভয়ে চিৎকার করে তার দুটো পা জড়িয়ে ধরি ও কাতর-স্বরে প্রাণ-ভিক্ষা চাই। এমন সময়ে দেখতে পাই, হুজুর, এক কদাকার-দর্শন ছায়া-মূর্তিকে। সে তাঁবুর শেষ দিকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। ওয়ালটেয়ারে একবার ওই মূর্তি দেখেছিলাম, হুজুর। তারপর আবার তাঁবুতে দেখে, আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে যাবার উপক্রম করেছিল।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তার পর ?"

"তারপর ডাগদার জেন, আমার কাতরতা দেখে আমাকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন। বললেন, আমি যদি সৎভাবে ও বিশ্বস্তভাবে কাজ করে যাই, তবে আমাকে আর কিছু বলবে না। কিন্তু আমি যদি কোন পুলিস-অফিসারের সঙ্গে দেখাও করি, তা' হলেও সে আমাকে হত্যা করবে। তাই আমি একটা ট্যাক্সি করে লুকিয়ে আপনার কাছে এসেছি, হুজুর।" এই বলিয়া ঝুনঝুনওয়ালা কাতর-দৃষ্টিতে মিঃ ঘোষালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "আপনি জানেন, আমি একজন পদস্থ

পুলিস-অফিসার। আমার কাছে আপনি যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, তা'র ফলে, আপনি বলুন, এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা ?"

ঝুনঝুনওয়ালা কাতর-স্বরে কহিল, "হুজুর, মা-বাপ। হুজুরের কাছে আমি আশ্রয় নিয়েছি, সব সত্য কথা বলেছি। হুজুর, আমি ধরিয়ে দেব, শয়তানকে, আগামী বুধবারে মাল ডেলিভারী দেবার দিন। আপনি আমাকে যদি রাজ-সাক্ষী করে নেন, হুজুর, আমি শয়তানকে প্রমাণের সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব।"

মিঃ ঘোষালের মন উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেও, তিনি মুখে কোনরূপ আভাস না আনিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "শুনুন, আপনি যদি স্মাগলারকে (Smuggler) মালের সঙ্গে গ্রেপ্তার করাতে পারেন, তবে আপনাকে ক্ষমা-ভিক্ষা দিয়ে রাজ-সাক্ষী করে নেবার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি সত্যই জানেন যে, আগামী বুধবার দিন, মাল ডেলিভারী দেবার দিন ?"

"হাঁ, মিঃ ঘোষাল। আজই প্রাতে ডাগদার জেন সকলকে বলে দিয়েছে।" ঝুনঝুনওয়ালা কহিল।

মিঃ ঘোষাল ক্ষণকাল গম্ভীর-মুখে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উত্তম ! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনি যদি আগামী বুধবারে স্মাগলারদের গ্রেপ্তার করাতে পারেন, তা' হলে, আপনাকে আমি পার্ডন দেওয়াব। আচ্ছা, এখন আসুন আপনি।"

ঝুনঝুনওয়ালা কহিল, "রামচন্দ্রজী আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, মিঃ ঘোষাল। কিন্তু ইতোমধ্যে যদি শয়তানেরা আমাকে হত্যা করে ?"

"না, করবে না। আগামী বুধবার পর্যন্ত আপনি আমার কাছে আর আসবেন না।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কোন্ সময়ে মাল ডেলিভারী দেবে ?"

"বুধবার দিন সন্ধ্যার সময় তা বলবে, হুজুর। আপনি যদি আদেশ দেন, আপনাকে ফোন ক'রে সময়টা জানাব?" ঝুনঝুনওয়ালা কহিল।

"কোথায় ফোন করবেন?" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "শুনুন, সন্ধ্যার সময় আমি লালবাজার হেড্‌কোয়ার্টারে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করব। আপনি সময়টি জানিয়ে দেবামাত্র আমি অবিলম্বে তাঁবুতে গিয়ে তাঁবু অবরোধ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করব। বেশ, এই কথাই রইল। আপনি এখন আসুন।"

ঝুনঝুনওয়ালা মিঃ ঘোষালকে অভিবাদন করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। মিঃ ঘোষাল ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে সহসা মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যে-সমস্যা তাঁহার চাকুরীর স্থায়িত্বকে পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, সেই গুরুতর সমস্যা অচিন্ত্যনীয় পথে সমাধিত হইতে চলিয়াছে! তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

ঝুনঝুনওয়ালা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-মুখে মিঃ ঘোষালের বাড়ী হইতে পথে বাহির হইয়া, মুহূর্ত দুইয়ের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন স্থানে কোন লোককে দেখিতে না পাইয়া, নিশ্চিন্ত হইল। মাত্র সে শুনিতে পাইল, পূর্ব-দৃষ্ট সেই ভিখারী কোন এক স্থানে দাঁড়াইয়া চিৎকার-শব্দে ভিক্ষা মাগিতেছে। সে একটি ট্যাক্সির জন্য পথের উভয় দিকে চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিঃ ঘোষালের বাড়ী হইতে কয়েক শত পদ অগ্রসর হইয়া যাইবার পর, সহসা যেন মাটি ভেদ করিয়া তাহার পার্শ্বে একটি মোটর নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কয়েকজন মুখোশাবৃত ব্যক্তি মোটর হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল ও নিমেষের ভিতর তাহাকে পরাজিত করিয়া

তাহার মুখে কাপড়ের প্যাড্ ভরিয়া দিল। সে কোন শব্দ অথবা চিৎকার করিতে অক্ষম হইল। আক্রমণকারীরা তাহাকে মোটরের উপর তুলিয়া লইল। মোটর উল্কাবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(১২)

কলিকাতার ইউরোপীয়ান পাড়ায় যে-সব নৃত্য-গীত ও পানাহারের সুযোগ-সম্বলিত কাফে দেখিতে পাওয়া যায়, মিস মার্গারেট তাহাদের ভিতর একটি বিশিষ্ট কাফের পরিচালিকা ছিল। তাহার পরিচালনাধীন কাফেটির নাম ছিল 'মার্গারেট কাফে'।

সেদিন রাত্রি দশটার সময় বহু ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় শৌখিন নর-নারী, পানাহার করিবার ও নৃত্য দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। নৃত্য আরম্ভ হইতে তখনও প্রায় অর্ধঘণ্টা-কাল বিলম্ব ছিল, এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রনাথ একজন বয়কে আহ্বান করিয়া কহিল, "মেমসাবকে আমার এই কার্ডটা দিয়ে এস। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।"

বয় অভিবাদন করিয়া কহিল, "মেমসাহেব নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, হুজুর। এখন কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না।"

ইন্দ্রনাথ কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল, মিস মার্গারেট প্রজাপতির মত সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া হাস্যমুখে সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে, ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিস মার্গারেটকে অবতরণ করিতে দেখিয়া, হলের ম... উপবিষ্ট নর-নারীগণ করতালি-ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধনা জানাইতে লাগিল।

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে নত হইয়া তাহার প্রীতিজ্ঞাপন করিয়া

ষ্টেজের দিকে গমন করিতে লাগিল। সহসা একজন চীনা তাহার পথ-রোধ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি পত্র তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

মিস মার্গারেট দ্রুত হস্তে পত্রখানি লেফাফা হইতে বাহির করিয়া মুহূর্তের জন্য পত্রে লেখা-লাইন কয়টির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইল ও অপেক্ষমাণ চীনার দিকে চাহিয়া কহিল, "ঠিক হ্যায়, সুং।"

সুং পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে নৃত্য-হল হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিস মার্গারেট পত্রখানি তাহার হস্ত-ধৃত ভ্যানিটি-ব্যাগের ভিতর রক্ষা করিয়া, হাস্যমুখে যেমন দুই পা অগ্রসর হইল, অমনি দেখিল, তাহার পথ-রোধ করিয়া ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মিস মার্গারেটের মুখ-ভাব সহসা অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। সে দুই হাতে ইন্দ্রনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কল-কণ্ঠে কহিল, "হ্যালো! মাই ফ্রেণ্ড! আমার এই পরম সৌভাগ্যের হেতু কী?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আপনার নৃত্যের প্রলোভন সম্বরণ করতে না পেরে, আজ ছুটে এলাম, মিস মার্গারেট।"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে নতস্বরে কহিল, "মিচু রাণীর সঙ্গে প্রেম-গুঞ্জন ক'রে ক'রে, দেখছি, ওটা বন্ধুর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তা' হলেও শুনতে আমার মন্দ লাগছে না। যে-হেতু মিচুর অনবদ্য নৃত্য দেখে, কোন মানুষ যে আমার নৃত্য দেখবার প্রলোভন বোধ করতে পারেন, এর চেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট আমার জীবনে আর কিছু নেই।' আসুন, বন্ধু, আপনাকে বসিয়ে দিই।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ষ্টেজের অতি নিকটবর্তী স্থানে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কৌচের উপর বসাইয়া দিল।

মার্গারেট তাহার হাতের ক্ষুদ্র হাত-ঘড়িটির দিকে একবার চাহিয়া উৎকণ্ঠিত-স্বরে কহিল, "কিন্তু আমি আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছি না, বন্ধু। আমার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বসুন।" এই বলিয়া সে ষ্টেজের উপর আরোহণ করিল এবং তাহার ভ্যানিটি-ব্যাগটি উইংসের বাম পার্শ্বে একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর ঝুলাইয়া দিয়া ষ্টেজের উপর উপস্থিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে নত হইয়া অভিবাদন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা প্রচণ্ড করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর করিয়া তুলিল।

অর্কেষ্ট্রা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মিস মার্গারেট নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রেক্ষাগৃহ ক্রমে ক্রমে যেন উন্মাদ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা করতালি ধ্বনি ও নানারূপ বিশেষণ শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ নৃত্য দেখিতেছিল। তাহার দৃষ্টি ও মন সর্বক্ষণ মার্গারেটের ভ্যানিটি-ব্যাগের উপর ন্যস্ত ছিল। স্যং, মিস মার্গারেটকে কি পত্র দিয়া গেল, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য ইন্দ্রনাথের মন সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িল। সে যখন দেখিল, দর্শক-কুলের দৃষ্টি এক ও একান্ত হইয়া মিস মার্গারেটের দৈহিক-সৌন্দর্যের ওপর ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে তাহার কৌচ ঈষৎ বাম দিকে সরাইয়া লইয়া, সহসা ভ্যানিটী ব্যাগটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর হইতে তুলিয়া লইল ও বিদ্যুদ্বেগে ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া কয়েক-লাইন লেখার উপর দ্রুত চক্ষু বুলাইয়া লইল এবং পত্রখানি পুনশ্চ লেফাফার ভিতর রক্ষা করিয়া ভ্যানিটি-ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দিল এবং এক অবসরে ব্যাগটি পুনরায় যথাস্থানে ঝুলাইয়া দিয়া দর্শক[illegible]গের সহিত করতালি দিয়া মিস মার্গারেটকে সম্বর্ধনা জানাইতে লাগিল

ইন্দ্রনাথের সশব্দ করতালি-ধ্বনি ও কণ্ঠ-স্বরে আকৃষ্ট হইয়া, মিস মার্গারেটের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইল, সে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া

মধুর হাস্য করিল এবং নৃত্য করিতে করিতে পুনশ্চ ষ্টেজের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে ক্যাবারেট নৃত্য শেষ হইল। দর্শকগণ প্রেক্ষাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, চা-পান কক্ষে চলিয়া গেল। মার্গারেট ষ্টেজ হইতে বাহিরে আসিয়া ইন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইলে ইন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তাহার নৃত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

মিস মার্গারেট আত্ম-প্রশংসায় আরক্ত হইয়া কহিল, "মদ্যপ দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে করতালি-ধ্বনি দ্বারা আমাকে সম্বর্ধনা জানায়,—কেন জানায়, তা' আমার নিকট গোপন নেই, বন্ধু। তারা আমার নৃত্যের প্রশংসা করে না, নৃত্য দেখে উত্তেজনা বোধ করে না, তারা আমার নগ্ন-অঙ্গের প্রতি চেয়ে চেয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আপনি ত সে-দলীয় নন, মিঃ বোস্?"

"ধন্যবাদ!" ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমি সত্যই আপনার সাবলীল নৃত্য দেখে চমৎকৃত হয়েছি। এখানে অন্য কারুর সঙ্গে আপনার তুলনা করা চলে না। যেমন চলে না রুদ্র-রোষের, আর ব্রীড়াবনত-মুখী কিশোরী মেয়ের চুরি ক'রে চাওয়া ভীরু দৃষ্টির সঙ্গে। আপনার নৃত্য সেই রুদ্র-তেজে ভাসিয়ে দেওয়া, চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া, কোনরূপ প্রতিবাদের অবকাশ না রেখে, আপনার শক্তিতে মহীয়ান্ হ'য়ে সকলকে অভিভূত করো। সত্যই, মিস মার্গারেট, আজ আপনার নৃত্য দেখে যেরূপ আনন্দ লাভ করেছি, জীবনে কোনদিন কখনও তা' করেছি কি-না, আমার স্মরণ হয় না।"

মিস মার্গারেট খুশি হইয়া কহিল, "বেশ, আপনার কথাই মান্য করলাম, মিঃ বোস। এখন বলুন, কিছু আহার করবেন?"

ইন্দ্রনাথ কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "না, না, আমাকে আজ মার্জনা

করতে হবে। আমি রাত্রের আহার-পর্ব শেষ ক'রে, তবে এখানে এসেছিলাম।"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে ইন্দ্রনাথের একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "না বন্ধু, আমি কোন প্রতিবাদ আজ শুনব না। আজ আপনি আমাকে যে-আনন্দ দিয়েছেন, এমন আনন্দবোধ আমারও কোনদিন হয় নি। এতদিন মত্তপদের অত্যুক্তি শুনতে শুনতে আমার নিজের ওপর বীতস্পৃহা জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু আজই শুধু বুঝতে পারলাম যে, আমার তাণ্ডবতার মধ্যেও আকর্ষণীয় বস্তু কিছু আছে। চলুন, অন্য কিছু আহার না করেন, এক প্লেট পুডিং খেতে ত আর আপত্তি নেই!"

ইন্দ্রনাথ ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "অগত্যা। চলুন, মিস মার্গারেট।"

মিস মার্গারেটের সহিত ইন্দ্রনাথ একটি প্রাইভেট কেবিনে প্রবেশ করিল।

মিস মার্গারেট বয়কে দুই প্লেট পুডিং আনিবার জন্য আদেশ দিল।

মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "এইবার বলুন, কি-জন্য আজ হঠাৎ এই শুভাগমন এখানে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "বলেছি ত, আপনার নৃত্য দেখবার জন্য বড়ো আগ্রহ হওয়ায়, ছুটে এসেছিলাম।"

"তাই কি সবটুকু, বন্ধু?" রহস্যময় হাস্যমুখে মিস মার্গারেট, ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রাহিল।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "যদি বলি, আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম?"

"বিশ্বাস করব না, বন্ধু।" মিস মার্গারেট উত্তর দিল। সে পুনশ্চ কহিল, "আপনি মিংচুরাণীকে ছেড়ে আমাকে দেখতে এসেছেন, এ-কথা দ্বিতীয়বার আমাকে বলবেন না।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তবে আর কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে বলুন ত?"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "থাক, আর কৈফিয়ৎ চাই না, বন্ধু। এই যে পুডিং এসেছে। আসুন, আহার করা যাক।"

ইন্দ্রনাথ মুখে এক-টুকরা পুডিং দিয়া কহিল, "আজ তাঁবুতে যাবার সময় পান নি, না?"

মিস মার্গারেট কহিল, "না, মিঃ বোস। কারণ আজ আমি নিজের ব্যবসায় নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। অবশ্য আগামী কাল আমি মিঃ চ্যাংসার সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "চমৎকার ব্যক্তি, মিঃ চ্যাংসা। এমন ধর্ম-ভীরু ব্যক্তি যে কিরূপে ব্যবসা চালান, বোঝা শক্ত। নিশ্চয়ই বহু লোক তাঁকে ঠকিয়ে যায়, না?"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "যেমন আপনি তাঁকে ঠকাতে আরম্ভ করেছেন।" এই বলিয়া সে কুলু-কুলু ধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ বিমূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আমি, মিস মার্গারেট?"

"নন?" মিস মার্গারেট হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল এবং মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "বুঝতে পারলেন না? আপনি যে তাঁর ব্যবসায়ের মধ্যমণি-রূপিণী মিংচুকে দখল করবার জন্য জাল পেতেছেন, মশায়?"

"ওহো, এই কথা!" ইন্দ্রনাথ হাস্য করিল। সে পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু কি জানেন, এ বিষয়ে কেউ কারুকে আকর্ষণ অথবা দখল করতে পারেন না। যদি উভয় পক্ষ পরস্পরে পরস্পারের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।" সুতরাং এক্ষেত্রে আপনি আমাকে অপরাধী করতে পারেন না।"

"না, বন্ধু, আমি বিদ্রূপ করছিলাম।" মিস মার্গারেট কহিল, "আমি কি জানি না, মিঃ বোস, মিঃ চ্যাংসা আপনাকে কিরূপ ভালবাসেন, শ্রদ্ধ

করেন? তিনি স্বয়ং মিংচুকে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং তরুণ-তরুণী যদি স্বভাবের বশে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে কি সেজন্য তাঁরা অপরাধী হতে পারেন! না, বন্ধু, না।"

ইন্দ্রনাথের আহার করা শেষ হইয়াছিল। সে বয়কে আহ্বান করিয়া বিল আনিবার জন্য আদেশ দিল।

মিস মার্গারেট সচকিত হইয়া, বয়কে নিষেধ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল এবং ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি জানেন না যে, এই কাফের আমিই একচ্ছত্র প্রোপ্রাইট্রেস্? আমি আপনাকে আমার গৃহে আবাহন ক'রে সামান্য পুডিং খাইয়েছি, আপনি চলেছেন তার মূল্য দিতে। আশ্চর্য! এমন নিষ্ঠুর আপনারা হ'ন কি প্রকারে, মিঃ বোস?"

"অসংখ্য ধন্যবাদ!" বলিয়া ইন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "রাত্রি ১টা বাজে! আচ্ছা, গুড্ নাইট, মিস মার্গারেট!"

"গুড্ নাইট, ফ্রেণ্ড! আবার দেখা হবে।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের সহিত করমর্দন করিল।

ইন্দ্রনাথ কাফে হইতে বাহির হইয়া, বাহিরে অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিল। সে শিস্ দিতে দিতে মোটর ছাড়িয়া দিল।

(১৩)

পরদিন প্রাতে, ইন্দ্রনাথ সত্যেন ঘোষালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, মিঃ ঘোষাল তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও, পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ইন্দ্র, তোমার বৌঠানকে আর বোঝাতে পারছি না, ভাই। এস, বাড়ীর ভিতর গিয়ে, তোমার কৈফিয়ৎ দিয়ে আসবে, চল।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "কিসের কৈফিয়ৎ, বন্ধু ?"

"ভারতী বলেন যে, তুমি যে চীনা মেয়েকে বিবাহ করতে চলেছ, তা' তুমি তা'র সঙ্গে পচা ইঁদুর, আরশুলা, ব্যাঙ প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যগুলি কিরূপে গলাধঃকরণ করতে পারবে, সেই দুশ্চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। গত রাত্রে আমাকে কিছুতেই ঘুমুতে দেন নি, ভাই। এস।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "ও সব কথা পরে হবে। এখন চল, তোমার ড্রইংরুমে বসে, যে সংবাদ বহন করে এনেছি, তার আলোচনা শেষ করি।"

মিঃ ঘোষাল মুহূর্ত দুই ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এস।" এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিলেন।

উভয়ে উপবেশন করিবার পর, ইন্দ্রনাথ কহিল, "আজ রাত্রি সাতটার সময়, আমাকে ছ-জন সান্ত্রী-পুলিস এবং দু'জন অফিসার দিতে পারবে ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু কেন ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "ব্যারাকপুরের অনতিদূরে একদল স্মাগলার আফিং ও কোকেন ডেলিভারী নেবার জন্য সমবেত হবে। আমি তাদের গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করব। কিন্তু তারাও নিশ্চয়ই সশস্ত্র হয়ে আসবে। সেইরূপ প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।"

মিঃ ঘোষাল সোল্লাসে কহিলেন, "কিরূপে সংবাদ পেলে ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "সংবাদের সূত্রটি এমন এক অসাধারণ পথে সংগ্রহ করেছি, শুনলে বিস্মিত হবে। অর্থাৎ যেখানে কোন আশাই করতে পারতাম না, ঠিক সেইখানেই এই গুরুতর এবং মূল্যবান ক্লু আবিষ্কার করেছি।" এই বলিয়া সে মার্গারেট কাফেতে উপস্থিতি এবং সুং কর্তৃক একটি পত্র মার্গারেটকে দেওয়া হইতে শেষ অবধি পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করা পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া অবশেষে কহিল, "আজ রাত্রে যদি আমি সাফল্য

অর্জন করতে পারি, পারি কেন, আমি নিশ্চয়ই পারব, তা'হলে এই স্মাগলিং ব্যাপারে যে অভূতপূর্ব রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি বিস্ময়কর হবে, বন্ধু।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আজ থাকতে পারব না, বন্ধু। আমি চীফের আদেশে একটু অন্যত্র যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। সেখানেও যদি সাফল্য অর্জন করতে পারি, তবে অনেক কিছু সমস্যার সমাধান আমাদের হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "বেশ, তুমি তোমার পথে যাও, বন্ধু। আমি যখন দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছি, তখন শেষ অবধি গমন করব।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তোমাকে একটি সুসংবাদ এখনও দেওয়া হয় নি, ইন্দ্র। এই কেসের দায়িত্ব, সম্পূর্ণভাবে যখন তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন আমার কর্তব্য তোমাকে সব কিছু জ্ঞাত করা।" এই বলিয়া তিনি ঝুনঝুনওয়ালার আগমন হইতে শেষ অবধি সকল কাহিনী বিবৃত করিলেন।

ইন্দ্রনাথ উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল, "তা'হলে আমাদের অনুমানের বিরুদ্ধে সব কিছু নির্দেশ করছে, বন্ধু। আমরা চ্যাংলোকে সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি বলে জানি। কিন্তু তারই তাঁবুর চতুঃসীমার মধ্যে যদি এই সব নারকীয় লীলা চলছে, প্রমাণিত হয়, তবে তাঁকে এ সব থেকে দূরে রাখা কতদূর সম্ভবপর ব্যাপার হবে, বুঝতে পারছি না।"

"অবশ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে যদি গ্রেপ্তার করতে পারি।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন। তিনি মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "এস, এইবার ভারতীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। তিনি যখন শুনবেন, তুমি এসেছিলে, অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওনি, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন এবং আমাকেই সবটুকু ক্রোধের ঝাল সহ্য করতে হবে।"

"বেশ চল।" হাস্যমুখে ইন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিঃ ঘোষালের সহিত অন্দরমহলে গমন করিতে লাগিল।

অন্দরমহলের দালানে উপস্থিত হইয়াই, কোন নারী-কণ্ঠে বিকৃত-স্বরে সঙ্গীতের ধ্বনি ইন্দ্রনাথের কর্ণে ভাসিয়া আসিলে, সে বিমূঢ়-স্বরে কহিল, "সর্বনাশ! কোন নারীর কণ্ঠস্বর না, কোন......"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আরে চুপ, চুপ, এখনি যদি ভারতী শুনতে পান যে, তুমি তাঁর গান শুনে ঐ মন্তব্য করেছ, তা' হলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে তিনি স্বামী-হত্যা করে বসবেন।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "একটা কথা বলবে, বন্ধু? তুমি কি সত্যই প্রত্যহ এমনি অত্যাচার সহ্য কর?"

"শুধু সহ্য করি? হাসিমুখে এবং তারিফ করে সহ্য করতে হয়, বুদ্ধিমান!" মিঃ ঘোষাল কহিলেন ও উচ্চ-স্বরে হাঁকিলেন, "ভারতী, কে এসেছে, দেখ?"

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ-মধ্যে হারমোনিয়াম ও বিকৃত-স্বর বন্ধ হইয়া গেল। ভারতী দেবী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "ও ঠাকুরপো! এস, ভাই, এস। তোমার কথা তোমার দাদাকে কত যে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু উনি কোন উত্তরই দিতে পারেন না।"

ইন্দ্রনাথ, ভারতী দেবীর সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "থাক্, ভাই, থাক্। হয়েছে। তুমি বস, ভাই ঠাকুরপো। আমি তোমাদের জন্য চা দিতে বলি।"

ইন্দ্রনাথ বাধা দিয়া কহিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, বৌঠান। আমি ও কাজ শেষ ক'রে এসেছি।"

"তা' কি হয়, ভাই ঠাকুরপো! যদি দয়া ক'রে এসেছ, তবে বৌঠানের বাড়ীতে একটু চা-পান না করলে মনে বড়ো দুঃখ পাব, ভাই।

ওগো, তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছ নাকি? ঠাকুরপোকে বসাও। দেখ যেন, পালায় না। আমি আবার তাড়াতাড়ি কোন কাজ করতে পারিনে। শরীর নিয়েই মরলাম, ভাই ঠাকুরপো।"

মিঃ ঘোষাল ব্যস্তভাবে কহিলেন, "আহা-হা! তুমি যাচ্ছ কেন, ভারতী? একে তোমার হার্টটা দুর্বল, তার ওপর......"

ভারতী দেবী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, "ওগো, ঠাকুরপোর সামনে আর কদর দেখাতে হবে না।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বস, ভাই, ঠাকুরপো, আমি রান্নাঘরে ঠাকুরকে বলেই চলে আসব।"

ভারতী দেবী চলিয়া গেলে, ইন্দ্রনাথ কহিল, "সত্যি, সত্যেন, বৌঠানের হার্টটা কি এমন দুর্বল যে,......"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "চুপ কর, ভাই, ওর হার্টের খবর যেন আর জানতে চেও না। তা'হলে এখনি আমাকে প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ রায় থেকে, গলির মোড়ের ছোকরা হোমিওপ্যাথকে পর্যন্ত আহ্বান ক'রে আনতে হবে। নইলে কিছুতেই ওঁর, হার্ট আর শান্ত হ'তে চাইবে না।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তবে কি ওসব কিছু নয়, সত্যেন?"

"না, না, না!" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কোন ব্যাধি ওঁর শরীরে নেই। আছে শুধু, ব্যাধির অভিনয় এবং অধীনস্থ ঝি-চাকরদের নিকট হতে অর্থহীন মিথ্যা সহানুভূতি-মিশ্রিত সমর্থন এবং আমার নিকট হতে সর্বাত্মক দৃষ্টি আকর্ষণ। ভায়া, এইটুকু নিয়েই যদি তোমার বৌঠান শান্ত থাকতেন, তা'হলে আমি, শুধু আমি কেন, কলকাতার পুলিস-ফোর্সের হাজার হাজার লোককে বাড়ীতে এনে কোরাস গাওয়াতে পারতাম। কিন্তু তোমার বৌঠানকে বর্তমানে একটি ভীষণ ম্যা[illegible] ব্যাধিতে আক্রমণ করেছে যে, তিনি ভাল গান গাইতে পারেন। ফলে তিনি যখন আহার করেন অথবা নিদ্রা যান সেই সময় বাদে অবশিষ্ট সময় হার-

মোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে গানের নামে, গানকে হত্যা করতে থাকেন। তার, নমুনা, একটু আগে তুমি পেয়েছ। তা'ও না হয় সহ্ করা যেত, কিন্তু আমার দুর্লভ অবসরটুকু বিশ্রামের জন্য নিয়োজিত করতে পারছি না। তোমার বৌঠানের সম্মুখে বসে থেকে, তাঁর গানের প্রশংসা করতে হয়, তাঁর গান যে অতি উচ্চাঙ্গ ধরণের তা' হলফ্ ক'রে বলতে হয়। সুতরাং ভাব দেখি, ইন্দ্র, আমার সাংসারিক-জীবন কিরূপ সুখময়, বর্তমানে ?"

ইন্দ্রনাথ সভয়ে কহিল, "সর্বনাশ! এই যদি বিবাহিত-জীবনের পরিণতি হয়, তবে······"

মিঃ ঘোষাল বাধা দিয়া কহিলেন, "মূর্খের মত কথা ব'লো না। তোমার বৌঠানের মত সকল মেয়ে নন। তবে যখন তৃষা তৃপ্ত হয়ে যায়, যৌবন ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে একদিন অদৃশ্য হয়ে পড়ে, তখনকার সমস্যা অল্প-বিস্তর সকলেরই একপ্রকার হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তোমার মত ভাগ্যবান স্কাউণ্ড্রেলের অদৃষ্টে যে রত্ন·········"

"রত্নই বটে গো, রত্নই বটে!" বলিতে বলিতে ভারতী দেবী প্রবেশ করিলেন এবং ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, দাঁড়াও বসি, ভাই। তারপর, আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও, ভাই।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু বৌঠান, আপনার যেরূপ দুর্বল স্বাস্থ্য, তাতে নেই বা বেশী কথা বললেন? অন্য একদিন এসে, আমি আপনার সঙ্গে বসে আলোচনা করে যাব।"

ভারতী দেবী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, ভাই, না, অন্য দিন নয়! এই যে চা-খাবার এসে পড়েছে। ওগো, তুমিও আর এক কাপ চা পান করো।"

চা-পান-পর্ব যথা সময়ের পূর্বেই শেষ হইয়া গেল। না, ইন্দ্রনাথ, না সত্যেন, কেহই কোন আপত্তি জানাইল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "এইবার বলুন, বৌঠান?"

ভারতী দেবী কহিল, "তুমি না কি একটা চীনা মেয়েকে বিবাহ করছ, ঠাকুরপো?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আপনি ঠিক কথা শোনেন নি, বৌঠান। তবে কোন দিন যদি আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন, তবে আমার পক্ষ থেকে আপত্তি জানাবার কিছু থাকবে না।"

ভারতী দেবী হতাশ-স্বরে কহিলেন, "কি-যে বললে, ভাই, মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু বল, তুমি একটা চীনা মেয়েকে ভালবেসেছ, কি বাস নি?"

"হাঁ, বৌঠান, মেয়েটীকে আমার বড়ো ভাল লেগেছে।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

"বুঝেছি!" মুখ টিপিয়া হাসিয়া ভারতী দেবী কহিলেন, "সেই চীনা-সুন্দরী পচা ইঁদুর এবং আরশুলা খান ত?" বলিয়াই সে দুইবার 'ওয়াক, ওয়াক' শব্দ করিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "আমি ঠিক জানি না, বৌঠান, তবে খেলেও খেতে পারে।"

"বল কি, ঠাকুরপো? আর তুমি সেই মেয়েকে বিবাহ করবে?" ভারতী দেবী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "খাওয়ার সঙ্গে ত আমার কোন সম্পর্ক নেই, বৌঠান।

"নেই, না?" ভারতী দেবী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বুঝেছি বুঝেছি! তুমি একেবারে মরেছো, ভাই। কিন্তু এমন উন্মাদনা একটা চীনা মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছ, যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হ

যাই, ভাই। তোমার দাদাকে বলি, 'দেখ গো, চেয়ে দেখ, কা'কে বলে ভালবাসা! ইন্দ্র ঠাকুরপোকে আমি দোষ দিচ্ছি, সত্যি, কিন্তু একদিক দিয়ে, তিনি সকল বিবাহিত-পুরুষের দৃষ্টান্তস্থল।' আচ্ছা, যাক্ ভাই, ও-কথা। তোমার বিয়ের তারিখটা জানিও, যদি পারি, স্বাস্থ্যে সম্ভব হয়, তোমার বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসব।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তেমন দিন যদি আসে, বৌঠান, আমি আপনাকে মাথায় ক'রে নিয়ে যাব।" এই বলিয়া সে মিঃ ঘোষালের দিকে চাহিয়া কহিল, "চল, সত্যেন, এইবার যাওয়া যাক। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "হাঁ, চল,। আমাকে আজ রাত্রে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিতে উদ্যত হইলেন এবং বাধা পাইলেন।

ভারতী দেবী স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "উঠো না, বস!" ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর পাঁচটা মিনিট, ঠাকুরপো! একটা বিষয় তোমাকে এখনও বলা হয় নি। তুমি নিশ্চয়ই শুনে সুখী হবে যে, তোমার বন্ধু আমাকে ভাল আর না বাসলেও হলফ করে বলেছেন যে, আমার গান নাকি রেডিয়োর লোকেরা টাকা দিয়ে লুফে নেবে। শুধু আমি যদি সেখানে গিয়ে গাইতে সম্মত হই।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যবেগ রোধ করিয়া কহিল, "আপনি কি সম্মত হয়েছেন, বৌঠান?"

ভারতী দেবী গম্ভীর মুখে কহিলেন, "তাই তো ভাবছি, ভাই। তোমার বন্ধু বলেন যে, সেখানে সব বিভিন্ন চরিত্রের ছেলে মেয়েরা থাকে। তা'রা নাকি বড়ো গায়ে-পড়া স্বভাবের, ঠাকুরপো?"

ইন্দ্রনাথ একবার মিঃ ঘোষালের দিকে চাহিতে দেখিল, তিনি চক্ষুর

ইসারায় সমর্থন জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইন্দ্রনাথ কহিল, "সত্যেন সত্য কথা বলেছে, বৌঠান। আমিও শুনেছি, মাইকের সামনে যখন কেউ গান করে, তখন তাঁরা সব হাঁ ক'রে চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মেয়েরা মেয়ে-গায়িকার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানায়।"

ভারতী দেবী আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওরে বাপ্‌রে! মাথায় থাকুক আমার রেডিয়ো। চাইনে আমি টাকা, চাইনে আমি মান, নাম, প্রতিষ্ঠা, শুধু তোমরা যদি আমার গান শুনে সুখী হও, তা হলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে, ঠাকুরপো।" এই বলিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ওগো, আর তুমি রেডিয়ো কোম্পানীকে কোন কথা দিও না। দিলেও, আমি মাপ্ত করতে পারব না।"

মিঃ ঘোষাল, অন্তরের অন্তর হইতে ইন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি চিন্তা ক'রো না, আমি সব ঠিক ক'রে নেব।"

ইন্দ্রনাথ সহসা কৌচ হইতে উঠিয়া কহিল, "আজ তবে আসি, বৌঠান।" বলিতে বলিতে ভারতী দেবীকে প্রণাম করিল।

ভারতী দেবীর মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "একটু গান শুনে যাবে না, ঠাকুরপো?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আপনি কি ভাবেন, বৌঠান, আপনার গান আমি না শুনেছি? আপনি যখন গান গাইছিলেন, তখন আমি ও সত্যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার গান শুনছিলাম, সে খবর ত আপনি রাখেন না। আমি কথা দিচ্ছি, একদিন সন্ধ্যার পরে এসে, রাত্রি ১২টা অবধি বসে আপনার গান শুনে যাব। আচ্ছা, আসি, বৌঠান। এস, সত্যেন।"

(১৪)

রাত্রি আটটার সময়, দিল্লীর পদস্থ পুলিস অফিসার ইন্দ্রনাথে

নেতৃত্বে একদল রাইফেলধারী পুলিস এবং সহকারী অফিসারদ্বয়, ব্যানার্জী ও ঘোষ, ব্যারাকপুর হইতে কিছু দূরে, গঙ্গা-তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা-তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বনানীর ভিতর অপেক্ষা করিতেছিল। পুলিস লরী ও মোটরকার বনানীর ভিতরে গোপনে রক্ষা করিয়া, রাইফেলধারী সান্ত্রীদিগকে এক স্থানে প্রস্তুত অবস্থায় রাখিয়া অফিসারদ্বয়ের সহিত ইন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া নতস্বরে কথা বলিতেছিল। ইন্দ্রনাথ বলিতেছিল, "মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ ঘোষ, আপনারা দু'জনে খুব সাবধানে নিজেদের রক্ষা করবেন। আমি যতদূর সংবাদ পেয়েছি, তাতে জেনেছি এই স্মাগলাররা অত্যন্ত জঘন্য আততায়ী ও বেপরোয়া দস্যুদল। নিশ্চয়ই তারা বিনা-যুদ্ধে ধরা দেবে না।"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "আমাদের ওপর আপনার নির্দেশমত চলবার আদেশ আছে, স্যর। আপান আমাদের যে ভাবে যুদ্ধে চালিত করবেন, আমরা ঠিক সেই ভাবে যুদ্ধ করব। আমার ধারণা যে, আমরা নিশ্চয়ই শয়তানদের বন্দী করতে সক্ষম হব।"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "তাদের আসবার নির্দিষ্ট সময় কখন, স্যর ?"

"রাত্রি সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু এক পক্ষ অর্থাৎ যারা ডেলিভারী নিতে আসবে, তারা যদি অন্য পক্ষের, অর্থাৎ যারা বেআইনী মাল ডেলিভারী দিতে আসবে, অগ্রে এসে উপস্থিত হয়, তা' হলে, আমাদের নীরবে ও গোপনে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমি ফায়ার না করা পর্যন্ত, আমাদের সকলকে স্থানুর মত অপেক্ষা করতে হবে! আপনি শান্ত্রীদের অর্ডার দিয়ে আসুন, মিঃ ব্যানার্জী, তারা যেন ফায়ারিং সিগন্যাল না পেলে, কেউ কোন প্রকার ক[illegible]তৎপরতা না দেখায়।"

"এখনই বলছি, স্যর।" বলিয়া মিঃ ব্যানার্জী দ্রুতপদে বাহিরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "এখন সবে মাত্র ৯টা বাজতে দশ মিনিট, স্যর। আমাদের এখন বহু সময় অপেক্ষা করতে হবে।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমরা যদি এ যাত্রা কৃতকার্য হতে পারি, তবে সারারাত্রি অপেক্ষা করতেও আমি দ্বিধা করব না, মিঃ ঘোষ।"

এমন সময়ে মিঃ ব্যানার্জী প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিলেন, "প্রায় এক মাইল দূরে একটি মোটর হেড্ ল্যাম্প জেলে দ্রুতবেগে এদিকে আসছিল, স্যর। হঠাৎ মোটরের হেড্ ল্যাম্প দুটো নির্বাপিত হয়ে গেল। খুব সম্ভবত মোটর সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে, স্যর।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "এমনও হ'তে পারে, যারা মাল ডেলিভারী নিতে আসছিল, তারাও নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে এখানে এসে উপস্থিত হয়েচে। তাই সতর্কতা অবলম্বন ক'রে, নির্দিষ্ট স্থানের বহু দূরে অপেক্ষা করচে।"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "তাই হবে, স্যর। কিন্তু এই দলটি এমন ধূর্ত যে, যেখানেই ধরা পড়বার উপক্রম হয়, সেখানেই তা'রা নির্বিচারে হত্যা-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ভিতর দুইজন পুলিস-অফিসারকে শয়তানেরা হত্যা করেছে। অথচ আমরা তাদের গ্রেপ্তার করা দূরে থাক, আজ-পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি, কা'র অথবা কা'দের দ্বারায় এই ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড দুটি সম্ভব হয়েচে।"

মিঃ ঘোষ কহিলেন, "কলকাতা ও শহরতলিতে আফিং ও কোকেন এমন বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে যে, পানওয়ালার দোকানে পর্যন্ত সে-সব বস্তু বিক্রয় করা চলছে। তাই ভাবি, স্যর, কি বিপুল পরিমাণ আফিং ও কোকেনের আমদানি করলে, তবে তা' এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "এই দলটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ধূর্ত এবং এদের

সংগঠন-শক্তি এমন নিখুঁত যে, কলকাতার মত নিপুণ ও অতুলনীয় পুলিস-বিভাগের দৃষ্টির ওপর এই সব কাজ অবলীলাক্রমে চালিয়ে চলেছে। কিন্তু অতি ধূর্তেরও পতন হয়, মিঃ ব্যানার্জী। অতি ধূর্ত ব্যক্তি যখন পড়ে, তখন একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। আশা করি, আসুন, আজই রাত্রে আমরা এই দলটিকে চূর্ণ করতে পারব।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৯টা বাজিল। ক্রমে সাড়ে নয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে, ইন্দ্রনাথের আদেশে কথা-বার্তা বলা বন্ধ হইয়া গেল।

এক সময়ে ইন্দ্রনাথ নত-স্বরে কহিল, "একটা মোটর-বোট্ এদিকে আসছে না? ঐ দেখুন, দূরে, আলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে অগ্রসর হয়ে আস্‌ছে।"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "ভয়ঙ্কর দ্রুতবেগে আসছে, স্যর। হাঁ, স্যর, এই দিকেই আসছে।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "চুপ করুন, মিঃ ব্যানার্জী। আমি একটা মোটর-কারের শব্দও শুনতে পাচ্ছি।" এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার গঙ্গা-তীরবর্তী পথের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ইতোমধ্যে মোটর-বোটটি ক্রমশ তীরের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জী নত-স্বরে কহিলেন, "ঐ যে মোটরও এদিকে আসছে, স্যর।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আপনারা আপন আপন পজিসনে গিয়ে দাঁড়ান।"

দেখিতে দেখিতে মোটরকার ও মোটর-বোট যুগপৎ নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটর বোট নোঙ্গর করিল না। একজন লোক বোট হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিল ও বোটটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি দ্রব্যপূর্ণ একটি বৃহৎ থলি পৃষ্ঠে লইয়া দ্রুতবেগে তীরের দিকে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ চিৎকার করিল, "হল্ট্!" বলিতে বলিতে একটি ফাঁকা আওয়াজ করিল। প্রায় একই সময়ে মোটর হইতে কয়েকটি রাইফেল গর্জিয়া উঠিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধ-রত মোটরকারের পশ্চাতে, অপর একটি মোটর আসিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, মোটরের চালিকা ও আরোহিণী মাত্র এক মিস মার্গারেট, তাহার মোটর লইয়া অদূরবর্তী বনানীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে অবতরণ করিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া, পুলিস-দল যেখান হইতে ফায়ার করিতেছিল, অতি সন্তর্পণে তাহার অদূরে গমন করিয়া, একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি মোটর-বোট হইতে আফিং ও কোকেন বোঝাই থলিটি লইয়া উপরে আসিয়াছিল, সে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র থলিটি মোটরের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া এক লম্ফে গঙ্গাগর্ভে উপস্থিত হইল ও মোটর-বোটে আরোহণ করিবামাত্র, মোটর-বোট উল্কাবেগে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোটরের ভিতর মুখোশ মুখে দিয়া ডাঃ জেনের অধীনে কয়েকজন চীনা অনুচর যুদ্ধ করিতেছিল। ডাঃ জেন যখন দেখিল, তাহাদের মাল মোটরে আসিয়াছে, তখন সে সুংকে মোটরের মুখ ঘুরাইয়া উল্কাবেগে মোটর চালাইবার জন্য আদেশ দিল।

ফায়ারিংয়ের ধূমে ও অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছিল। দস্যুদলের মোটর হইতে ফায়ারিংয়ের শব্দ দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া গেলে, ইন্দ্রনাথ দস্যুদের চালাকি বুঝিতে পারিল এবং চিৎকার করিয়া কহিল, "মোটর, মোটর নিয়ে এস। দস্যুদল পালাচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-স্কোয়ার্ড-কার ও ইন্দ্রনাথের মোটর বাহিরে

আসিলে, স্কোয়ার্ড-কারে সান্ত্রীগণ ও ইন্দ্রনাথ আপন মোটরে ব্যানার্জী ও ঘোষকে লইয়া আরোহণ করিয়াই মোটর ছাড়িয়া দিল।

ইন্দ্রনাথের মোটর যখন মার্গারেটের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তখন ইন্দ্রনাথ কহিল, "দস্যুদের গ্রেপ্তার করতেই হবে, মিঃ ব্যানার্জী। নইলে আমার লজ্জার আর শেষ থাকবে না।" এই বলিয়া সে মোটরের গতি-বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিল।

স্কোয়ার্ড-কার অগ্রে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের মোটর উল্কাবেগে ধাবিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুলিস-দল চলিয়া যাইবার পর, মিস মার্গারেট গম্ভীর-মুখে বনানী হইতে বাহিরে আসিয়া, তাহার মোটর ছাড়িয়া দিল। সে অস্ফুট-স্বরে আপনাকে আপনি কহিল, "এইবার আমার সকল সন্দেহ দূর হয়েছে, বন্ধু। তুমি যে পুলিসের লোক, তোমাকে যে শয়তান ঘোষাল ছদ্মবেশে ও ছদ্ম-পরিচয়ে, চ্যাংসার দলের সংবাদ নেবার জন্য ভিড়িয়ে দিয়েছিল, তা এখন জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল, বন্ধু। তুমি পুলিস, তুমি যেমন চীনাদলের শত্রু, তেমনি আমারও শত্রু। সুতরাং তোমাকে মিংচুর প্রেম ত্যাগ করে পরলোক গমন করতে হবে।" বলিতে বলিতে সে মোটরের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া দিল।

[১৫]

চীনা তাঁবু-কলোনীর ভিতর ডাঃ জেন, তাহার তাঁবুর ভিতর অস্থির পদে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছিল। যদিও সে আফিং-ভেলিভারী লইয়া অক্ষত-দেহে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তবুও কিরূপে পুলিসের নিকট অদ্যকার সংবাদ পৌঁছাইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময়ে মিস্ মার্গারেট তাঁবুর দ্বার-দেশ হইতে কহিল, "আসতে পারি, ডাঃ জেন ?"

"আসুন, আসুন, মিস মার্গারেট।" ডাঃ জেন কহিল, "আমি প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। আসুন, ভিতরে আসুন।"

মিস মার্গারেট তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলে, ডাঃ জেন একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল, "বসুন। হাঁ, এইবার বলুন, আজ রাত্রের অভিযান পুলিসকে জানাবার জন্য কে দায়ী, মিস মার্গারেট ?"

মিস মার্গারেট গম্ভীর স্বরে কহিল, "ইন্দ্রনাথ বোস। মিঃ চ্যাংনা, মিংচুকে যার সঙ্গে মেশবার, ফ্লার্ট করবার, এমন কি শেষ অবধি প্রেমে পড়বার জন্য সীমাহীন অধিকার দিয়েছেন, তিনিই আজ রাত্রে পুলিস বাহিনী চালনা করে, আমাদের গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করবার জন্য ফায়ারিংয়ের আদেশ দিয়েছিলেন।"

ডাঃ জেন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অসম্ভব, উদ্ভট্ কাহিনী মিস মার্গারেট। নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আপনাকে প্রতারিত করেছে।"

মিস মার্গারেট কহিল, "মিথ্যাই আপনার মনকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস, ডাঃ জেন। এই আমি যেমন আপনাকে সামনা সামনি দেখছি, ঠিক তেমনি ইন্দ্রবাবুকে সামনা সামনি দেখেছিলাম। পুলিস-ফোর্সকে আদেশ দিতে দেখেছিলাম। শেষে আমাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভবপর হ'লো না ব'লে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছিলাম। এর-পরেও কি আপনি বলবেন যে, আমি ভুল দেখেছিলাম ?"

ডাঃ জেন কিছু সময় গম্ভীর মুখে পায়চারি করিয়া ফিরিয়া কহিল, "কিন্তু ইন্দ্রনাথ বোস কোন্ সূত্রে এই গোপন সংবাদ অবগত হ'ল, মিস মার্গারেট ?"

মিস মার্গারেটের মুখভাব মুহূর্তের জন্য ম্লান হইয়া উঠিয়া, পুনশ্চ স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। সে কহিল, "আমিও ঠিক সেই প্রশ্ন আপনাকে করছি, ডাঃ জেন।"

ডাঃ জেন তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে মার্গারেটের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে কহিল, "গত রাত্রে ইন্দ্রনাথ, তোমার কাফেতে নৃত্য দেখতে গিয়েছিল ?"

মার্গারেট কহিল, "হঁা, গিয়েছিল।"

"হঠাৎ ?" ডাঃ জেন প্রশ্ন করিল।

মিস মার্গারেট কহিল, "যে উদ্দেশ্যেই গিয়ে থাক্, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার দিক থেকে কোন গুপ্ত সংবাদ জানবার উপায় নেই। বরং আপনি যদি প্রেম-মুগ্ধা মিংচুরাণীর দিকে একটু দৃষ্টি দেন, তবে বোধ হয় আলোক দেখতে পাবেন।"

ডাঃ জেন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি ওয়াকিফহাল আছি, মিস মার্গারেট। আমাকে অযথা উপদেশ দেবার মনোভাব ত্যাগ করলেই, আমি খুশি হব, মিস মার্গারেট। আমি সুংয়ের মুখে শুনেছি যে, সে যখন আমাদের নিকট থেকে প্রস্তাবটি নিয়ে যায়, তখন ইন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সুংকে দেখে সে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর সুং চলে আসবার পর, সে কি সর্দারের সংবাদ জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিল ?"

মিস মার্গারেটের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি যদি আমায় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে না চান, আমি অত্যন্ত খুশি হব, ডাঃ জেন। আমি জানি, আমি বুঝি, আমার কর্তব্য কিরূপ নিষ্ঠা-সহকারে পালন করতে হয়।"

ডাঃ জেন মুখভাব বিকৃত করিয়া কহিল, "অ-রাইট, বান্ধবী! আমি

অন্যত্র এখন দৃষ্টি দেব। আপনার মূল্যবান সংবাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!”

মিস মার্গারেট বুঝিল, তাহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সে তবুও ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, ডাঃ জেন কহিল, “কিছু বলবেন, মিস মার্গারেট্ ?”

মিস মার্গারেট কহিল, “ইন্দ্রনাথকে যদি সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন তবে আগামী স্টিমার-পার্টিই প্রকৃষ্ট উপায়, ডাঃ জেন।”

ডাঃ জেন মুহূর্ত-কয়েক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া কহিল, “চমৎকার, চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন, মিস মার্গারেট। উত্তম এ পার্টি আপনার, আপনিই তার ব্যবস্থা করুন।”

মিস মার্গারেট কহিল, “বেশ, আমি ইন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাব। মিংচুও যাবে ত ?”

ডাঃ জেন চিন্তিত হইয়া কহিল, “মিংচুর যাওয়া কি ঠিক হবে ?”

“আলবৎ হবে !” মিস মার্গারেট কহিল, “আর মিংচুই যদি না যায়, তবে ইন্দ্রনাথকে সুনিশ্চিত ভাবে আকৃষ্ট করা যাবে কোন উপায়ে ?”

ডাঃ জেন কহিল, “আমি স্টিমার-পিকনিক সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রোগ্রাম আপনাকে আগামীকাল জানাব।” এই বলিয়া সে তাঁবুর ভিতর কয়েক-বার পরিক্রমা করিয়া, মিস মার্গারেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, “ইন্দ্রনাথকে চিনতে ভুল হয় নি ত, মিস মার্গারেট ? জেলাসী অনেক সময় জিঘাংসারূপে আত্মপ্রকাশ করে !” এই বলিয়া সে মার্গারেটের ক্রোধ উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল !

ডাঃ জেনের অভিযোগে মিস মার্গারেটের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ! কিন্তু তাহার দুর্দম হাস্য-প্রবাহে তাহাকে শান্ত ও সংযত

করিয়া তুলিতে লাগিল। ডাঃ জেনের হাস্যরব স্তব্ধ হইলে, মিস মার্গারেট কহিল, "অন্য কেউ একথা বল্‌লে………"

ডাঃ জেন হাস্যমুখে কহিল, "অবশিষ্ট বাক্যাংশ আমি বুঝেছি, মিস মার্গারেট। সুতরাং সেটুকু উচ্চারণ ক'রে আপনি আর নিজেকে খাটো এবং আমাকে আহত করবেন না, বান্ধবী।"

মিস মার্গারেট মুহূর্ত-কয়েক ডাঃ জেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ, থাক্। এখন বলুন, মিঃ চ্যাংসার দেখা পাওয়া কি এখন সম্ভবপর হবে, ডাঃ জেন?"

ডাঃ জেন কহিল, "না। তিনি শুয়েছেন। আচ্ছা, আপনিও আসুন। গুড্‌নাইট, মিস মার্গারেট।"

"গুড্ নাইট, ডাঃ জেন।" এই বলিয়া মিস মার্গারেট ধীরে ধীরে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

ডাঃ জেন কহিল, "হাঁ, একটা কথা, ইন্দ্রনাথ যদি আজকার রাত্রির কথা আপনার কাছে থেকে সংগ্রহ করে থাকে, তবে একটু চোখ মেলে চলবার চেষ্টা করবেন, মিস মার্গারেট।"

মিস মার্গারেট মৃদু হাস্যমুখে মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব সম্ভাবনা, ডাঃ জেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে, যে কেহই এই সংবাদের জন্য দায়ী হোক্, আমি নই!" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে যখন মিস মার্গারেট তাহার মোটরে বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিল, তখন, অন্যদিকে সি আই, ডি অফিসার মিঃ সত্যেন ঘোষাল, তাঁহার ড্রইং-রুমে উদ্বিগ্ন-মুখে বসিয়াছিলেন। তিনি বার বার কক্ষ-মধ্যস্থ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। একসময়ে তিনি অস্ফুট-কণ্ঠে কহিলেন, "তাই ত এত দেরি হচ্ছে কেন? তবে কি………"

বলিতে বলিতে তিনি পার্শ্বে রক্ষিত টেলিফোন স্ট্যাণ্ড হইতে রিসিভার তুলিয়া লইয়া পুলিস-কোয়ার্টারের হেড অফিসে সংযোগ দিবার জন্য এক্সচেঞ্জকে আদেশ দিলেন। মুহূর্ত-কয়েক পরে সংযোগ পাইয়া কহিলেন, "কে, ওখানে? ব্যানার্জী? হাঁ, হাঁ, আমি। তুমি ইন্দ্রনাথের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

মিঃ ব্যানার্জী কিছু বলিতে গেলেন, এমন সময়ে মিঃ ঘোষাল দেখিলেন যে, ইন্দ্রনাথ ড্রইংরুমে প্রবেশ করিতেছে। তিনি কহিলেন, "ঠিক আছে, ব্যানার্জী। বন্ধু, আমায় দেখা দিয়েছেন।" এই বলিয়া তিনি সবেগে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া, ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এত দেরি হ'ল যে, ইন্দ্রনাথ? বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলাম, ব্রাদার! বস; বস।"

ইন্দ্রনাথ তাহার পুরু ও ভারী ওভারকোট একটি চেয়ারের উপর রক্ষা করিয়া একটি কৌচের উপর পা ছড়াইয়া বসিল ও ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "সফল হতে পারলাম না, ব্রাদার। শয়তানেরা যেন প্রত্যেকে শত শত প্রাণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।"

মিঃ ঘোষাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাক্, তুমি ত আহত হও নি?"

"না, বন্ধু।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "হলেও দুঃখ থাকত না, যদি একটা শয়তানকেও গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করতে পারতাম!" এই বলিয়া সে কক্ষের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পুনশ্চ কহিল, "এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার, সত্যেন?"

"নিশ্চয়ই পারি।" বলিতে বলিতে মিঃ ঘোষাল দ্রুতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বয়ং একটি রেকাবীতে করিয়া কয়েকটি কড়া পাকের সন্দেশ ও এক গ্লাস শীতল পানীয় লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি হে, ভৃত্যেরা বয়কট করেছে নাকি ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না, ব্রাদার। আমি তাদের রাত্রি ১১টার সময় ছুটি দিয়ে থাকি। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাদের উপস্থিত থাকতে হয়। নাও, ওসব আলোচনা বন্ধ ক'রে, ক্ষুৎ-পিপাসা মিটিয়ে নাও।"

ইন্দ্রনাথ সন্দেশ কয়টি আহার করিয়া এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের জল নিঃশেষ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অভিযান ও যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণনা করিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তাদের কেউ আহত হয় নি ?"

"হলেও, হলফ ক'রে বলতে পারব না, বন্ধু।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তোমাদের কেউ আহত হয় নি ?"

"না, সত্যেন।" ইন্দ্রনাথ আশ্বাস দিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "শয়তানেরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তারা ভারতীয় কি অন্য দেশীয়, অর্থাৎ চীনা কি-না, কিছুই বুঝতে পারো নি, না ?"

"একে অতি স্বল্পালোকিত অন্ধকার-ভরা, গঙ্গাতীর, তার ওপর প্রত্যেকের মুখে ছিল, বীভৎস-দর্শন মুখোশ। হাতে ছিল, দস্তানা। সুতরাং গাত্রবর্ণ পর্যন্ত দেখবার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে আমি সর্ব রকমে ব্যর্থ হয়েছি, বন্ধু।"

"চিরিও, ব্রাদার। আমাদের মত পুলিসের জীবনে প্রথম সুযোগের ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, ইন্দ্র!" এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের নিকট জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ইন্দ্র। আমি কেবলই ভাবছি যে, মিঃ চ্যাংসার মত একজন সাধু প্রকৃতির ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে, তার অধীনস্থ কর্মচারীরা, খুনের পর খুন করে চলেছে আর সারা বাঙলা দেশটা

আফিং ও কোকেনে ছেয়ে যাচ্ছে! এ বিষয় ত তোমার মনে অ
কোন দ্বিধা ও সংশয় নেই, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "গতরাত্রে মিস মার্গারেটের কাফেতে পত্রখানা প
করবার পর এবং আজ রাত্রের অভিজ্ঞতার ফলে, আমার মনে আর কে
সন্দেহই নেই, সত্যেন।"

মিঃ ঘোষাল ম্লানমুখে কহিলেন, "এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, তবু আ
সম্পূর্ণ ভাবে নিরুপায় হ'য়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ বিনা সা
প্রমাণে আমরা না পারি কারুকে গ্রেপ্তার করতে, না পারি, কারুর বির
কোন অভিযোগ আনতে। হাঁ, আর একটি প্রশ্ন এর মধ্যে জ
আছে, ইন্দ্র। আজ রাত্রে তুমি যখন আততায়ী স্মাগলারদের জাতি
পর্যন্ত জানতে পারো নি, তখন স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায় যে,
মার্গারেট অন্য কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "সেক্ষেত্রে স্থং পত্র নিয়ে যাবে কেন?"

"খুব বিশেষ বিচিত্র ব্যাপার নয়, ইন্দ্র। ইংরাজীতে এরূপ ে
বলা হয়, 'এ্যাকসিডেণ্ট'! আমরাও ত তা' ধারণা করতে পারি?"
বলিয়া সত্যেন মৃদু হাস্য করিয়া নীরব হইল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমি একমত হতে পারলাম না, বন্ধু। ে
তোমার অন্য ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত। অর্থাৎ মিঃ চ্যা
অগোচরে তা'র অধীনস্থ কর্মচারীরা বেআইনী ব্যবসা চালাচ্ছে।
অপেক্ষা কর, সত্যেন। একবার যখন, স্মাগলারদের পরিচয় জানতে পে
তখন আর তাদের বেশী দিন ব্যবসা চালাতে হবে না।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "হাঁ, আর এক কথা। গত দুই দিন
ঝুনঝুনওয়ালার কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তা'র ?
আজ কয়েকবার ফোন করেছিলাম। সে বলে যে, সে তা'র সম্বন্ধে

অবগত নয়। তবে পিতাজী মাঝে মাঝে এমনি ভাবে পর পর কয়েকদিন বাইরে কাটিয়ে আসেন। কেন আসেন, আমি নানাভাবে জেরা করেও বার করতে পারি নি। তবে বুঝেছি।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আগামী কাল রাত্রেই না সে মাল ডেলিভারী নেবে বলেছিল?"

"হাঁ, এইবার সে ব্যাপারে আসছি।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কাল রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সে আমাকে টেলিফোন করবে, জানিয়েছিল। তুমি রাত্রি আটটার সময় মিংচু রাণীর নাচ দেখতে যাবে ত?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "নাই বা উত্তর দিলাম? তারপর কি বল, শুনি।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "শোন, ইন্দ্র, আগামী কাল তুমি রাত্রি আটটার সময়, চীনা-তাঁবুর অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসবে। যে মুহূর্তে ঝুনঝুনওয়ালাকে দেখতে পাবে, আমাকে যে কোন উপায়েই হোক, হেড্ কোয়ার্টারে ফোন ক'রে জানাবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। কিন্তু ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে অডিটোরিয়ামে কথা বলা কি নিরাপদ ব্যাপার হবে, বন্ধু? তার অপেক্ষা আমি তোমাকে শুধু তা'র উপস্থিতির সংবাদ জানিয়ে দেব।" ইন্দ্রনাথ চিন্তান্বিত-স্বরে কহিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বেশ, সুযোগ না পাও, তবে শুধু উপস্থিতির সংবাদটাই জানিয়ে দিও।"

"তা'ই হবে, ব্রাদার।" ইন্দ্রনাথ একটা আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আর পারছি না, বন্ধু, শুভরাত্রি।"

"শুভ রাত্রি!" বলিয়া মিঃ সন্তোষ ঘোষাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধুকে বিদায় দিবার জন্য দ্বার অবধি গমন করিলেন।

(১৬)

পরদিন রাত্রি আটটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্বে ইন্দ্রনাথ একখানি দশ টাকার টিকিট ক্রয় করিয়া চীনা-তাঁবুর অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করিয়া মিউজিক্ সীটে উপবেশন করিতেই, মিস মার্গারেট হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্রনাথকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, "আমি আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলাম, মিঃ বোস। একটা সুখবর দেবার আছে। অবশ্য খবর সু কি নয়, আপনার বিবেচ্য বস্তু। তবে আমিই এই অনুষ্ঠানের কর্ত্রী কি-না, তাই স্বয়ং আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য এসেছি।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আদেশ করুন, মিস মার্গারেট ?"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "আদেশ নয়, বন্ধু, অনুরোধ। শুনুন তবে। মিঃ চ্যাংসার শরীর অসুস্থ, কাজেই তিনি আসন্ন স্টীমার-পিক্‌নিক্ পার্টিতে যোগ দিতে পারবেন না। ফলে আমাকে সেই পদে অর্থাৎ 'হোষ্ট' রূপে নিযুক্ত করেছেন।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আপনারা দেখছি, বহু অর্থ এইভাবে ব্যয় ক'রে থাকেন।"

"হাঁ, মিঃ বোস।" মিস মার্গারেট কহিল, "এর জন্য ডাঃ জেন ও আমি তাঁকে বহুবার অনুযোগ জানিয়েছি, কিন্তু তিনি কি বলেন, জানেন ? বলেন, 'এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি তথাগত বুদ্ধের শ্রীচরণ বন্দনা করি আর তাঁর নাম নিয়ে পরমানন্দে থাকি। তাঁর কৃপায়, যারা আমার জন্য অর্থোপার্জন করছে, তাঁদের যদি সেই অর্থের ভাগ না দিই, তবে আমার মহাপাতক হবে।' তাই এই স্টীমার-পিক্‌নিকের আয়োজন, মিঃ বোস।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "শুধু কি কর্মচারীরাই যোগ দেবেন ?"

মিস মার্গারেট কহিল, "না, মিঃ বোস। মিঃ চ্যাংসার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করবার জন্য, তিনি বলেছেন।"

"কবে দিন স্থির হয়েছে ?" ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল।

"শনিবার দিন, সন্ধ্যা সাতটার পর, আউটরাম ঘাট থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। মিঃ চ্যাংসার নিজস্ব জাহাজ। এখন বলুন, বন্ধু, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন কি-না ?" হাস্যমুখে মিস মার্গারেট কহিল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "নোটিস আরও দু' একদিন আগে পেলেই সুবিধা হত, মিস মার্গারেট। কিন্তু······"

মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল, "কোন কিন্তু আমি শুনব না, বন্ধু। তবে এবার আসল কথাটা শুনুন। আমাদের মিংচু রাণীও আমন্ত্রিতা হয়েছেন।"

ইন্দ্রনাথ এই সংবাদটির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে হাস্যমুখে কহিল, "আপনাদের মিংচু রাণীও ত আপনাদের দলভুক্তা। তবে তাঁর গমন ত এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, মিস মার্গারেট। না, না, শুনুন, আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।" এই বলিয়া সে মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মিস মার্গারেট সাগ্রহে, যেন সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, এই ভাবে, ইন্দ্রনাথের সহিত করমর্দন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আমার যে কত আনন্দ হয়েছে, তা' আপনাকে বোঝাতে পারব না, মিঃ বোস। ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ! এইবার, মিংচু রাণীর নৃত্য দেখুন, আমি এই সুসংবাদ প্রচার ক'রে আসি।" এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে পরমুহূর্তে মুখভাব গোপন করিয়া দেখিল, ড্রপসিন্ উঠিতেছে। দর্শককুল অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রনাথ চারিদিকে ঝুনঝুনওয়ালার জন্য চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল।

এদিকে নাচ ও গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। দর্শকগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া করতালি-ধ্বনিতে আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে 'বিশ্রাম' সময় উপস্থিত হইল, দর্শকগণের ভিতর অনেকেই বাহিরে গমন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথও অডিটোরিয়াম হইতে বাহির হইয়া ডাঃ জেনের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁবুর ভিতর গমন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ ডাঃ জেনের তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া, সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল এবং ডাঃ জেনের টেবিলের উপর টেলিফোন-যন্ত্র রহিয়াছে দেখিয়া, রিসিভার হাতে তুলিয়া লইল এবং নতস্বরে লালবাজার পুলিস হেড্ কোয়ার্টারের সহিত সংযোগ লইয়া, একই স্বরে কহিল, "কে, সত্যেন?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমি। কি সংবাদ? ওখানে ঝুনঝুনওয়ালা আছে ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, সে আসে নি।" এই বলিয়াই সে পশ্চাতে পদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া, দ্রুত ও নিঃশব্দে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিল, মিস মার্গারেট্ তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "ডাঃ জেন্ কোথায়, মিস মার্গারেট্?"

"আমিও তাঁকে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি, মিঃ বোস।" বলিতে বলিতে মিস মার্গারেট্ তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

"নিশ্চয়ই অন্যত্র কোথাও ব্যস্ত আছেন। চলুন, যাওয়া যাক।"

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ মিস মার্গারেটের সহিত তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিল।

মিস মার্গারেট চলিতে চলিতে কহিল, "তা'হলে আগামী শনিবারের কথা স্মরণ থাকবে ত, মিঃ বোস?"

"নিশ্চয়ই, মিস মার্গারেট! আমি কখনও দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না।" হাসিতে হাসিতে ইন্দ্রনাথ কহিল।

প্রেক্ষা-গৃহে তখন নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল। মিস মার্গারেটের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ইন্দ্রনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার কয়েকটি জরুরী কাজ শেষ করিবার ছিল বলিয়া শেষ অবধি মিংচুর নৃত্য দেখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না।

মিস মার্গারেট কয়েক মিনিট সময় প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া থাকিয়া, ডাঃ জেনের তাঁবুতে গিয়া দেখিল, ডাঃ জেন বসিয়া আছেন। ডাঃ জেন হাস্য-মুখে কহিল, "তারপর কি সংবাদ, মিস মার্গারেট?"

মিস মার্গারেট কহিল, "খবর শুভ, ডাঃ জেন। মিঃ ইন্দ্রনাথ বোস নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।"

ডাঃ জেনের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "সত্যই আপনি অসাধারণ, মিস মার্গারেট!" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "মিঃ চ্যাংসা, একবার দেখা করতে চেয়েছেন, আপনার সঙ্গে। আপনি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।"

মিস মার্গারেট তৎক্ষণাৎ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া লালবাজার হেড্ কোয়ার্টারে গমন করিতে লাগিল। সে হেড্ কোয়ার্টারে মিঃ সত্যেন ঘোষালের চেম্বারে উপস্থিত হইতেই, মিঃ ঘোষাল, তাহাকে সমাদরে আহ্বান করিয়া সম্মুখে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "খাস্ নি ওখানে, ঝুনঝুনওয়ালা?"

"না, ব্রাদার। দেখ, বন্ধুরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন কি-না!" বলিতে বলিতে ইন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বড়ই সমস্যার কথা হ'ল, ইন্দ্র।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান সহকারিদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ব্যানার্জী, তুমি অবরোধ-বাহিনী ভেঙ্গে দাও। আর দু'জন অতি অভিজ্ঞ স্পাইকে তাঁবুর সম্মুখে ও পশ্চাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার জন্য পাঠিয়ে দাও। তাদের বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দেবে যে, তা'রা কিরূপ এক ভয়ঙ্কর আততায়ী-দলের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁরা ঝুনঝুনওয়ালাকে দেখবামাত্র যেন, আমাকে বাড়ীতে টেলিফোন করেন। আমাকে যদি ফোনে না পান, তবে আমার স্ত্রীর নিকটে যেন তাঁরা সংবাদ জানিয়ে দেন। কিন্তু তা'ও যদি সম্ভবপর না হয়, তবে তোমাকে যেন টেলিফোন ক'রে জানান। তুমি তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ীতে চলে আসবে।"

"বুঝেছি, স্যর।" বলিয়া মিঃ ব্যানার্জী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ ঘোষাল অন্য সহকারী মিঃ ঘোষের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর তুমি ঘোষ, একবার ঝুনঝুনওয়ালার পুত্রের সঙ্গে দেখা কর। দেখ, সে যদি কোন সংবাদ পেয়ে থাকে।" বলিতে বলিতে তিনি চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"এখনই যাচ্ছি, স্যর।" এই বলিয়া মিঃ ঘোষ অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন!

মিঃ সত্যেন ঘোষাল, ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর তুমি, ইন্দ্র, পাঁচ মিনিট বসে ধূমপান কর, আমি চীফের সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি।"

ইন্দ্রনাথ বাধা দিয়া কহিল, "তার পূর্বে দু' মিনিট অপেক্ষা কর, বন্ধু। আমার কিছু সংবাদ জানাবার আছে।"

"আচ্ছা, বল।" এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল উপবেশন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে, মিস মার্গারেটের স্টীমার-পিক্‌নিকের নিমন্ত্রণ-কাহিনী বর্ণনা করিল এবং পরিশেষে কহিল, "জানি, তুমি আমাকে বাধা দিতে চাইবে, কিন্তু তা ব্যর্থ পরিশ্রম হবে, বন্ধু। তা'র চেয়ে, আমার যা কিছু বলবার আছে, আমি কাল প্রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করব। কিন্তু এখন আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না, ভাই। আমি চললাম। আবার দেখা হবে।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিঃ ঘোষাল কিছু বলিবার পূর্বে চেম্বার হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মিঃ ঘোষাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আপনাকে আপনি কহিলেন, "দেখছি, শেষে তোমাকেও না হারাতে হয়, বন্ধু!" এই বলিয়া তিনি চেম্বার হইতে বাহির হইয়া পুলিস কমিশনারের অফিস অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ যখন ট্যাক্সি হইতে মিংচুর হোটেলের সম্মুখে অবতরণ করিল, তখন রাত্রি ১১টা বাজিতে মাত্র দশ মিনিট বিলম্ব ছিল।

ইন্দ্রনাথ লাফাইতে লাফাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দ্বিতলে আরোহণ করিয়া, মিংচুর স্যুইটের সম্মুখে দাঁড়াইতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ দেখিল, অপরূপ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া তরুণী মিংচু হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "আজ আর দেরির জন্য কৈফিয়ৎ চাইব না। আর বেশী দেরি ক'রে দিয়েও, তোমার ঘুমের ব্যাঘাৎ জন্মাব না। এস, ভিতরে এস।" এই বলিয়া সে দ্বারের নিকট হইতে ঈষৎ একান্তে সরিয়া দাঁড়াইলে, ইন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল।

ইন্দ্রনাথ উপবেশন করিতেই, মিংচু ডাকিল, "সুবাস [illegible]"

"যাই, দিদিমণি!" বলিয়া পরিচারিকা সুবাস [illegible] ভিতরে আগমন করিল

ও ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া সলজ্জ-স্বরে কহিল, "ওমা, এই যে বাবু এসেছেন ! আর তুমি বসে বসে রাজ্যের উদ্ভট ভাবনা ভাবছিলে !"

মিংচু ধমক দিয়া কহিল, "কখন আবার আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে দেখলি, মুখপোড়া মেয়ে ! যা বাবুর জন্য সরবৎ আর খাবার নিয়ে আয়।"

সুবাসী কহিল, "তা যাচ্ছি। তোমার জন্যও ত আনব, দিদিমণি ? বাবু আসেন নি বলে, থিয়েটার থেকে এসে মুখে জলটুকু পর্যন্ত দাও নি।"

"আবার, মুখপুড়ি ! যা দূর হয়ে যা। যা খুশি কর !" মিংচু আদেশ দিল।

সুবাসী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "বেচারীকে ধমক দিয়ে কি হবে, মিংচু ? বেচারী ত আর মিথ্যা কথা বলে নি !"

মিংচু কহিল, "বাজে কথা রাখো। শোন, তুমি কি স্টীমার-পিকনিকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ ?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তুমিও ত করেছ !"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি ওদের মাইনে করা নর্তকী। সর্দার যা আদেশ করবেন, আমাকে তা করতে হবে।" মিংচু কহিল, "কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "যাওয়া হবে না আমার ? কেন, মিংচু ? তাছাড়া আমি যে মিস মার্গারেটকে কথা দিয়েছি !"

মিংচু কাতর স্বরে কহিল, "আমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা ক'রো না। কারণ, আমি কোন কারণ জানি না। সর্দার অসুস্থ হয়েছেন। তিনি যাবেন না। সুতরাং তোমারও যাওয়া হবে না। বল, আমাকে এই ভিক্ষা তুমি দেবে ?"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত-কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তুমি যখন চলেছ, তখন আমাকে কেন এমন কঠিন দণ্ড দেবে, মিংচু? আমি যে শুধু তোমার উপস্থিতির জন্যই চলেছি। বল, মিংচু, আমার মনোভাব কি তুমি এখন পর্যন্ত জান না?"

মিংচু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "কি মনোভাব, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ সহসা মিংচুর একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "ভয় পেয়োনা মিংচু। তুমি কি জান না, আমি তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী-রূপে বরণ করেছি, মনে মনে? বল, এ আশা আমার দূরাশা নয়, মিংচু? বল, আমাকে তুমি............"

মিংচু ইন্দ্রনাথের পায়ের নিকট বসিয়া অশ্রু-জড়িত স্বরে কহিল, "এ আমাকে তুমি কি শোনালে, ইন্দ্র? আমার মত একটি হীন চীনা মেয়েকে.........."

"তুমি হীনও নও, চীনাও নও, মিংচু।" ইন্দ্রনাথ দুই হাতে তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সম্মুখের কৌচের উপর বসাইয়া দিল ও পুনশ্চ কহিল, "আজ আমি তোমাকে এই কথা বলবার জন্যই এসেছি, মিংচু। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। আমি পাগল হয়ে যাব, মিংচু। আমি কথার মালা গাঁথতে পারি না। আমাকে তুমি গ্রহণ করবে, বল?"

মিংচুর দুই চক্ষু বহিয়া সুরধুনী বহিতেছিল। সে কহিল, "আবর্জনার পঙ্ক থেকে তুলে আমাকে স্থান দিতে চাইছ দেব-মন্দিরে। বল, তুমিই বল, আমি কি তা' অস্বীকার করতে পারি? পারি আমি অস্বীকার করতে? ওগো আমাকে একমিনিটের জন্য মার্জনা করো। আমি এ আনন্দবেগ আর সহ্য করতে পারছি না গো, পারছি না।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে সংযোগ-দ্বার দিয়া পার্শ্ব-কক্ষে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনাথের সারা মন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সমগ্র পৃথিবী রূপে রসে গন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটি সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া অর্ধ নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

সুবাসী দুইজন হোটেল-বয়ের সহিত, ট্রেতে সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য লইয়া প্রবেশ করিল এবং ডাইনিং-টেবিলের উপর ট্রে রাখিয়া ভৃত্যদ্বয় বাহির হইয়া গেলে, সে মিংচুকে দেখিতে না পাইয়া কহিল, "দিদিমণি কোথায় গেলেন, বাবু ?"

ইন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিবার পূর্বে, মিংচু হাস্যমুখে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আছি রে, আছি, মরি নি।" এই বলিয়া এক ছড়া সরু স্বর্ণ-হার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া সুবাসীর বিস্মিত-দৃষ্টির সম্মুখে তাহার হাতে দিয়া পুনশ্চ কহিল, "নে আজ আমার জীবন সফল হওয়ার দিনে, তোর পুরস্কার।"

সুবাসী বিহ্বল-দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের হাস্যময় মুখের দিকে একবার এবং অন্যবার কর্ত্রীর স্নিগ্ধ হাস্যালোকিত আননের দিকে চাহিয়া, সহসা গড় হইয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া সোল্লাসে কহিল, "বুঝেছি, আমি বুঝেছি। যাই, শাঁখটা বাজাই গে।" বলিয়াই দ্রুতপদে কোন বাধা আসিবার পূর্বে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত-কয়েক পরে তিনবার শঙ্খধ্বনি হইয়া নীরব হইলে, মিংচু কহিল, "এস, খেয়ে নেবে !"

আহারান্তে ইন্দ্রনাথ কহিল, "এইবার সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন, না, মিংচু ?"

মিংচু কহিল, "চল, স্টীমার পার্টি থেকে ফিরে এসে, আমি তাঁকে প্রথমে জানাব। তারপর তুমি বলবে। কিন্তু এখনও ত আমার কথা সব শোন নি, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি একটা বাজিতেছে। সে

সচকিত হইয়া কহিল, "কোন প্রয়োজন নেই। তুমি প্রয়োজন বোধ কর, একদিন একত্রে বসে পরস্পরে বলা-কওয়া শেষ করব। এখন, স্টীমার-পার্টিতে যাবার অনুমতি পেলাম ত?"

মিংচু চিন্তান্বিত স্বরে কহিল, "আমার চোখের সামনে তোমাকে রাখতে পারব, শুধু এই জন্যই········"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি ভীতু তুমি, মিংচু! আচ্ছা, শুভরাত্রি, বাগদত্তা!"

মিংচু গড় হইয়া ইন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু তৎ পূর্বেই ইন্দ্রনাথ ড্রইং-রুম হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

মিংচু বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া, যতদূর ইন্দ্রনাথকে দেখা যায়, বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

(১৭)

সর্দার চ্যাংসার জাহাজখানি অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। ডাঃ জেন জাহাজের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতেছিল ও মহা সমাদরে আহ্বান জানাইতেছিল। কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাহাতে জাহাজে না আরোহণ করিতে পারে, সেদিকে ডাঃ জেন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

জাহাজ ছাড়িবার দশ মিনিট পূর্বে ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে সিঁড়ির নিকট গমন করিয়াই বাধা পাইল। ডাঃ জেন বিনয়ের অবতার-রূপে হাস্যমুখে কহিল, "কার্ড পিলিজ, মিষ্টার!"

ইন্দ্রনাথ পকেট হইতে তাহার নাম-লেখা নিমন্ত্রণ কার্ডটি বাহির করিয়া

ডাঃ জেনের হাতে দিলে, সে নামটি পাঠ করিয়াই, মহা-সমাদরে তাঃ সহিত করমর্দন করিতে করিতে কহিল, "আমার জাহাজ ধন্য হল, আঁ ধন্য হ'লাম। উপরে যান, মিষ্টার বাস্থ।"

ইন্দ্রনাথ জহাজের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই দ্রুতপদে মিস মার্গা তাহার নিকট আসিল এবং ইন্দ্রনাথের সহিত করমর্দন করিয়া হাস্য কহিল, "আমি যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছি, তা আপনাকে বল পারব না, মিঃ বোস। আপনি যে সত্যই এসেছেন, এজন্য আমার আন্ত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আপনি কি ভেবেছিলেন, আমি আসব না

মিস মার্গারেট মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমাদের ভয় ছিল, মুহূর্তে মিংচু রাণী যখন আসতে পারলেন না, তখন, আপনি বুঝতেই পা আমরা কি ভেবেছিলাম ?"

ইন্দ্রনাথের মুখভাব ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "মিংচু আসে কেন, মিস মার্গারেট ?"

মিস মার্গারেট কহিল, "না, তেমন কিছু নয়, মিঃ বোস। তবে মাথাটা মাঝে মাঝে বিশ্রী রকম ধরে। দু' দিন প্রায় থাকে। সেই সর্দার তাকে নিষেধ করলেন আস্‌তে। কিন্তু কেন, আপনি কি আ পূর্বে তা'র সঙ্গে দেখা করে আসেন নি ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না। কারণ আমি ভেবেছিলাম, এখানেই যখন হবে, তখন……" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল এবং কহিল, "অসুখটা কি গুরুতর ধরণের, মিস মার্গারে ?"

"পাগলামী করবেন না, মিঃ বোস।" মি মার্গারেট হাসিতে হা কহিল, "মাথা বুঝি ধরে না কারও ? আসুন, আসুন, জাহাজে বেড় আসুন ?"

জাহাজ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিল। গঙ্গা বক্ষ হইতে নোঙ্গর উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি-উপরে তোলা হইতে লাগিল। এমন সময়ে অতি কদাকার দর্শন ও দীর্ঘওভার-কোট গায়ে দিয়া, হাতে একটি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগ লইয়া, এক ব্যক্তি সকলের বাধা উপেক্ষা করিয়া জেটি হইতে প্রায় তিন হাত দূর ব্যবধানে আসা জাহাজের নিম্ন ডেকের উপর লাফাইয়া উঠিল।

চকিতের জন্য লোকটির মুখাকৃতি দেখিয়া ইন্দ্রনাথের মুখভাব কঠিন আকার ধারণ করিল। সে মার্গারেটের দিকে চাহিয়া কহিল, "কে ঐ লোকটা, মিস মার্গারেট ?"

মিস মার্গারেট উপেক্ষা ভরে কহিল, "সর্দারের কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হবে। আসুন, ভিতরে আসুন।" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জাহাজ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে মধুর স্বরে অর্কেস্ট্রা বাজিতে লাগিল। আমন্ত্রিত নর-নারীরা হাস্যমুখে জাহাজের উপরিতন ডেকের উপর সুসজ্জিত ডেক্-চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া গল্প-গুজবে মাতিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ জাহাজখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল। একটি কেবিনের সম্মুখে তাহার নাম লেখা রহিয়াছে দেখিয়া, বুঝিল, তাহার জন্য কেবিনটি রিজার্ভ রাখা হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ ঘুরিতে ঘুরিতে ডেকে উপস্থিত হইতেই একজন ভৃত্য একখানি শূন্য ডেক-চেয়ার দেখাইয়া বসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

ইন্দ্রনাথ উপবেশন করিলে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য বৈকালিন চা ও এক প্লেট্ কেক্ তাহার সম্মুখে আসিল ইন্দ্রনাথ চা-পান-পর্ব শেষ করিয়া নীরবে ডেক্-চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল।

জাহাজের গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ দেখিল ও

আলাপ-আলোচনা শুনিয়া বুঝিল যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের ভিতর প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী ব্যক্তি।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সমগ্র জাহাজটি শত শত আলোক-মালায় ঝলমল করিয়া উঠিল। তীব্র অন্ধকারের ভিতর জাহাজখানিকে একটি ভাসমান ও ধাবমান আলোক-দ্বীপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এমন সময়ে একজন বয় আসিয়া, ইন্দ্রনাথকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "ডাঃ জেন সেলাম দিয়েছেন, হুজুর।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তিনি কোথায় আছেন?"

"আমার সঙ্গে আসুন, হুজুর!" বয় কহিল।

ভৃত্যের সহিত ইন্দ্রনাথ উপর ডেক হইতে অব্যবহিত নিম্নতলের ডেকের উপর একটি প্রকাণ্ড স্টেট্‌রুমের ভিতর প্রবেশ করিল। সে দেখিল, অতি মূল্যবান কোমল ও পুরু কার্পেটের উপর ডাঃ জেন বসিয়া কয়েকজন চীনা ও ভারতীয়ের সহিত হাস্যমুখে কথা কহিতেছে। সে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া শশব্যস্তে হাস্যমুখে কহিল, "আসুন, মিস্টার বোস্, আসুন, বসুন।"

ইন্দ্রনাথ ডাঃ জেনের সম্মুখে উপবেশন করিল ও প্রতি-সম্ভাষণ জানাইতে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ!"

ডাঃ জেন কহিল, "যখন মিংচুর মুখে শুন্‌লাম যে, আপনি তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছেন, তখন আমাদের যে কত আনন্দ হ'ল, ভগবান বুদ্ধদেবই তা জানেন, মিষ্টার বোস। ভাবলাম, প্রভু, মিষ্টার বোসের মত একজন যোগ্য ব্যক্তির দেখা পাইয়ে দিলেন! এবার আমাদের ব্যবসা হু হু ক'রে বেড়ে যাবে।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনি চীন দেশ দেখেছেন, মিস্টার বোস্?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "হাঁ, সাংহাইয়ে কয়েক মাস একবার থাক্‌তে হয়েছিল।"

মুহূর্তের জন্য ডাঃ জেনের মুখভাব ম্লান হইয়া গিয়া, পুনশ্চ স্বাভাবিক

আকার ধারণ করিল। সে কহিল, "চীনদেশ আপনার কেমন লাগল, মিষ্টার বোস?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "চমৎকার!"

ডাঃ জেন খুশি হইয়া কহিল, "চমৎকার? তবে আপনাদের বিবাহের পরেই আমরা হংকং-এ যাব। চমৎকার হবে, না, মিষ্টার বোস?"

ইন্দ্রনাথ এইবার ডাঃ জেনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে কহিল, "বিবাহের পর আমাদের দিল্লী ছাড়া আর কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হবে না, ডাঃ জেন। তা' ছাড়া বিবাহের পর আমার স্ত্রী কোন থিয়েটারে নৃত্য ক'রে জীবিকা অর্জন করবে, তা'ও কি সম্ভব, ডাঃ জেন?"

একজন বেহারী ভদ্রলোক কহিল, "সাঁচ বাৎ বাবুজী বলিয়েছেন। সাদীর পর......"

বাধা পাইল ভদ্রলোক। ডাঃ জেন গম্ভীর স্বরে কহিল, "চুপ করুন, কামতাপ্রসাদ। আমাদের কথার মধ্যে কথা বলবেন না।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "এই কি বাবুজীর শেষ কথা?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীরও মত তাই।"

ডাঃ জেন তাহার ক্রোধার্ত মুখভাব গোপন করিবার জন্য কয়েকবার কাশিবার ভান করিয়া কহিল, "মিংচুর সঙ্গে আমাদের এগ্‌রিমেন্ট শেষ হতে যে এখনও দেরি আছে, মিষ্টার বোস? তাই ভাবছিলাম, আপনারা যদি বিবাহের পর, হংকং অবধি যেতেন, তা'হ'লে......"

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমি শুনেছি, মিঃ চ্যাংসা মিংচুকে আপন কন্যার অধিক স্নেহে ভালবাসেন। তার সুখের জন্য তিনি তা'র এগ্রিমেণ্টকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারবেন।"

ডাঃ জেন কহিল, "কিন্তু আপনি যদি একটু ভেবে দেখতেন, মিষ্টার বোস, তা'হ'লে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতাম না।"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "একান্ত পক্ষে আপনি যদি মিংচুকে মার্জনা না করেন, তবে আমাকে ক্ষতিপূরণ দিয়েও তাকে মুক্ত করতে হবে।"

ডাঃ জেনের মুখভাব ভীতিকর আভাসে ছাইয়া গেল। সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "ক্ষতিপূরণ! ক্ষতিপূরণ!" দুইবার বলিয়া সে সহসা অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ডাঃ জেনের হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে, সে কহিল, "একবার মিংচুকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন, কি ক্ষতিপূরণ তা'কে করতে হবে।"

ইন্দ্রনাথ দৃঢ় স্বরে কহিল, "তা সে যতই হোক্, আমি দিতে দ্বিধা মাত্র করব না। তবে আমার বিশ্বাস, আপনারা মিংচুকে কোনরূপ বেগ দেবেন না।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত থামিয়া বলিতে লাগিল, "আমি জানি, আপনাদের সমাজেও বিবাহের পর স্ত্রীকে চাকরি করতে দেওয়া হয় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে উভয়েই চাকরি অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন ক'রে থাকে। কিন্তু ভারতের সনাতন হিন্দু-সমাজে ও-প্রথা একেবারে অচল।"

ডাঃ জেন কহিল, "উত্তম, মিষ্টার বোস। আমরা মিংচুকে চিনলাম, এটাও বড় কম কথা নয়। এখন আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব। আপনি এবার আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে যান। এবার নাচ ও গান আরম্ভ হবে। ওপরের ডেকে যান!"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাঃ জেন।" এই বলিয়া সে স্টেট্-রুম হইতে বাহির হইয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

ইন্দ্রনাথ দেখিল, প্রশস্ত ডেকের মধ্যস্থলে নাচের আসর করা হইয়াছে। আসরের চারিদিকে চেয়ার দিয়া আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য বসিবার স্থান করা হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ একখানি শূন্য চেয়ার দেখিয়া উপবেশন করিল। সে দেখিল, পূর্ব-দৃষ্ট কদাকার লোকটি একজন চীনার সহিত জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রনাথ কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া, নির্বিকার মুখে বসিয়া রহিল। জাহাজ ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছিল। গঙ্গার বিস্তৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এমন সময়ে কয়েকটি চীনা নর্তকী অপরূপ সাজে সজ্জিতা হইয়া আসরে আগমন করিল! সঙ্গে সঙ্গে চাইনীজ নৃত্য-বাদ্য আরম্ভ হইল। তরুণীগণ বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

দর্শকগণ মহোল্লাসে হাততালি দিয়া, নানারূপ প্রশংসাসূচক বাক্য বলিয়া নর্তকীদের উৎসাহিত করিতে লাগিল।

এমন সময়ে মিস মার্গারেট আসিয়া ইন্দ্রনাথের পার্শ্বে একটি শূন্য চেয়ারে উপবেশন করিল। সে মৃদু হাস্যমুখে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিছুতেই আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না, না, মিঃ বোস?"

ইন্দ্রনাথ মনে মনে বিরক্ত হইয়াও, মনোভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে কহিল, "কেন, বলুন ত? আমি ত প্রচুর আনন্দ উপভোগ করছি?"

মিস মার্গারেট কহিল, "তা'হলে আমারই ভুল, বন্ধু। আমি ভেবে-ছিলাম……আচ্ছা থাক, কি আমি ভেবেছিলাম। এখন বলুন, আপনা-দের শুভ-কাজটা শেষ হতে আরও কত দেরি হবে?"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পেত, তা'হলে মানুষ হ'ত, ভগবান। আমরা দেখতে পাই না, তাই অনেক কিছুই নিজের মনোমত ভাবে সাজিয়ে দেখতে চাই। ফলে ভুল হয় পদে পদে, মিস মার্গারেট। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

মিস মার্গারেট কুলু কুলু ধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "প্রেম যখন গভীর হয়, তখন মানুষ এমনই আশাহত মনোভাব ধারণ করে থাকে। যাক্, শুভ-কাজ যত শীঘ্র সম্ভব হয়, ততই আমাদের মত লোভীদের পক্ষে আনন্দদায়ক।"

এমন সময়ে পূর্ব-দৃষ্ট কদাকার ও বীভৎস আকৃতি ব্যক্তিটি জাহাজের রেলিংয়ের পাশ দিয়া ক্রমশঃ নৃত্য ভেইসের নিকট উপস্থিত হইতেছে—দেখা গেল। ইন্দ্রনাথ কহিল, "ঐ লোকটির পরিচয় কি, মিস মার্গারেট?"

মিস মার্গারেট লোকটির দিকে একবার চাহিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "কে জানে! আমি ডাঃ জেনকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনিও জানেন না—বললেন। নিশ্চয়ই সর্দার চ্যাংসার কোন পরিচিত ব্যক্তি। কাছে নিমন্ত্রণ-কার্ড আছে। কিন্তু বারবার ঐ একই প্রশ্ন কেন, বন্ধু?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "এমনিই। অসাধারণ মাত্রেই মানুষের মন আকর্ষণ করে! এ-ও তেমনই, মিস মার্গারেট! আসুন, এবার নৃত্য ও গীত শুনি।"

"সেই ভাল!" মিস মার্গারেট হাস্যমুখে কহিল।

কিছু সময় পরে চীনা-নৃত্য শেষ হইলে, তরুণীগণ আসর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারজন বাঙালী তরুণী মেয়ে আসরে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।

জাহাজ তখন গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-পক্ষের গভীর অন্ধকারের ভিতর, শত শত আলোকমালা বিভূষিত স্বপ্ন-পুরীর মত ধাবমান জাহাজের ভিতর তান-লয় সমন্বিত মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, নৃত্য ছন্দে মুখরিত নূপুরের শব্দে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিল।

দর্শকগণ যেন আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা উত্তেজনায় অধীর হইয়া, নানারূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া নিজেদের দ্বিধা-শূন্য

সমর্থন জানাইতেছিল। ইন্দ্রনাথও নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছিল। তাহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ হইতেছিল।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় অর্ধ ঘণ্টা-কাল সমুদ্র-বক্ষে ছুটিয়া এক স্থানে জাহাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জাহাজ হইতে নোঙ্গর ফেলা হইল। জাহাজের কম্পন ও চালু ইঞ্জিনের হৃৎস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

নৃত্য ও গীত-ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ডিনার-গং বাজিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীত বন্ধ হইয়া গেল দর্শকগণ ও প্রত্যেকটি আমন্ত্রিত ব্যক্তি ডাইনিং-হলের দিকে গমন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথও সকলের সহিত ডাইনিং হলে গমন করিল। চাইনীজ ও ভারতীয়, উভয় প্রথারই খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের পার্শ্বের চেয়ারে যে তরুণী মেয়েটি বসিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ শুনিল সে তাহার আত্মীয়কে বলিতেছে, "আরশুলা কি পচা ইঁদুর! মা-গো! আমি খেতে পারব না, তা' বলে রাখচি।"

তরুণীর আত্মীয় উত্তর দিল, "তুমি কি ভাব যে, আমিই খেতে পারি?"

একজন চীনা-বয় খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল। সে কহিল, "নো, আলচুল্লা, নো পচা ইঁদুল, মেমসাব।"

আত্মীয় ভদ্রলোক কহিল, "বাঁচালে, বাবা! নইলে মনের সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছিল না আমার।"

পরিবেশক গর্বিত-স্বরে কহিল, "আলচুল্লা অতি উপাদেয় আহাল্য, ছ্যাল। একবাল যদি আহাল কলেন, তা'হলে ছালা জীবনে আল ভুলতে পালবেন না।"

আত্মীয় ভদ্রলোক কহিল, "ওরে বাবা, তোর চোদ্দপুরুষের দোহাই

ও-নাম আর মুখে আনিস নি। এখনি আমি হড় হড় ক'রে বমি ক'রে ফেল্‌ব।"

কয়েকজন লোক হাসিয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে আহার করিতে লাগিল।

(১৮)

ডিনার-পর্ব ভূরি-ভোজনের ভিতর শেষ হইলে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ পুনশ্চ নৃত্য-গীত শ্রবণ করিবার জন্য সর্বোচ্চ ডেকে গমন করিল।

দুইজন বয় সকলকে এক গ্লাস করিয়া শীতল পানীয় ও সিগারেট সরবরাহ করিয়া গেল।

ডিনারের পর ইন্দ্রনাথ পায়চারি করিবার জন্য, জাহাজের অগ্রভাগে গমন করিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি জাহাজের সম্মুখ-ভাগে কয়েকটি গোলাকার ছিদ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, সে বিস্মিত হইয়া পড়িল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রত্যেকটি নিরীহ-দর্শন ছিদ্র, এক-একটি রাইফেল ফায়ারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অপেরা-পার্টির আর্টিস্টদের বহন করিবার জন্য জাহাজ যে যুদ্ধ-জাহাজের মত হইয়া থাকে, ইহা তাহার নিকট এক জটিল সমস্যা বলিয়া অনুভূত হইল। সে কিছু সময় ডেকের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া দেখিল যে, মেশিন গান ও ছোট ক্যালিবরের কামান পর্যন্ত দাগিবার ব্যবস্থা জাহাজে রহিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ চিন্তিত-মনে ধীরে ধীরে ডেকের উপর যেখানে পুনশ্চ নৃত্য-গীত আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিল।

অল্প সময় পরে মিস মার্গারেট আসিয়া, ইন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবেশন করিল এবং কহিল, "আমি ডাঃ জেনকে ঐ কুরূপ-আকৃতির লোকটার পরিচয়

জানবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, মিঃ বোস। কিন্তু তিনি শুধু এইটুকু জানতে পেরেছেন যে, লোকটির কাছে নিমন্ত্রণ-কার্ড আছে এবং সে সর্দারের দ্বারা আমন্ত্রিত।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "এমনও হতে পারে যে, লোকটা আদৌ আমন্ত্রিত নয়? অন্যের কার্ড সংগ্রহ করে এসেছে?"

"তা'ও কি কখনও সম্ভবপর, মিঃ বোস?" মিস মার্গারেট কহিল। "লোকটা অন্যান্যের মতই নৃত্য-গীত উপভোগ করেছে, আহার করেচে এবং..."

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল। সে "কহিল, আমি কখনও বলিনি যে, ওসব সে করেনি, মিস মার্গারেট?"

"তবে?" মিস মার্গারেট বিরক্ত-স্বরে প্রশ্ন করিল।

ইন্দ্রনাথ, অভিনেত্রী যুবতী মেয়েটির নিরীহ মুখভাবের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, তবে কিছু নয়। আসুন, একটু নৃত্য-গীত উপভোগ করি।"

"সেই ভাল।" মৃদু ব্যঙ্গ হাস্যমুখে মার্গারেট কহিল।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ চলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ভৃত্যগণ প্রত্যেকটি আমন্ত্রিতকে তাহাদের জন্য রিজার্ভ করা কেবিনের ভিতর লইয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ তাহার জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে গমন করিয়া দেখিল, অন্যান্য কেবিন হইতে দূরে, জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে একটি নির্জন স্থানে অবস্থিত কেবিনটি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ কেবিনটির বিশেষ আকৃতির বাতায়ন দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে কেবিনের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বাতায়ন পার্শ্বে রক্ষিত একটি কৌচের উপর উপবেশন করিল। সে ভাবিতে লাগিল, সে যখন কোন একটি

কেসে অনুসন্ধান করিবার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট কর্তৃক চীন দেশে, তথা সাংহাইয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন চীনা-গভর্নমেণ্ট একটি পাইরেট-জাহাজকে জল-দস্যুদের সহিত গ্রেপ্তার করিয়া বন্দরে আনিয়াছিলেন। সে-সময় ইন্দ্রনাথ পাইরেট-জাহাজটি দেখিতে গিয়াছিল। সে সেই জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে এমন একটি কেবিন দেখিয়াছিল।

এই কেবিনটির বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহার বাতায়ন দু'টি ক্ষুদ্র ও গোলাকার না হইয়া, অনায়াসে একজন মানুষ বাতায়নের ভিতর দিয়া সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িতে পারে, এমন বৃহৎ আয়তানবিশিষ্ট ছিল।

ধূমপান করিতে করিতে ইন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিল, জল-দস্যু-জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে এরূপ বাতায়ন বিশিষ্ট কেবিনের সার্থকতা এই যে, দস্যুগণ শিকার-জাহাজের লোকজনের দৃষ্টির অন্তরালে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, তাহাদের অগোচরে দলে দলে শিকার-জাহাজের উপরে গমন করিয়া আচম্বিতে আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু নৃত্য ব্যবসায়ীর জাহাজে?

ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া, হস্তের দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটি বাতায়ন-পথে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, কেবিনের শয্যাটি পরীক্ষা করিয়া শয়ন করিল ও বেড স্থইচ-টিপিয়া কেবিনের আলো নির্বাপিত করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে জাহাজের গোলমাল নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। শত শত আলোক-মালা নির্বাপিত হইয়া, জাহাজের মাস্তলে, পশ্চাতে ও সম্মুখ ভাগে তীব্র-শক্তির লাল আলো প্রজ্বলিত করিয়া চলাচল-কারী অন্য জাহাজ-সমূহকে তাহাদের উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করা হইল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ যখন নিদ্রা যাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল, তখন ডাঃ জেনের স্টেট-রুমের ভিতর ডাঃ জেনের সম্মুখে স্থং ও চেং বিভীষণ মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

ডাঃ জেন বলিতেছিল, "ঝুনঝুনওয়ালাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছ?"

সুং কহিল, "সে সময়ে সমুদ্রে ভাঁটা ছিল, ডাঃ জেন। ঝুনঝুনওয়ালার মৃতদেহ সমুদ্রের ভিতর বহু দূরে চলে গেছে, তা ছাড়া ইতোমধ্যে সে হাঙ্গরের খাদ্য হয়েছে, ডাঃ জেন।"

ডাঃ জেন কহিল, "বেশ! তোমরা এখন যেতে পার। আজ রাত্রিটা সকলে সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু আমার আদেশ ছাড়া, কোন কাজ করবে না, যাও।"

(১৯)

গভীর রাত্রি। জাহাজের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিবার শব্দ হইল। ইন্দ্রনাথ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। অতি সামান্যতম শব্দেও সে জাগরিত হইতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং জাহাজের ঘড়িতে দুইটা বাজিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

মুক্ত বাতায়ন-পথে কৃষ্ণা নবমীর সমুজ্জ্বল চন্দ্র-কিরণ কেবিনের ভিতর পতিত হইয়া, এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত-কয়েক বাতায়নের ভিতর দিয়া উন্মুক্ত শান্ত সমুদ্রের উপর চন্দ্র-কিরণের মায়াপুরী নির্মাণের অপূর্ব দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বার্থের উপর উঠিয়া বসিল এবং নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। এক সময়ে সে জাহাজের ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে অনুভব করিয়া, ধীরে ধীরে বার্থ হইতে মেঝের উপর অবতরণ করিয়া, মুক্ত বাতায়নের নিকট গিয়া গঙ্গা-সাগর সঙ্গমের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথের মানস-নয়নে তরুণী মিংচুর অনবদ্য মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। সে অনন্যমনা হইয়া, মিংচুর প্রত্যেকটি কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে বিদায় লইবার সময় মিংচু তাহার দু'খানি হাত নিজের

কুসুম-পেলব কোমল হাত দু'খানির ভিতর ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে বলিয়াছিল, "আজ আমার জীবনের এই সুপ্রভাতে তোমাকে চোখের আড়াল করতেও যেমন বেদনা বোধ করি, তেমনি আমার সঙ্গে স্টীমার-পিক্‌নিকে যাবে শুনেও স্থির হতে পারছি না। বল, সর্বদা সতর্ক থাকবে? কোন লোকজনের সঙ্গে বিবাদের হেতু থাক্‌লেও, তুমি বিবাদ করবে না?"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, "আমি চলেছি, মিংচু, পিকনিক-জাহাজে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। তবে ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ —এসব হবে কেন?"

মিংচু বলিয়াছিল, "দেখ, আমাদের বিবাহের পর সর্দার হয় তো ছেড়ে দেবেন না আমাকে। আর আমি যখন এগ্রিমেণ্টে সই করেছি, তখন, এবং তা ছাড়া অন্যান্য কারণে আমার পক্ষে সর্দারকে ছেড়ে দেওয়া..."

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, " 'তা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপার' কি আছে, মিংচু?"

মিংচু কাতর স্বরে বলিয়াছিল, "দোহাই তোমার, আমাকে ও প্রশ্ন ক'রো না। কারণ আমি জানি না। আমার বাপির সঙ্গে, সর্দারের কি সব বন্দোবস্ত হয়েছিল, আমাকে কিছু বলেন নি।"

ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, "তোমার বাপিকে টেলি পাঠিয়ে আমি অবিলম্বে এখানে যদি আসবার জন্য অনুরোধ করি, মিংচু?"

মিংচু কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিল, "না, না, ইন্দ্র, তুমি বাপিকে টেলি ক'রো না। বাপি বৃদ্ধ হয়েছেন, তা' ছাড়া তাঁর ভ্রমণের শক্তি আর নেই। কতদিন যে আর তিনি জীবিত থাকবেন, একমাত্র ভগবানই জানেন। শুধু তাঁর জন্যই আমি এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, ইন্দ্র। তাঁর আর কোন উপায়ই নেই।"

ইন্দ্রনাথ গাঢ় স্বরে বলিয়াছিল, "তুমি কি ভাব, মিংচু, তোমার পিতা,

যিনি আমারও পিতৃস্থানীয়, তাঁর কোনরূপ অভাব অভিযোগ অপূর্ণ রেখে দেব ? বেশ ত আমাদের বিবাহের পর, আমরা দু'জনে মিলে চীন দেশে গিয়ে, তাঁকে সযত্নে কলিকাতায় নিয়ে আসব।"

মিংচু অসাবধান মুহূর্তে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "তা' যদি সম্ভবপর হ'ত, ইন্দ্র!"

ইন্দ্রনাথ সচকিত হইয়া বলিয়াছিল, "কেন সম্ভবপর হবে না মিংচু ?"

ইন্দ্রনাথের বারবার প্রশ্নেও মিংচু কোন উত্তর দেয় নাই। ইন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল, এমন কি সে গোপন রহস্য যা মিংচুর পিতাকে বেষ্টন করিয়া জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তাহাকে সমাধান করিতেই হইবে।

ইন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে অর্ধ-ঘণ্টা বাজিবার শব্দ হইলে, সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সহসা তাহার দৃষ্টি কেবিন-দ্বারের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, সে দেখিল, অতি নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল উপর দিকে উঠিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার সর্বদেহ লৌহ-কঠিন হইয়া গেল। সে রুদ্ধ-প্রায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতায়নের নিকট হইতে কেবিন-দ্বারের অব্যবহিত কোণে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গল মুক্ত হইয়া গেল। কেবিনের ভিতর চন্দ্রালোকে দৃশ্যমান কেবিন-দ্বারটি ধীরে ধীরে ভিতর দিকে মুক্ত হইয়া যাইতে লাগিল। অর্ধেক পরিমাণ দ্বার মুক্ত হইলে, ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ-ধার ভোজালি হস্তে বীভৎস-দর্শন একজন লোক প্রবেশ করিয়াই ইন্দ্রনাথের শয্যার উপর ক্রুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল। একটি আঘাতের শব্দ উত্থিত হইল।

ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতেছিল। উদ্যত ভোজালি শূন্য শয্যার উপর সবেগে পড়িবার পর, সে আততায়ীর পৃষ্ঠদেশে এক প্রচণ্ড পদাঘাত

করিলে, সে ছিটকাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল এবং পর মুহূর্তে উঠিয়া ভোজালি লইয়া ইন্দ্রনাথের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হইল।

কেবিনের স্বল্প পরিসর স্থানের উপর, দুইটি দুর্দান্ত ব্যাঘ্র যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ কেবিনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উভয়েই নীরবে আক্রমণ করিলেও, তাহাদের পদশব্দে অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সহসা ডাঃ জেন, চেং, সুং প্রভৃতি কয়েকজন চীনা সেখানে উপস্থিত হইল। ডাঃ জেন চিৎকার করিয়া কহিল, "সাবধান, মিঃ বোস। হুঁশিয়ার!" বলিতে বলিতে সে ইন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার অভিনয় করিয়া তাহাকে রেলিংয়ের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আপনি দাঁড়িয়ে দেখুন, ডাঃ জেন, আমি শয়তানকে শেষ করে দিচ্ছি।" বলিতে বলিতে সে অপরিচিত ব্যক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী ছিটকাইয়া রেলিংয়ের উপর দিয়া সমুদ্রের ভিতর পড়িয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ সক্রোধে কহিল, "শয়তানকে পালাতে দেওয়া হবে না। আমি ওকে হয় গ্রেপ্তার নয় হত্যা করব। বলিয়াই পোশাকের নীচে কষ্টিউম পরিহিত ইন্দ্রনাথ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল এবং পুনশ্চ জলের ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এমন সময়ে ডাঃ জেন রেলিংয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ জলে বোট নামাইবার আদেশ দিয়া কহিল, "বোট নামাও, চারজন বোটে যাও। শয়তানকে জীবিত অথবা মৃত দেহে আনা চাই-ই। যাও!"

সঙ্গে সঙ্গে বোট নামানো হইল। চারজন চীনা চন্দ্রালোকে অপরিচিত আক্রমণ-কারীকে ধরিবার জন্য সবেগে দাঁড় টানিতে লাগিল।

সন্তরণ-দক্ষ ইন্দ্রনাথ মৎস্যের মত অবলীলাক্রমে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। শুধু দস্যুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছিল। সহসা দস্যু রবার-কেস হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ফায়ার করিল।

সঙ্গে সঙ্গে রবার-কেসে লুক্কায়িত ইন্দ্রনাথের রিভলভারও গর্জন করিয়া উঠিল। সে ডব সাঁতার দিয়া আততায়ীর লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিল।

এদিকে ডাঃ জেন তাহার অনুচরদের ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া মোটর-বোট নামাইবার জন্য আদেশ দিল এবং অন্যতম প্রধান সহকারী চেং-কে মোটর-বোট চালনায় দক্ষ জানিয়া, তাহার অধীনে চারজন রিভলভার-ধারী অনুচরকে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া কহিল, "শোন, চেং, আমাদের মর্যাদা, আমাদের নিরাপত্তা, এমন কি আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, শয়তানকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেপ্তার ক'রে এখানে আনার ওপর, যাও!"

ডাঃ জেনের অনুচরগণ মোটর-বোট চালনা করিবামাত্র, অপরদিকে একটি মোটর-বোট যেন সমুদ্র হইতে ভাসিয়া উঠিয়া, ইন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। মোটর-বোট হইতে রিভলভার ফায়ারের প্রত্যুত্তর দান করিলে, যে বোটটি ইন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতেছিল, সেই বোটের আততায়ী চারজন ভয় পাইয়া বোটের মুখ ঘুরাইয়া দিয়া জাহাজের দিকে ফিরিয়া চলিল।

ইন্দ্রনাথ পুলিস মোটর-বোটে আরোহণ করিয়া কহিল, "শয়তানেরা মোটর-বোট ছেড়েচে। আমার হাতে স্টিয়ারিং দাও, ব্রাদার। আমি ওদের মোটর-বোট রেস দেখিয়ে দিই।"

মিঃ ঘোষাল প্রেরিত মোটর-বোটে দুইজন রাইফেল-ধারী পুলিস ও বোট-চালক ছিল। ইন্দ্রনাথকে দেখাইয়া তাহাদের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যেন তাহারা ইন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি আদেশ মান্য করিয়া চলে।

দস্যু চেং-চালিত মোটর-বোট অপরিচিত দস্যুটি রিভলভার দেখাইয়া অধিকার করিল ও ক্রমশঃ সম্মুখ দিকে পুলিস-বোটের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। রাইফেল-ধারী পুলিসদ্বয়কে বসিবার জন্য আদেশ দিয়া ইন্দ্রনাথ মোটর-বোট ছাড়িয়া দিল। ইন্দ্রনাথের হস্তে মোটর-বোট যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল এবং উল্কা বেগে সম্মুখ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

সহসা একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ চন্দ্রদেবকে আবরিত করিয়া ফেলিলে, সমুদ্র-বক্ষে অমানিশার অন্ধকার নামিয়া আসিল।

ডাঃ জেনের উভয় বোটই সম্মুখ দিকে হেড্ ল্যাম্পের তীব্র-শক্তি-আলো নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার জন্য অনুসরণ করিতে লাগিল।

অপরিচিত দস্যু অধিকৃত বোট যখনই ইন্দ্রনাথের ফায়ারিং-রেঞ্জের ভিতর উপস্থিত হইতে লাগিল, তখনই দস্যুগণ ফায়ার করিতে লাগিল এবং পুলিস-সান্ত্রী দুইজন তাহার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল।

অন্ধকার রাত্রে কম্পাস-যন্ত্রহীন মোটর-বোটের পক্ষে সমুদ্রের উপর দিক-নির্ণয় করা আদৌ সহজ-সাধ্য ব্যাপার ছিল না।

এক সময়ে ইন্দ্রনাথ বুঝিল যে, সে ভুল পথে বোট চালাইয়া যাইতেছে। সে তাহার রেডিয়াম রিষ্ট-ওয়াচ দেখিয়া বুঝিল, রাত্রি চারিটা বাজিতে মাত্র দশ মিনিট সময় অবশিষ্ট আছে। সে পুলিস-চালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কোথায় এসেছি, বলতে পারেন?"

পুলিস-চালক কহিল, "পারি, স্যর। আমরা ডায়মণ্ড হারবার নদী-মুখে প্রবেশ করেছি।"

"অনুসরণকারীরা কত দূরে?" ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল।

"আমাদের নদী-মোহানায় প্রবেশ করতে দেখে, তা'রা ফিরে গেছে।" চালক উত্তর দিল।

ইন্দ্রনাথ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আপনি বন্দরের নদী-পথ চেনেন?"

"চিনি, স্যর।" চালক সম্ভ্রমপূর্ণ-কণ্ঠে উত্তর দিল।

"বেশ। আপনি স্টিয়ারিং নিন। আমাকে ডায়মণ্ড হারবারে নামিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যান।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

"কিন্তু, স্যর, আপনার পরিধানে সুইমিং-কষ্টিউম (Swimming

Costume) ছাড়া আর কিছু নেই যে। সে ক্ষেত্রে......" এই বলিয়া চালক নীরব হইল।

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমার কোমরের সঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ থলেতে করে এক প্রস্থ পোশাক এনেছি। আসুন, আপনি স্টিয়ারিং নিন।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী ও স্লিপার বাহির করিয়া পোশাক পরিবর্তন করিল।

অল্প সময় পরে, মোটর-বোট যখন বন্দরে লাগিল, তখন ভোরের আলো পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চালক ও পুলিস-সান্ত্রীদ্বয়কে ধন্যবাদ দিল ও তাহাদের ব্রেকফাস্ট করিবার জন্য কয়েকখানি নোট হাতে গুঁজিয়া দিয়া মোটর-বোট হইতে অবতরণ করিল ও স্টেশনের দিকে গমন করিতে লাগিল।

(২০)

সেদিন বেলা ৯টার সময় কলিকাতায় ফিরিয়া, ইন্দ্রনাথ স্টেশন হইতে একটি ট্যাক্সি করিয়া, বন্ধু মিঃ ঘোষালের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি সাতিশয় গম্ভীর মুখে ড্রইংরুমে বসিয়া কাহাকেও ফোন করিতেছেন। সহসা ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া, রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিলেন, "এই যে ফিরেছ? ভাবছিলাম, আবার তোমার জন্য না, বে-অব-বেঙ্গল তোলপাড় করতে হয়। এস, বস।"

ইন্দ্রনাথ না বসিয়া কহিল, "ফোন কর তুমি। আমি বৌঠানের সঙ্গে দেখা করে এক কাপ কফির চেষ্টা দেখি।"

মিঃ ঘোষাল, দ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, "আরে পাগল হয়েছ, তুমি? একবার তিনি তোমাকে আয়ত্তে পেলে, আমার আর কোন আশা থাকবে না। বস, আমি কফি আনাচ্ছি। পাগল! বলে কি না......"

তারের অপর প্রান্তে কথোপকথনে রত ব্যক্তি ক্ষুব্ধ-স্বরে কহিল, “বার বার পাগল বলছেন কেন, আমাকে? আর কি সব আবোল-তাবোল……”

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “আরে, না, না, আপনাকে বলছি না। বলছি, আমার একটি এ্যাসাইলাম ফেরৎ বন্ধুকে। না, না, মনে কিছু করবেন না। হাঁ শুনুন।” এই বলিয়া তিনি নতস্বরে কিছু সময় কথা বলিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন এবং ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “এইবার বল?”

“আগে কফি।” ইন্দ্রনাথ গম্ভীর-স্বরে কহিল।

“আচ্ছা, দেখচি।” এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে, মিঃ ঘোষাল প্রত্যাবর্তন করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, “বরাত জোর হে, ইন্দ্র। তোমার বৌঠান এখন পর্যন্ত নাক-ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।”

“এখনও ঘুমুচ্ছেন?” ইন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিল।

“সারা রাত্রি আমার জ্বালায় নাকি, নাক ডাক্‌লেও ঘুমুতে পারেন নি। তাই প্রভাতে সেটা পুষিয়ে নিচ্ছেন।” এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “একটা মোক্ষম সত্য আবিষ্কার করেছি। আমাদের মত যে-সব পুলিস-অফিসার চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের বিবাহ করা উচিত নয়। তুমিও ত তাই বল?”

“আমি কিছুই বলি না। এই যে কফি এসেছে।” বলিতে বলিতে একজন ভৃত্যের হাত হইতে কফি-কাপটি লইয়া নীরবে পান করিতে লাগিল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “চেহারা দেখে অনুমান করতে ‘শার্লক হোম্‌স্‌’

হতে হয় না যে, গতরাত্রি তোমার অনিদ্রায় ও দৈহিক-পরিশ্রমে অতি-বাহিত হয়েছে।"

ইন্দ্রনাথ শূন্য কাপটি নামাইয়া রাখিয়া সিগারেট কেস বাহির করিয়া বন্ধুকে একটি দিয়া স্বয়ং একটি সিগারেট ধরাইল এবং নীরবে এক মিনিট-কাল ধূম-পান করিয়া, ধীরে ধীরে গত রাত্রির সকল কাহিনী বিবৃত করিল।

"মিঃ ঘোষালের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি ঠিক জান যে, মিঃ চ্যাংসার অনুচরেরা তোমাকে হত্যা করবার জন্য অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দেয় নি ?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "ঠিক জানার অর্থ-ই ত তোমাদের কাছে, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা ? না, ভাই ঘোষাল, আমি ঠিক জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি কদাকার-দর্শন এক দস্যু রাত্রি আড়াইটার সময় আমাকে হত্যা করবার জন্য একটি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ-ধারযুক্ত ভোজালি দিয়ে আমার শূন্য শয্যাকে বিদ্ধ করেছিল। তারপর সাধারণ মোটর-বোটে আততায়ী আমাকে ধরবার ও হত্যা করবার জন্য আমার পিছনে ধাবিত হয়েছিল ও ফায়ার করেছিল আমার দিকে এবং সর্বশেষে মোটর-বোট রেস আরম্ভ করে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ অবধি এসে ভদ্রলোকেরা ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সময়ে তোমার প্রেরিত মোটর-বোটের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, বন্ধু।" এই বলিয়া সে উঠিতে উদ্যত হইল।

মিঃ ঘোষাল বাধা দিয়া কহিলেন, "কি পাগলামি করছ, ইন্দ্র ? বস। এরূপ গুরুতর ব্যাপার যে ঘটবে, আমি কল্পনা করতেও পারিনি। আচ্ছা, এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ জাহাজের অন্য কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গল না ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, সত্যেন। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন নিস্তব্ধতার ভিতর ঘটেছিল যে, এতটুকুও হৈ চৈ হয় নি।"

"আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য ব্যাপার, ইন্দ্র।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "এখন আমাদের কি কর্তব্য, ইন্দ্র ?"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "কিছুই না, বন্ধু। কারণ বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে ডাঃ জেন অথবা তা'র অনুচরদের গ্রেপ্তার করাও যাবে না, আর গেলেও, তাদের সাজা দেওয়াতে পারবে না। উপরন্তু তোমরা হাস্যাস্পদ এবং মোটা অঙ্কের ক্ষতি-পূরণের জন্য দায়ী হবে।"

"তবে ?" মিঃ ঘোষাল হতাশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আচ্ছা, বল, ঝুনঝুনওয়ালা ফিরেছে ?"

"না, না, হতভাগার কোন পাত্তা নেই। আমাদের পুলিস আধ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্তও ঝুনঝুনওয়ালার দেখা পায় নি।"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর, সত্যেন। ঝুনঝুনওয়ালার মত একটি নির্বোধও অজ্ঞাতবাসে চলে গেল। তার ওপর আমার মত হতভাগাকে একাধিক বার আক্রমণের কথা না হয় ছেড়ে দাও, এতগুলি ঘটনা মাত্র কয়েকটি দিনের ভিতর ঘটে গেল। নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তার বিষয়, সত্যেন।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "চিন্তাই ত এখন একমাত্র কাজ হয়েছে, ইন্দ্র। হাঁ, শোন, আমাদের চীফ, অর্থাৎ কমিশনার সাহেব একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁকে তোমার সব কথা বলেছি। তিনি অনুরোধ করেছেন যে, আজ অপরাহ্নে চারটের সময় যদি সময় করতে পার, তবে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'র। যাবে ত ?"

ইন্দ্রনাথ চিন্তিত-স্বরে কহিল, "বেশ, যাব। কিন্তু আমি যা করছি, তার বেশী আর কি করতে পারব, জানি না। আচ্ছা, আমি এখন উঠি, ভাই। একবার মিংচুর সঙ্গে দেখা না করলে, সে সাতিশয় উতলা হয়ে উঠবে।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন বাধা আসিবার পূর্বে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "এই, তোর মা উঠেছেন ?"

ভৃত্য বিনীত-কণ্ঠে কহিল, "তিনি পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন, হুজুর।"

মিঃ ঘোষাল র‍্যাক হইতে তাঁহার টুপি তুলিয়া লইয়া ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোর মা যদি আমাকে খোঁজেন, বলবি, আমি একটা খুন-কেসের তদারক করতে গেছি। দুপুরে খেতে আসবার সময় পাব না।" বলিতে বলিতে তিনি বাড়ীর ফটকের নিকট আসিয়া অপেক্ষমাণ মোটর-সাইকেলে আরোহণ করিয়া, যাত্রা করিলেন।

মিঃ ঘোষাল অফিসে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন, উলুবেড়িয়ার পুলিস একটি মাড়োয়ারীর মৃত-দেহ জোয়ারের সময় গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে দেখিয়া, তুলিয়া আনিয়াছে। তাহারা মৃতদেহটি নিরুদ্দিষ্ট ঝুনঝুনওয়ালার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে এবং লাশ সম্বন্ধে আদেশ চাহিয়াছে।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?"

কর্মচারী কহিল, "ঝুনঝুনওয়ালার পুত্রকে অবিলম্বে উলুবেড়িয়া যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। লাশ সনাক্ত হবার পরে, কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য, উলুবেড়িয়া পুলিসকে জানানো হয়েছে, স্যর।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "যাক্, দুর্ভাবনা গেল।"

পুলিস কেরানী কহিল, "আপনি অফিসে উপস্থিত হওয়া মাত্র চীফ্ দেখা করবার জন্য আদেশ পাঠিয়েছেন, স্যর।"

মিঃ ঘোষাল একটি সিগারেট ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি হাতের সিগারেট পুনশ্চ কেসের ভিতর রাখিয়া দ্রুতপদে কমিশনারের অফিস অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অন্যদিকে মিংচুর হোটেলের সম্মুখে একটি ট্যাক্সি হইতে ইন্দ্রনাথ

অবতরণ করিল এবং ড্রাইভারকে ভাড়া ও বকশিশ দিয়া বিদায় করিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া, দ্বার ঠেলিয়া মিংচুর ফ্ল্যাটের ভিতর প্রবেশ করিল। সে মিংচুকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন সংবাদ না দিয়াই ড্রইংরুমের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সারা চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে দেখিল, একটি কৌচের উপর বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া অসামান্যা তরুণী মেয়ে মিংচু ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত-কয়েক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মিংচুর পার্শ্বে অপর একখানি কৌচের উপর বসিয়া শান্ত-কণ্ঠে ডাকিল, "মিংচু! একি মিংচু, তুমি কাঁদছ?"

মিংচু চমকিত হইয়া কৌচের উপর সোজা হইয়া বসিল। সে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস হইতেছিল না যে, ইন্দ্রনাথ তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না, মিংচু?"

মিংচু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া কহিল, "আঃ! এসেছ, তুমি এসেছ!"

ইন্দ্রনাথ রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "কেন, মিংচু তুমি কি ভয় পেয়েছিলে যে, আমি ফিরে আসব না?"

মিংচু প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দ্রুত-হস্তে মুখ-চোখের অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "এক মিনিট আমাকে মার্জনা করো, তোমার জন্য কফি তৈরি করতে বলে আসি।" কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিংচু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, 'তবে কি মিংচু সন্দেহ করিয়াছিল যে, আমার প্রতি মারাত্মক আক্রমণ করা হইবে? কিন্তু কৈ, সে ত যাত্রার পূর্বে আমাকে কোন কথাই পরিষ্কার করিয়া বলে নাই? শুধু নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু কোন হেতুই সে আমাকে বলে নাই। কিন্তু কি গভীর রহস্য মিংচুকে ঘিরিয়া আলোড়িত হইতেছে?'

এমন সময়ে হাস্যমুখে শিশির-ধোয়া প্রভাতের ফুলের মত তরুণী মিংচু এক কাপ কফি লইয়া ড্রইং-রুমে ফিরিয়া আসিল। সে কফি-কাপটি ইন্দ্রনাথের সম্মুখে একটি টিপয়ের উপর রাখিয়া কহিল, "অপেক্ষা কর, বন্ধু।" এই বলিয়া সে দ্বারের দিকে চাহিয়া অনত্যুচ্চ-স্বরে কহিল, "নিয়ে আয়, সুবাস।"

রাঁধুনী-পরিচারিকা সুবাসী অপর একটি কাপ এবং দুই প্লেট কেক লইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিংচু কহিল, "এইবার সুরু হোক, বন্ধু!" এই বলিয়া সে এক টুকরা কেক্ মুখে দিয়া কহিল, "তারপর, পিক্‌নিক কেমন হ'ল, ইন্দ্র?" প্রশ্ন করিয়াই সে উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "চমৎকার! বেশ উপভোগ করা গেছে, মিংচু।"

মিংচু সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "সর্দার যেতে পারেন নি, সেজন্য......"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, কোন অসুবিধা হয় নি, মিংচু। তবে, ডাঃ জেনই সব বললেন, আমি শুন্‌লাম। কিন্তু কোন পক্ষেই এক মত হতে পারল না হাঁ, সদাশয় ভদ্রলোক, ডাঃ জেন। কত আদর, যত্ন আমোদ-প্রমোদের ভিতর ডুবিয়ে রেখেছিলেন আমাকে! সত্যই চমৎকার ব্যক্তি, মিংচু।"

মিংচু সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "তুমি বিদ্রূপ করছ, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, মিংচু, না। আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি নি। তিনি সর্দারের অভিমত পুনরায় বিবেচনা করাতে চেষ্টা করবেন, আমাকে কথা দিয়েছেন। আহা, বেচারী ডাঃ জেন!"

মিংচু কাতর স্বরে কহিল, "এসব তুমি কি বলছ, ইন্দ্র? দয়া ক'রে সব কথা আমাকে বল্‌বে না?"

ইন্দ্রনাথের রহস্য করিবার ইচ্ছা নিঃশেষে নির্মূল হইয়া গেল। সে হাস্যমুখে কহিল, "তুমি কি ছেলেমানুষ, মিংচু! এতটুকু রহস্যও সহ্য করতে পারো না? না, না, আমি তোমার সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার এতটুকু হেতুও পাই নি, মিংচু!"

মিংচু কহিল, "তোমাকে এমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে কেন, ইন্দ্র?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "প্রায় সারারাত্রি অনিদ্রায় উত্তেজনার ভিতর কাটালে মানুষকে কি সজীব মনে হয়, মিংচু? আমি শুধু তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবার উদ্দেশ্যে সোজা এখানে চলে এসেছি! বাড়ীতে গিয়ে স্নানাদি সেরে একটু ঘুমিয়ে নিলেই সব কিছু ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হ'য়ে যাবে। হাঁ, মিংচু, এইবার বল, তুমি কাঁদছিলে কেন?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "বারে! আমি আবার কাঁদলাম কখন?"

ইন্দ্রনাথ গাঢ় স্বরে কহিল, "বল, মিংচু?"

মিংচু কহিল, "বল, কেন তুমি চুপি চুপি এসে, আমার গোপন খবর জেনে নিলে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "তোমাকে বিস্মিত করবার জন্য, মিংচু।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমাকে তোমার ব্যথা-বেদনার অংশ দেবে না?"

মিংচু ক্ষণকাল নীরবে নত নেত্রে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে তুমি মার্জনা কর। এ কি, মুখ তুলে চাও, আমার দিকে। এবার বল, আমার মুখে কোন গোপনতার আভাস দেখতে পাচ্ছ? বল, আমাকে কি তোমার বিশ্বাস করতে বাধছে?"

ইন্দ্রনাথ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মিংচুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এই বারটি আমাকে মার্জনা কর, মিংচু? আমি আর কখনও তোমাকে পীড়ন করব না।"

মিংচু স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "না, ইন্দ্র, পীড়ন নয়। আমার সারা মন আনন্দে উথলে ওঠে, তোমার দাবি শুনে। শুধু শুনে রাখ, আমার গোপনতা নিয়ে তোমার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করব না।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমি এখন আসি, মিংচু। আবার রাত্রে দেখা হবে!"

মিংচু কহিল, "এস। তুমি বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমিয়ে নাও-গে।"

ইন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেল।

(২১)

ইন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর-মুহূর্তে, মিংচু তাহার গ্রামোফোনে দম দিয়া একখানি বাঙ্‌লা রেকর্ড চাপাইয়া দিল এবং রেকর্ডের সহিত গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিল।

সুবাসী উকি দিয়া দেখিয়া, ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ওমা, বাবু যে চলে গেছেন! তবে কা'কে আপনি গান শোনাচ্ছেন, দিদিমণি?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "নিজেকে রে মুখপুড়ি, নিজেকে। মানুষ নিজেকে যত ভালবাসে তা'র বেশী আর কারুকেই বাসতে পারে না; তা'ই আমি......"

মিংচুর কথা অসমাপ্ত রহিল। দ্বার-পার্শ্বে রক্ষিত, বাহির হইতে সংযুক্ত, আহ্বান জ্ঞাপক ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

সুবাসী কহিল, "কে এল, আমি দেখছি, দিদিমণি।" এই বলিয়া সে ফ্ল্যাটের বহির্দ্বার মুক্ত করিয়াই, সভয়ে দুই-পা পিছাইয়া আসিল। দেখিল, তাহার কর্ত্রীর চীনা সর্দার স্বয়ং দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সর্দার কহিল, "মিংচু কোথায়? তা'র কাছে আমাকে নিয়ে চল।" এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিবার সময় কহিল, "এই যে, মিংচু। মিস্টার বোস এসেছিলেন?"

মিংচু ভীত-কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, এসেছিলেন। এইমাত্র চলে গেলেন।"

সর্দার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে মিংচুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে কহিল, "এসেছিলেন!" বলিতে বলিতে একটি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া, পুনশ্চ কহিল, "কি বলে গেলেন তিনি, মিংচু?"

মিংচু হাস্যমুখে কহিল, "ডাঃ জেনের খুব প্রশংসা করছিলেন। তবে সারা রাত্রি জেগে, গান শুনে, নৃত্য দেখে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ব'লে, বিশ্রাম করবার জন্য চলে গেলেন।"

মিংচু কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "জাহাজে কি কোন গোলযোগ হয়েছিল, সর্দার?"

সর্দার ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিল, "কেন, মিষ্টার বোস কি কিছু বলছিলেন?"

"না, তিনি কোন কথাই বলেন নি, সর্দার। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে…"

মিংচুকে বাধা দিয়া সর্দার হাসিয়া উঠিল। সে ব্যঙ্গ-স্বরে কহিল, "ওঃহো, মুখ দেখে! শোন, মিংচু, আমি এখন পর্যন্ত সুস্থ হতে পারি নি। মিঃ বোসকে বিবাহ করতে হলে অবিলম্বে তাঁকে আমার দলে যোগ দিতে

সম্মত করাতে হবে। না পার, তবে আমি আর বেশী দিন তোমাকে তাঁর সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেশবার সুযোগ দিতে পারব না।"

মিংচু এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি চেষ্টা করব, সর্দার।"

"শুধু ও-চেষ্টা নয়, মিংচু।" সর্দার গম্ভীর-স্বরে কহিল, "তোমার সম্মুখে আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। শুধু এই একমাত্র শর্তে আমি তোমাদের বিবাহে সম্মত হতে পারি।"

মিংচু কিছু বলিতে উদ্যত হইলে সর্দার পুনশ্চ কহিল, "মিঃ বোসের বাড়ীর ঠিকানা জান, মিংচু?"

মিংচু শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "বালীগঞ্জে, সর্দার। কিন্তু আমি·····"

বাধা দিয়া সর্দার কহিল, "বাড়ীর নম্বর, অথবা রাস্তার নাম জানো না, না? উত্তম। আমি জেনে নেব, মিংচু।" এই বলিয়াই সে ফ্ল্যাট হইতে বাহির হইয়া গেল।

সর্দার বাহির হইয়া যাইবামাত্র মিংচুর টেলিফোন বাজিতে লাগিল। মিংচু কহিল, "হ্যালো! কে? মিষ্টার ঘোষাল? হাঁ, বলুন।"

তারের অপর প্রান্ত হইতে মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "মিংচু দেবী, নমস্কার। হাঁ। শুনুন, বাঁদরটা ওখানে আছে?"

মিংচু বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কে আছে, মিঃ ঘোষাল?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বুঝতে পারলেন না? আমার বন্ধু, শ্রীমান ইন্দ্রনাথ ওখানে আছে?"

মিংচু মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "না, তিনি বহুক্ষণ পূর্বে চলে গেছেন। খুব সম্ভব বালীগঞ্জের তাঁর নূতন বাড়ীতে গেছেন।"

মিঃ ঘোষাল দুর্বোধ্য-স্বরে যাহা বলিলেন, তাহা মিংচু বুঝিতে না পারিয়া,

কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল, মিঃ ঘোষাল সংযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। সে রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

ইন্দ্রনাথ তাহার নূতন বাস-ভবনে আসিয়া স্নানাদি-পর্ব শেষ করিয়া, কিছু আহার করিল এবং সারারাত্রি অনিদ্রা জনিত ক্লান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিল।

শয়ন করিবামাত্র ইন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে টেলিফোন বাজিবার শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে বিরক্ত-মনে রিসিভার কানে দিয়া কহিল, "হ্যালো, কি চাই ? এ্যাঁ, মিংচু ? বল, কি হয়েচে, মিংচু ?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে মিংচু কহিল, "এইমাত্র মিঃ ঘোষাল ফোন করছিলেন, তুমি আমার বাড়ীতে আছ কি-না জানতে। তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল যে, খুব জরুরী প্রয়োজন তাঁর।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "সর্বনাশ! তা'হলে নিশ্চয়ই সে এখানে ছুটে আসছে, মিংচু। চাকরটাকে বলে রাখি যে, সত্যেন এলে, সে যেন বলে, আমি বাড়ীতে নেই।"

"সাধে আর তোমাকে কলেজে পড়বার সময় বাঁদর বল্‌তাম, ইন্দ্র? নাও রিসিভার নামিয়ে রাখ।" এই বলিয়া হতভম্ব-প্রায় ইন্দ্রনাথের হাত হইতে রিসিভার লইয়া কানে দিয়া কহিল, "ধন্যবাদ, মিংচু দেবী। আমি বাঁদরটাকে গ্রেপ্তার করেছি।"

মিংচু মধুর-শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কিন্তু উনি বড়ো ক্লান্ত, মিঃ ঘোষাল। দয়া ক'রে ওঁকে একটু ঘুমোবার সময় দিন।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "দেব, মিংচু দেবী।" এই বলিয়া তিনি রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "দোহাই তোমার, সত্যেন। আমাকে একটু ঘুমুতে দাও, ভাই।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "শোন, মন দিয়ে। ঝুনঝুনওয়ালার মৃতদেহ বুকে ভোজালির ভীষণ আঘাত-সহ জোয়ারের সময় উলুবেড়িয়ার গঙ্গায় পাওয়া গেছে, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে ঘুমের আমেজ নিঃশেষ দূর হইয়া গেল। সে কহিল, "জোয়ারের সময় উলুবেড়িয়ার গঙ্গায় ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "হাঁ, ইন্দ্র। বুকে ভোজালির আঘাত-চিহ্নসহ !"

ইন্দ্রনাথের কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না! সে কহিল, "প্রথম জোয়ারের কত সময় পরে ?"

"প্রায় দুই ঘণ্টা পরে।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

"সর্বনাশ।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "ভাঁটা শেষ হবার অল্প সময় পূর্বে, কেউ যদি ঝুনঝুনওয়ালাকে সমুদ্র সঙ্গম হ'তে অল্পদূর বাহির সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে থাকে, তবে সেই লাশ দুই ঘণ্টা জোয়ারের বেগে উলুবেড়িয়া অবধিই আসতে পারে।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "পাগলের মত তুমি কি বকছ, ইন্দ্র ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, কিছু না। তবে ভাবছিলাম, এবার তোমার পালা না হয়ে দাঁড়ায়। সতর্ক হও, বন্ধু।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমি সতর্কই আছি। দেখা যাবে, আমার অঙ্গে আঘাত করতে, কে সাহসী হয়। হাঁ, শোন, আজ কি তুমি তোমার বাগদত্তার নাচ দেখতে যাবে ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "হাঁ, যাব। তবে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, বাড়ীতে ফিরে এসে রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় যাত্রা করব। ট্যাক্সি নিয়ে যাব আজ।"

"হেতু ?" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

"জানি না। তবে নূতন মোটরটার দামী চাকার টায়ার-টিউবগুলো

নষ্ট করতে মায়া হচ্ছে, এইটুকু জানাতে পারি, সত্যেন।” এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল।

মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে কহিলেন, “আচ্ছা, কোন কিছুই কি তোমাকে বিমর্ষ করতে পারে না, ইন্দ্র ?”

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, “আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা এই যে, আমি যেন হাসি-মুখে মরতে পারি! মরবার পর মুখে এক টুকরা শান্তি ও তৃপ্তির হাসি ফুটে থাকবে, এ ছাড়া স্বর্গেও আমার লোভ নেই, বন্ধু।”

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “আচ্ছা, আমি এখন আসি, ইন্দ্র। অফিসে আবার দেখা হবে।”

ইন্দ্রনাথ কহিল, “এখন কোথায় চলেছ ?”

“তোমার বৌঠানের আবার একটা নূতন ব্যাধি হয়েছে, ভাই। আমাদের এক বড়ো সাহেবের শ্যালিকা বেড়াতে গিয়েছিলেন, আমার বাড়ীতে। তিনি আমার শয়ন-কক্ষে অলংকার-স্বরূপ-সজ্জিত পিয়ানো দেখে, আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, আপনার কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্টি, আপনি ইচ্ছা করলে, সামান্য সাধনা করলে, অনায়াসে একজন প্রকাণ্ড গায়িকা হ'য়ে যেতে পারবেন। ফলে……”

“হাঁ, ফলে ?” আগ্রহভরে ইন্দ্রনাথ কহিল।

“ফলে প্রাতে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রি চারটের সময় গলা সাধবার সামান্য সাধনার তাড়নায় আমাকে গৃহ-ছাড়া করবার দারুণ চেষ্টা চলেছে। সাধে বলি, বিয়ে ক'রো না, ইন্দ্র। বেশ আছ।”

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, “তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মিসেস্ সামান্য সাধনার কোন প্রয়োজন দেখা দেবে না।”

“না, দেবে না।” মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “আমি ভারতীকে যত বলি, বড় সাহেবের শ্যালিকা তোমাকে ঠাট্টা করেছেন, গিন্নী তত মারমুখো হয়ে

উঠেন। সময়ে সময়ে ভাবি, পুলিস আইনে যদি এমন একটা ধারা থাকত যে, স্বামীর অমতে স্ত্রী গান গাইলে, আর সেই গান স্বামীকে শুনতে বাধ্য করলে, স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা যাবে এবং যে পর্যন্ত না তার গান-রোগ সারে, সে পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা-গারদে রাখা যাবে, তা'হলে আমাদের মত গো-বেচারা স্বামীরা রক্ষা পেত, ভাই।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুত-পদে বাহির হইয়া গেলেন।

(২২)

লালবাজার পুলিস-কমিশনারের চেম্বারে, ইন্দ্রনাথ ও মিঃ ঘোষাল কমিশনারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। কমিশনার সাহেব বলিতেছিলেন, "আপনি যে পূর্বাহ্ণে সন্দেহ করে, মিঃ ঘোষালের সাহায্য নিয়ে পুলিস-মোটর-বোটের বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন, তা'র জন্যই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন, মিঃ বাসু। কিন্তু আমি বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছি। মিঃ চ্যাংসাকে যে কোন রূপে অভিযুক্ত করা যায় না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, মিঃ বাসু।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "নিঃসন্দেহ, স্যর ?"

কমিশনার কহিলেন, "আমি মিঃ ঘোষালের মুখে প্রতিদিন রিপোর্ট শুনে শুনে চীনা-দলটির ওপর প্রভাবিত হ'য়ে পড়েছিলাম। ফলে, আপনারা যখন পিক্‌নিক-জাহাজে বঙ্গোপসাগর যাত্রা করলেন, তখন আমি অভিজ্ঞ অফিসার ও বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অপেরা-তাঁবু অবরোধ করি এবং তাঁবু-কলোনীর প্রত্যেকটি ইঞ্চি পরিমিত স্থান তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করি। কিন্তু এতটুকুও সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি নি।"

ইন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া রহিল। সে কোন কথা বলিল না দেখিয়া, কমিশনার সাহেব পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন "প্রথমতঃ যারা মণ মণ আফিং ও কোকেনের ব্যবসা করছে, যারা দু'জন পুলিস-অফিসারকে হত্যা

করেছে এবং একজন স্পাই ও ঝুনঝুনওয়ালার মত ব্যক্তিদেরও হত্যা করেছে, তাদের বাসস্থান এমন নিরীহ ও শান্ত-ভাবাপন্ন হ'তে পারে না। সুতরাং আমাদের অন্যত্র দৃষ্টি দিতে হবে, মিঃ বাসু।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "হাঁ, স্যর।"

কমিশনার কহিলেন, "শুনলাম, আপনি চীনা-অপেরার শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও তরুণী চীনা-নর্তকীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছেন। সত্য?"

"হাঁ, স্যর, সত্য।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

"মিঃ চ্যাংসা সম্মত হয়েছেন?" কমিশনার প্রশ্ন করিলেন।

"তিনি বিবেচনা করবেন, জানিয়েছেন।" ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি তাঁকে যে-কোন অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি সম্মত হই নি।"

কমিশনার কহিলেন, "আপনার বাগদত্তার অভিমত কি, মিঃ বাসু?"

"কি সম্বন্ধে, স্যর?" ইন্দ্রনাথ কহিল।

"মিঃ চ্যাংসার সম্বন্ধে? এই সব হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে?" কমিশনার প্রশ্ন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তিনি কিছুই শোনেন নি। আমিও শোনাই নি, স্যর। তবে মিঃ চ্যাংসার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যে কি, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহের অবকাশ জন্মেছে, স্যর।"

ইন্দ্রনাথ নীরব হইলে, কমিশনার আগ্রহভরে কহিলেন, "বলুন, মিঃ বাসু?"

"মনে হয়, স্যর, এমন কোন গভীর রহস্যে চ্যাংসা তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, যা আমার শত প্রশ্নেও সমাধান করা যায় নি।" ইন্দ্রনাথ চিন্তান্বিত-স্বরে কহিল।

কমিশনার কহিলেন, "এমন কি রহস্য যে, তিনি আপনাকে জানাতে কুণ্ঠিতা হন ?"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তিনি মনে দুঃখ পাবেন, এমন কোন প্রশ্ন আমি কোন দিনই তাঁকে করব না, স্যর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমাকে জানাবার যোগ্য কোন বিষয় তিনি গোপন রাখবেন না।"

কমিশনারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "প্রত্যেকটি লাভারের মনেই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে থাকে। আচ্ছা, আপনাকে যে বারবার হত্যা করবার জন্য চেষ্টা চলেছে, সে সব কথা আপনি মিংচু দেবীকে বলেছেন ?"

ইন্দ্রনাথ সভয়ে কহিল, "সর্বনাশ! তা' কি আমি তাঁকে জানিয়ে বেদনা দিতে পারি, স্যর ?"

কমিশনার চিন্তিত-মুখে কহিলেন, "যদি পারতেন, তা' হলে অনেক কিছু সমস্যা সহজ হ'যে যেত, মিঃ বাসু।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "কিরূপে, স্যর ?"

কমিশনার হাস্যমুখে কহিলেন, "আমি তা' আপনাকে বল্‌তে পারব না, মিঃ বাসু। নর-নারীর মনে প্রিয়তমের নিদারুণ বিপদের কথা শুনে, কিরূপ স্থানবিশেষে প্রতিক্রিয়ার স্ফূরণ হয়, তা নির্ভর করে বিভিন্ন-মনা ব্যক্তিদের চরিত্রবিকাশের 'পরে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম খাটে না, মিঃ বাসু।"

মিঃ ঘোষাল নীরবে বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "ইন্দ্রনাথকে, বিভাগীয় ঘোষণার কথা……"

কমিশনার সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ, বলি।" এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "মিঃ বাসু, আমরা এই ভয়াল দস্যুদের গ্রেপ্তার করবার জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছি,

আপনি জানেন। বিশেষভাবে আপনার জন্যই তা' করেছি। আপনি ইচ্ছা করলে, অনায়াসে এই পুরস্কার অর্জন করতে পারেন।"

ইন্দ্রনাথ হাস্যমুখে কহিল, "অনায়াসে পারি কি-না জানি না, স্যর। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ঘৃণিত আততায়ীদের যোগ্য পুরস্কার আমি দেওয়াব!"

কমিশনার কহিলেন, "আমি শুনলাম, আপনি বলেছেন যে, মিঃ ঘোষালের জীবনও নিরাপদ নয়। আমি আপনাকে সমর্থন করি। আমি তুইজন শক্তিমান পুলিসকে ঘোষালের ওপর গোপনে সর্বদা দৃষ্টি রাখবার জন্য আদেশ দিয়েছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তা' হলে......"

বাধা দিয়া হাস্যমুখে ইন্দ্রনাথ কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যর। আমার কোন দেহ-রক্ষীর প্রয়োজন নেই।"

কমিশনার কহিলেন, "উত্তম, মিঃ বাসু। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে-কোন সাহায্য আপনি চাইবেন, আমরা অবিলম্বে তা' আপনাকে দেব। গুড্ ডে, মিঃ বাসু!" বলিতে বলিতে তিনি, ইন্দ্রনাথের সহিত করমর্দন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া, মিঃ ঘোষালের সহিত চেম্বারের বাহিরে আসিয়া কহিল, "তুমি কি এখন বাড়ী যাবে, সত্যেন?"

মিঃ ঘোষাল চমকিত হইয়া কহিলেন, "ওরে বাবা! এই আসন্ন সন্ধ্যায়! গিন্নী আমার তাঁর অসামান্য সাধনার গলা সাধতে বসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমি তোমার প্রিয়তমা বাগদত্তার মধুর নূপুর-ধ্বনি শোনবার পর, বাড়ী যাব। তুমি কখন অডিটোরিয়ামে [illegible]ব?"

"সাড়ে সাতটার সময় আমি বাড়ী থেকে বা'র হব।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ পুলিস-অফিসের বাহিরে আসিয়া মোটরে আরোহণ করিল ও মোটর ছাড়িয়া দিল।

মোটর বালীগঞ্জের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রনাথ মোটর গ্যারেজে তুলিয়া দিবার জন্য আদেশ দিল এবং লাফাইতে লাফাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতলের ড্রইং-রুমে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "রামচরণ!"

"হুজুর!" বলিয়া রামচরণ উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রনাথ কহিল, "কেউ এসেছিল?"

"একজন সাহেব এসেছিল, হুজুর।" রামচরণ নিবেদন করিল।

"সাহেব। কি রকম সাহেব?" ইন্দ্রনাথ আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল।

রামচরণ কহিল, "নাক-থ্যাঁদা, ছোট ও গোলাকার চোখ। আমাকে রামচরণ না বলে 'লামচলণ' বলে ডেকেছিল।"

ইন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "চীনা-সাহেব? কি জন্য এসেছিল?"

"হুজুর, সে বললে, 'লামচলণ, তোমাল হুজুলেল ছঙ্গে বিছেই প্রয়োজন আছে।' আমি ভাবলাম, হুজুরের কোন পরিচিত সাহেব, তাই এখানে এনে বসিয়েছিলাম।" রামচরণ নিজের কৃতিত্ব জাহির করিল।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল, "তারপর?"

"কয়েক মিনিট বসে থেকে, আমাকে ডেকে বললে, 'লামচলণ, তোমাল হুজুলেল দেলি হবে। আমি আবাল আছব।' এই বলে সে চলে গেল। আমিও বাঁচলাম, হুজুর। সাহেবের গা থেকে আরশুল্লা আর পচা ইঁদুরের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরুচ্ছিল।" রামচরণ দুইবার বমি করিবার মত কণ্ঠ-শব্দ করিল।

ইন্দ্রনাথ ড্রইংরুমের চারিদিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখিতে না পাইয়া কহিল, "আমার চা আর খাবার নিয়ে আয়, রামচরণ। আমি একটু পরেই বাইরে যাব।"

রামচরণ বাহির হইয়া গেল। ইন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে

একটি কৌচের উপর বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইল এবং চিন্তা করিতে লাগিল।

সহসা কক্ষের ভিতর টিক টিক্ শব্দ শুনিয়া ইন্দ্রনাথ সোজা হইয়া বসিল। ড্রইংরুমের দেওয়াল ঘড়ি যেখানে থাকে, সেখানে ছিল না—সারাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তবে ঘড়ির শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে, দেখিবার জন্য, ইন্দ্রনাথ কক্ষের মেঝের উপর বসিয়া টেবিল ও চেয়ারের তলদেশ পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, একটি টাইম-বোমা টেবিলের নীচে রহিয়াছে।

বোমার সহিত সংযুক্ত ঘড়িটির উপর ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়িল সে আপন রিষ্ট-ওয়াচের সহিত মিলাইয়া দেখিল, বোমাটি বিদীর্ণ হইতে মাত্র দু'টি মিনিট সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ নির্ভীক মনে তৎক্ষণাৎ বোমাটি ঘড়ির সহিত তুলিয়া লইল এবং নব-নির্মিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার পশ্চিম-দিকের পতিত জমির উপর পুষ্করিণীতে বোমাটি নিক্ষেপ করিবার জন্য দ্রুতপদে পশ্চিম দিকের ফ্রেঞ্চ-বাতায়নের নিকটে গিয়া, সবেগে বোমাটি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত বজ্র-পতন হইবার শব্দে বোমাটি ফাটিয়া গেল এবং পুষ্করিণীর পাড়ের উপর একটি তাল-বৃক্ষ সমূলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

বোমা ফাটিবার শব্দে পুষ্করিণীর তীরে ভয়ার্ত্ত জনতার সৃষ্টি হইল।

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ টেলিফোন রিসিভার তুলিয়া লইয়া লালবাজারের সংযোগ লইল এবং মিঃ ঘোষালকে বোমার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন, "অবিলম্বে আমি যাচ্ছি, ইন্দ্র।"

রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিল, ভৃত্য রামচরণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করিতেছে। সে কহিল, "তোমার সেই খাতির করিয়ে এখানে আনা 'লামচলণেল' কাজ এটা, বাবা।

ভবিষ্যতে আর কোন চীনা-সাহেবকে ড্রইংরুমে অথবা শয়ন-কক্ষে নিয়ে আসবে না। বুঝেছ ?"

রামচরণ জড়িত-স্বরে কহিল, "বোমাটা কি এই ঘরে ফেটেছে, হুজুর ?"

"তা' ফাটলে, এতক্ষণ স্বর্গে বসে চা তৈরি করতে, বাবা।" ইন্দ্রনাথ কহিল।

রামচরণ কহিল, "আপনার কথা শুনে বাঁচলাম, হুজুর। স্বর্গেও তা'হলে চা পাওয়া যায় ? আমি চা খেতে পাব না, এই ভয়ে মরতে চাই না, হুজুর। এখন……"

এমন সময়ে ফটকের দারোয়ান আসিয়া কহিল, "এক গাড়ী পুলিস এসেছে, হুজুর।"

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ নিম্নতলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন সার্জেন্ট ও অফিসারের সঙ্গে, মিঃ ঘোষাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে কহিল, "এস, বোমাটা যেখানে ফেটেছে, সেখানে নিয়ে যাই।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বল, ইন্দ্র ?"

"চল, যেতে যেতে বলছি।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ চলিতে চলিতে নত-স্বরে চীনা সাহেবের আগমন ও বোমা বিদীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

উপরোক্ত পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া বোমা বিশারদ অফিসার কিছু সময় পরীক্ষা করিয়া কহিল, "অতিশয় তীব্র-শক্তির বোমা ছিল, মিঃ বাসু। বোমাটা যদি আপনার দ্বিতলের কোন কক্ষে বিদীর্ণ হত, তা'হ'লে আপনার বাড়ীর অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে যেত। ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন!"

ইন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "ভগবানই চিরদিন রক্ষা ক'রে থাকেন, অফিসার।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "চিরকালটাই তুমি একটি 'লাকি ডেভিল', ইন্দ্র! এবারেও চীনা?"

"হাঁ, ব্রাদার! চীনা-হস্তে মৃত্যু আমার বিধিলিপি বোধ হয় নয়। সুতরাং আমি এবার নির্ভয়ে চীনা-মহলে ঘুরে বেড়াতে পারব।" এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "এখানের কাজ ত শেষ হয়েছে? চল, এবার এক সঙ্গে চাইনীজ-ডল-অপেরায় যাই!"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না, ইন্দ্র, আমাকে অফিসে রিপোর্ট দিয়ে যেতে হবে। আমার বেশী দেরি হবে না যদিও।"

অন্যান্য অফিসারেরা অনুসন্ধান-কার্য শেষ করিলেন। ইন্দ্রনাথ কহিল, "তুমি এঁদের পুলিস-মোটরে ছেড়ে দাও, সত্যেন। আমি তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে তাঁবু-অডিটোরিয়ামে যাব।"

"বেশ, তাই হোক!" এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল, অফিসারদের যাইবার জন্য আদেশ দিলেন ও তিনি ইন্দ্রনাথের সহিত তাহার বাড়ী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

উভয়ে ড্রইংরুমে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রনাথ, রামচরণকে আহ্বান করিয়া কহিল, "আমাদের দু'জনের জন্য চা ও জলখাবার নিয়ে আয়, রামচরণ। শীগ্‌গীর নিয়ে আয়, বাবা।"

রামচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "দেখচি, তোমাকে হত্যা না করে, শয়তানেরা নিবৃত্ত হবে না, ইন্দ্র।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "আমিও কিছুতেই ওদের হাতে হত হব না।"

"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, বন্ধু!" এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল, মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি কি সন্দেহ কর, ডাঃ জেনের অন্য কোন স্থানে গুদাম আছে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "মণ মণ, কি টন টন আফিং-এর ব্যবসা করতে হলে, নিশ্চয়ই তা রাখবার উপযুক্ত গুদাম চাই, বন্ধু। হাঁ, ভাল কথা, চীনা-জাহাজটি সার্চ করা হয়েচে?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কোন অজুহাতে, ইন্দ্র? তা' ছাড়া, সার্চ করা না হ'লেও, জাহাজটার ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য দিনে ও রাত্রে ছয় জন অতি দক্ষ স্পাই পাহারায় নিযুক্ত হয়েচে। তা'দের সেই একই রিপোর্ট জাহাজ থেকে একটি লোকও তাঁবুতে যায় নি, আর তাঁবুর কোন লোক জাহাজে আসে নি। জিজ্ঞাসা করি, তবে কি বাতাসে মালের লেন-দেন চলছে, বন্ধু?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার!"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমার অভিমত ক্রমশঃ চীফের অনুকূলে রূপান্তরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা ভুল স্থানে সময় নষ্ট করছি।"

এমন সময়ে রামচরণ একটি বড় ট্রেতে সাজাইয়া উভয়ের জন্য খাবার ও একটি কেট্‌লিতে ভরিয়া গরম চা' ও দু'টি কাপ এবং প্লেট লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে একটি বালক-ভৃত্য দুই গ্লাস জল লইয়া আসিল এবং রামচরণ টেবিলের উপর খাবার সাজাইয়া দিয়া কহিল, "আসুন, হুজুর। খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ ও মিঃ ঘোষাল আহার করিতে বসিলেন। মিঃ ঘোষাল আহার ও চা পান করিয়া কহিলেন, "এইবার চল, ইন্দ্র।"

"চল।" ইন্দ্রনাথ কহিল, "রামচরণ একটা ট্যাক্সি ডেকে দে, বাবা।" এই বলিয়া সে বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিঃ ঘোষালকে তাঁহার অফিসের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিয়া, ইন্দ্রনাথ সহসা কহিল, "শোন, সত্যেন, আমি তোমাকে বলতে ভুলেছিলাম, আজ রাত্রে মিংচু নাচবে না। আজ তার বিশ্রামের দিন।"

মিঃ ঘোষাল ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন, "তা' হ'লে, তুমি আর ওখানে যাবে না?"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়ই যাব। আজই ত আমার অনুসন্ধানের সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ।" এই বলিয়া সে একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া, পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু তুমি আর যাচ্ছ না, কেমন?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না। যাব। তবে মিংচু দেবীর নৃত্যই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। তাই যখন দেখতে পাব না, তখন যে-কোন সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "বেশ! হাঁ, শোন, আমি কি তোমার অফিস থেকে একটা ফোন্ করবার সুযোগ পাব?"

"নিশ্চয়ই পাবে, এস।" মিঃ ঘোষাল অগ্রবর্তী হইলেন।

ইন্দ্রনাথ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মিঃ ঘোষালের সহিত তাঁহার অফিসে প্রবেশ করিলেন মিঃ ঘোষাল ইন্দ্রনাথকে টেলিফোন দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "ঐ রয়েছে, করো-গে।"

ইন্দ্রনাথ একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল এবং মিংচুর ফ্ল্যাটের সহিত সংযোগ লইয়া কহিল, "হ্যালো, কে, মিংচু? আমি ইন্দ্রনাথ। শোন......"

তারের অপর প্রান্ত হইতে, তরুণী মিংচু স্বস্তি ভরা স্বরে কহিল, "কে, ইন্দ্র, তুমি? বা-ব্বা, আমি তোমার বাড়ীতে এই মাত্র ফোন করেছিলাম। বললে, তুমি এই মাত্র বেরিয়ে গেছ। দ্যাখ, শোন, তুমি এখনি একটিবার আমার কাছে আসতে পারবে?"

ইন্দ্রনাথ মিংচুর কাতরতা-ভরা স্বর শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, মিংচু? আমি যে একটু জরুরী কাজে......"

বাধা দিয়া মিংচু কহিল, "তবে, কত দেরি হবে?"

ইন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখিয়া, সময়-হিসাব করিয়া কহিল, "আমি রাত্রি সাড়ে-দশটার সময় তোমার কাছে যাব, মিংচু। কিন্তু কেন, বল ত ?"

মিংচু কাতর স্বরে কহিল, "আমি ফোনে তা বলতে পারব না, ইন্দ্র। তুমি যে প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে, দুঃখ পেয়েছ, আমি আজ কোন কিছু গোপন না করে, সব কথা তোমাকে জানাব। তা'তে যদি আমার সর্বনাশও হয়, হবে ইন্দ্র। আমি আজ......"

বাধা দিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, "অস্থির হয়ো না, মিংচু। যে-কথা বলতে তুমি দুঃখ পাবে, তেমন কথা আমি শুনতে চাই না, মিংচু।"

মিংচু আকুল স্বরে কহিল, "ওগো, না, না। তুমি আমাকে বাধা দিতে পাবে না। আমাকে......"

ইন্দ্রনাথ দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "শোন, শান্ত হও মিংচু। আমি ঠিক সাড়ে-দশটার সময় তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হব।" এই বলিয়া সে রিসিভার নামাইয়া রাখিল এবং মিঃ ঘোষালের নিকট গিয়া কহিল, "আমাকে তুমি অডিটোরিয়ামে দেখতে পাবে। যদি না পাও, তবে আমাকে মিংচুর বাড়ীতে নিশ্চয়ই পাবে, সত্যেন।"

"অ-রাইট, ইন্দ্র।" বলিয়া মিঃ ঘোষাল হাত নাড়িয়া ইন্দ্রনাথকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইলেন।

ইন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া, ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল ও ড্রাইভারকে চাইনীজ-থিয়েটারে যাইবার জন্য আদেশ দিল।

কিছু সময় পরে, ট্যাক্সি চাইনীজ-থিয়েটারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রনাথ ভাড়া দিয়া ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিল এবং তাহার পূর্ব হইতে রিজার্ভ করা মিউজিক-সীটে গিয়া উপবেশন করিল।

ইন্দ্রনাথ উপবেশন করিবামাত্র, দস্যু চেং ভিতরে ডাঃ জেনের নিকট গমন করিয়া ইন্দ্রনাথের আগমন সংবাদ জানাইয়া ফিরিয়া আসিল।

ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্বক্ষণ ভিতর দিকের দ্বারের উপর নিবদ্ধ ছিল। সে প্রায়ই দু'একজন দর্শককে ভিতর দিকের দ্বার দিয়া গমন করিতে দেখিতে-ছিল। কিন্তু কাহাকেও প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিতেছিল না।

ইন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহার অর্থ কী? লোকগুলি কোথায় যাইতেছে? পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে না কেন? এই সকল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল।

ইন্‌টারভ্যাল উপস্থিত হইল। ইন্দ্রনাথ অডিটোরিয়াম হইতে বাহির হইয়া, তাঁবু-কলোনীর পূর্বদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁবুর পশ্চাদ্দিকে একাধিক দ্বার রাখা হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা সবটুকু নয়।

ইন্দ্রনাথ মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিল যে, তাহাকে তাঁবু-রহস্য ভেদ করিতেই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রনাথ অভিনয়-তাঁবুর প্রধান দ্বার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে দেখিল না, সর্দারের দুই জন দস্যু-অনুচর দূরে থাকিয়া, তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। ইন্দ্রনাথ ধীর পদে অডিটোরিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিল। ইন্‌টারভ্যাল শেষ হইলে, মিংচুর পরিবর্তে অন্য প্রোগ্রাম অভিনীত হইতেছিল। ইন্দ্রনাথের মন আদৌ অভিনয়ের প্রতি ছিল না। তাহার দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে তাঁবুর ভিতর দিকের দ্বারের প্রতি নিবদ্ধ হইতেছিল। প্রোগ্রাম কিছু দূর অগ্রসর হইলে, ইন্দ্রনাথ অডিটোরিয়াম হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে ফটকের বাহিরে উপস্থিত হইয়া একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এক স্থানে দুইজন চীনা বসিয়া গল্প করিতেছে ও একটি লরী তাহাদের নিকট ইঞ্জিন চালু অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে চাহিয়া একটি সিগারেট ধরাইল এবং

উদ্দেশ্য-হীন গতিতে তাঁবুর পশ্চাদ্দিকে গমন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যে মুহূর্তে উপরোক্ত চীনাদ্বয়কে দৃষ্টির বাহিরে রাখিল, সেই মুহূর্তে সে দ্রুতবেগে তাঁবু-কলোনীর অপর দ্বারের উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ তাঁবুর পূর্ব পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল, দুই দিকে দুইটি তাঁবুর মধ্যস্থলে একটি বদ্ধ দ্বার দেখা যাইতেছে।

ইন্দ্রনাথের মন অধীর আগ্রহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে চক্ষুর নিমেষে উভয় তাঁবুর মধ্যবর্তী গলি-মধ্যে প্রবেশ করিতেই, তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে একটি গরিলা-সদৃশ চীনা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলে, সদা সতর্ক ইন্দ্রনাথ মুহূর্তের ভিতর এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। আততায়ী ভীষণ ফলা ছুরিকা হস্তে তাহার লম্ফ-দানের প্রচণ্ড বেগ রোধ করিতে না পারিয়া, করগেট-ঘেরা বেড়ার উপরে পড়িয়া গেল। লৌহ পেরেক মাথায় লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারাইল।

প্রথম আক্রমণকারীর কি হইল, দেখিবার অবসর পাইবার পূর্বেই, ইন্দ্রনাথ দ্বিতীয় আততায়ীর সম্মুখীন হইল। দ্বিতীয় আততায়ী, উদ্যত ছোরা হস্তে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত গর্জন করিতে করিতে, ইন্দ্রনাথের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল।

ইন্দ্রনাথ আততায়ীর ছোরা সমেত হাতটি চাপিয়া ধরিয়া এমন প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিতে লাগিল যে, কয়েকটি মুহূর্তের ভিতর তাহার হাত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। দস্যু প্রবল যাতনায় কাতর-স্বরে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ ঘৃণা ভরে কহিল, "এই শক্তি নিয়ে, আমাকে হত্যা করতে আসিস! দূর হ'।" বলিয়া যেমন তাহার হাত ছাড়িয়া দিল, অমনি

তাহার পিছন হইতে তৃতীয় আততায়ী একটি দীর্ঘ লৌহ-দণ্ড দিয়া ইন্দ্রনাথের মস্তকে সবেগে আঘাত করিল।

ইন্দ্রনাথ পশ্চাদ্দিক হইতে আচম্বিতে প্রচণ্ড আঘাত মস্তকে পাইলে, তাহার মস্তক ফাটিয়া গেল। প্রচুর রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে জ্ঞান হারাইয়া টলিতে টলিতে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল।

দস্যুত্রয় মহানন্দের সহিত, জ্ঞান-হারা ইন্দ্রনাথকে বন্ধন করিল এবং তিনজনে ধরাধরি করিয়া, ডাঃ জেন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে তাহাকে লইয়া গেল।

ডাঃ জেন মহা খুশি হইয়া কহিল, "যে সহকারী এই শয়তানকে গ্রেপ্তার করা সম্ভবপর করেছে, তা'কে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, তাহাকে পরীক্ষা করিল। তাহার মস্তকের আঘাত পরীক্ষা করিল। পরে তাহার জামার পকেটগুলি সার্চ করিয়া, সিগারেট কেস, লাইটার এবং মনি-ব্যাগ বাহির হইল। কিন্তু কোন কাগজপত্র না দেখিয়া ডাঃ জেন কহিল, "না, দরকারী কাগজপত্র কিছুই নেই।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রয়ী-সহকারীর ভিতর একজনের দিকে চাহিয়া কহিল, "মাথায় আঘাত কে করেছে?"

দস্যু চীনা কহিল, "আমি করেছি, ডাঃ জেন। প্রথমে এরা দু'-জনেই শয়তানের হাতে পরাজিত হয়। আমি তখন অন্য উপায় না দেখে, লোহার দাণ্ডা দিয়ে মাথায় আঘাত করি।"

ডাঃ জেন সোল্লাসে কহিল, "চমৎকার কাজ হয়েছে সিসং। তুমি এক কাজ করো। এর মাথার ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও। কারণ, আমি শয়তানকে জেরা ক'রে ভিতরের ব্যাপার সব জানতে চাই। দেখো, যেন সেপটিক্ হ'য়ে না যায়।" এই বলিয়া সে একমুহূর্ত নীরবে থাকিয়া

পুনশ্চ কহিল, "শয়তানের কাছে কোন অস্ত্র আছে কি-না, তোমরা দেখ। তারপর এটাকে এক নম্বরে নিয়ে যাও। কাল প্রাতে নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে আসবে। আমি সে-সময়ে দেখা করতে যাব। নিয়ে যাও।"

সিসং কহিল, "আমি ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজটা নিয়ে এক নম্বরে যাচ্ছি। তোমরা দু'জনে শয়তানকে নিয়ে যাও।"

দুইজন দস্যু ইন্দ্রনাথকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। দস্যু সিসং ঔষুধ ও ব্যাণ্ডেজের জন্য দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল। এমন সময়ে চেং আসিয়া কহিল, "ডাঃ জেন, পুলিছ ইনছ্‌পেক্টার মিঃ ঘোছাল এছেছেন।"

"ইউনিফরমে?" ডাঃ জেন প্রশ্ন করিল।

"হাঁ, ডাঃ জেন।" চেং উত্তর দিল, "তা'ল ছঙ্গে একজন ছাহেবও এছেছে।"

"সাহেব? কোন্ সাহেব?" ডাঃ জেন দ্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

"একজন ছহকালী বলছিল যে, কলকাতাল পুলিছ-কমিছনাল তিনি।" চেং সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

"পুলিস কমিশনার!" ডাঃ জেনের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক দ্রুত চিন্তা করিয়া কহিল, "আজ রাত্রে ঘোষালের জন্য আমার আদেশ বাতিল হ'ল। তুমি এখনই সুংকে জানিয়ে দাও। আরও বলে দাও যে, সকল কর্মতৎপরতা এই রাত্রির জন্য বন্ধ রইল। যাও। মুহূর্তমাত্র দেরি যেন না হয়, আদেশ বাতিল করতে।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে আপন তাঁবুর দিকে গমন করিতে লাগিল।

অল্প সময় পরে ভৃত্য চেং সর্দার চ্যাংসা যে তাঁবুর ভিতর বসিয়া মালা-জপ করিতেছিল, সেখানে আসিয়া অভিবাদন করিল। সে বলিল, "পুলিছ কমিছনাল অবিলম্বে আপনাল ছঙ্গে দেখা কলতে চায়।"

সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "যাও, সম্মান দেখিয়ে নিয়ে এস।" ভৃত্য

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে কলকাতার পুলিস কমিশনার ও মিষ্টার ঘোষাল, সর্দারের তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। সর্দার মোলায়েম হাস্যমুখে চাইনীজ প্রথায় তাঁহাদের আবাহন করিয়া কহিল, "কি আদেছ, মিষ্টাল কমিছনাল ?"

কমিশনার একদৃষ্টে সর্দারের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "মিঃ ইন্দ্রনাথ বাসু আজ অভিনয় দেখতে আসেন নি ?"

সর্দার কহিল, "দয়া কলে দু'মিনিট অপেক্ষা কলুন। আমি এখনই অনুছন্ধান কল্‌ছি।" এই বলিয়া সে উচ্চস্বরে কহিল, "এই, কে আছিছ?"

একজন চীনা-ভৃত্য প্রবেশ করিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইল। সর্দার গম্ভীর স্বরে আদেশ দিল, "চেং ছাহেব। ছুটে যা।"

ভৃত্য ছুটিল। কমিশনার সাহেব কহিলেন, "আপনি আর কতদিন এখানে থাকবেন ?"

সর্দার তাহার হস্তধৃত মালাটি কপালে ঠেকাইয়া হাস্যমুখে কহিল, "যতদিন তথাগত ভগবান বুদ্ধ আমাদেল এখানে ছান্তিতে থাকতে দেবেন, মিষ্টাল কমিছনাল।" এই বলিয়া সে পুনরায় মালা-ছড়াটি কপালে ঠেকাইল এবং পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু ছ্যল, বল্‌তমানে বলো অছান্তিতে আছি।"

"কেন ?" কমিশনার প্রশ্ন করিলেন।

সর্দার ম্লান-কণ্ঠে কহিল, "আমি নিলীহ ধল্‌ম-ভীলু, ব্যবসায়ী ব্যক্তি, ছ্যল, আল আমাল তাঁবু দু-দুবাল সাল্‌চ হয়ে গেল। এল চেয়ে আমাল পক্ষে মনোবেদনাকল আল কি আছে ?"

কমিশনার গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, "অবস্থার গুরুত্বে আমাদের বাধ্য

করেছিল, মিঃ চ্যাংসা। কিন্তু সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে সেজন্য ক্ষুব্ধ হবার হেতু নেই। পুলিস সর্ব-দ্রষ্টা নয়, মিঃ চ্যাংসা।"

এমন সময়ে চেং আসিয়া তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া, সর্দার কহিল, "মিষ্টল ইন্দল্‌নাথ বাছু, যিনি মিংচুল বাগ্‌দত্তা স্বামী, তিনি আজ থিয়েটালে এছেছিলেন ?"

চেং নির্বিকার মুখে কহিল, "কৈ তাঁকে ত দেখি নি আজ লাতে।"

সর্দার কহিল, "ভাল ক'লে স্মলণ কলো, চেং। মিষ্টাল কমিশনাল জানতে চাইছেন।"

"না, পল্‌ভু, তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না।" চেং কহিল।

সর্দার কহিল, "আচ্ছা যাও।"

চেং বাহির হইয়া গেল। কমিশনার কহিলেন, "আসুন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। বড় গরম হচ্ছে এখানে।" এই বলিয়া তিনি, মিঃ ঘোষালকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দার চ্যাংসাও তাঁহাদের সহিত তাঁবুর বাহিরে আসিল। কমিশনার চারি দিকে চাহিতে চাহিতে কহিলেন, "আপনি এখান থেকে অপেরা-পার্টি নিয়ে কোথায় যাবেন, মিঃ চ্যাংসা ?"

চ্যাংসা বিনয়ের অবতার হইয়া কহিল, "ইচ্ছা আছে, বোম্বেতে কয়েক দিনেল জন্য হল্ট্ কল্‌ব।"

কমিশনার কহিলেন, "আপনার প্রধান আর্টিষ্ট ত হাত-ছাড়া হ'ল ?"

চ্যাংসা স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "অমন হাত ছালাল বেদনা মাঝে মাঝে ভোগ কলতে হয়, মিষ্টাল কমিছনাল্। যালাই আমাল শিক্ষায় বলো হয়ে ওঠে, তা'লাই কোন না কোন লূপে ছেলে চলে যায়। আমাদেল ছেজন্য তৈলি থাকতে হয়।"

কমিশনার, মিঃ ঘোষালকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি মিঃ বাসুর জন্য উদ্বেগ বোধ করছি। আপনি মিস মিংচুর সঙ্গে দেখা ক'রে জানুন, তিনি কোথায় আছেন। সম্ভব হ'লে আমার সঙ্গে আগামী কাল বেলা এগারোটার সময় দেখা করতে অনুরোধ জানিয়ে, আমাকে বাঙলোতে টেলিফোন করবেন। আমি অপেক্ষায় থাকব।" এই বলিয়া তিনি সর্দারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গুড্ নাইট, মিঃ চ্যাংসা!

"গুড্ নাইট, ছ্যর্!" সর্দার চ্যাংসা প্রত্যভিবাদন করিল।

কমিশনার ও মিঃ ঘোষাল তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন।

(২৩)

মিংচু তাহার ড্রইংরুমে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ির দিকে চাহিয়া, ইন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাত্রি সাড়ে-দশটা বাজিবামাত্র, মিংচু ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। সে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া নিম্নে হোটেল-সম্মুখস্থ রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি এগারোটা বাজিবার শব্দ হইতে লাগিল। মিংচু অনন্যমনা হইয়া ঘড়ির শব্দ গণনা করিতে লাগিল। সে অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, "এগারোটা বেজে গেল, কিন্তু কৈ, তিনি এখনও এলেন না ত! কেন, এলেন না? তবে কি কোন কাজে দেরি হচ্ছে? না, কোন বিপদে পড়েছেন?"

আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া, মিংচু চিন্তিত মুখে ড্রইংরুমে ফিরিয়া গিয়া ডাকিল, "সুবাস।"

রাঁধুনী-পরিচারিকা, সুবাসী দ্রুতপদে কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "বলুন, দিদিমণি?"

মিংচু ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "ঘড়িটা বুঝি আবার ফাষ্ট হয়ে গেছে রে?"

সুবাসী কহিল, "না ত! আজই ত আপনি রেডিয়োর সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে বল্‌লেন যে, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক টাইম দিচ্ছে?"

মিংচু ভ্রূ-কুঞ্চিত-মুখে কহিল, "ওহো, আজই বলেছিলাম, না?"

সুবাসী কহিল, "হাঁ। কিন্তু অমন গম্ভীর-মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, দিদিমণি?"

মিংচু কহিল, "ওরে, তিনি না সাড়ে দশ'টার সময় আসবেন বলেছিলেন? এগারোটা বেজে গেল, এখনও এলেন না ত?"

সুবাসী কহিল, "দিদিমণির সবটাই বাড়াবাড়ি। বাবু কাজের মানুষ। হয়তো কোথাও আটকে পড়েছেন। কাজ সারা হ'লেই আসবেন। তা'র জন্য বসে বসে কাঁদতে হবে? এমন ছিষ্টি-ছাড়া মানুষও বাপের জন্মে দেখিনি, বাপু।"

মিংচু ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "আমি কাঁদছি, মুখপুড়ি?"

"চোখ দুটো একবার আরসীতে দেখুন ত আপনার? নিন্, একটা গান গান। বাবু এখনি এসে পড়বেন।" এই বলিয়া সুবাসী এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি যাই, দিদিমণি, ডিমের কালিয়া চাপিয়ে এসেছি।"

মিংচু ধীরে ধীরে উঠিয়া পিয়ানোর টুলে গিয়া উপবেশন করিল এবং প্রাণান্ত চেষ্টায় একটি গানের দুই কলি গাহিয়া বিরক্ত-চিত্তে উঠিয়া পড়িল। সে কহিল, "না, পারব না। হবে না। এ কি, এগারোটা বেজে বিশ মিনিট হ'ল যে?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, আপন মনে কহিল, "নিশ্চয়ই ইন্দ্র, বাড়ীতে নেই। তাঁর বন্ধু মিঃ ঘোষালকে একবার জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন সংবাদ জানেন

কি-না ?" এই বলিয়া টেলিফোন ডাইরেক্টরী হইতে, মিঃ ঘোষালের নম্বর দেখিয়া, এক্সচেঞ্জকে কহিল, "পার্ক জিরো, জিরো, থ্রি, নাইন প্লিজ।"

মুহূর্ত-কয়েক পরে সংযোগ পাইয়া মিংচু কহিল, "হ্যালো! কে, মিঃ ঘোষাল ?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে ভারতী কহিল, "মিস্টার নই, মিসেস ঘোষাল, ভারতী দেবী এখানে কথা বলছেন। কিন্তু আপনি কে ? নারী-কণ্ঠ বলেই মনে হচ্ছে। কে আপনি ?"

মিংচু বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "আমাকে আপনি চিনবেন না। মিঃ ঘোষালকে একবার ডেকে দিন।"

ভারতী কহিল, "উঁহুঁ, তা' হবে না, দেবী। আপনি কে এবং আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন না বললে, আমি কিছুতেই ডেকে দেব না।"

মিংচু ঈষৎ তপ্ত-স্বরে কহিল, "আচ্ছা, চাইনে আপনার স্বামীকে। শুধু বলুন, ইন্দ্রনাথ ওখানে আছেন ?"

ভারতী কহিল, "ওরে, বাবা! কলকাতার সব পুরুষের সঙ্গেই জানা-শোনা আছে দেখছি যে! কে তুমি, দেবী ?"

মিংচু তপ্ত-স্বরে কহিল, "আপনি যেরূপ নীচ মনের পরিচয় দিলেন, তা'তে মিঃ ঘোষালের মত মহান পুরুষের স্ত্রী হবার কোন যোগ্যতা আপনার নেই।"

ড্রইং-রুমের দ্বার হইতে মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না, নেই, মিংচু দেবী। দয়া ক'রে সংযোগটা কেটে দিন। আর আমি যে এখানে এসেছি, তা জানতে দেবেন না, ভারতীকে।"

এদিকে ভারতী সক্রোধে বলিতেছিল, "আমার যোগ্যতা নেই, না ?

তবে কি তো……" এই অবধি শুনিয়া মিংচু সশব্দে রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া সংযোগ কাটিয়া দিল এবং মিঃ ঘোষালের দিকে চাহিয়া কহিল, "আসুন, মিঃ ঘোষাল। এইমাত্র আপনাকে ফোন……"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তা বুঝেছি। কিন্তু আমার বন্ধু, শ্রীমান বাঁদরটি কি চলে গেছেন?"

মিংচু বিমূঢ়-কণ্ঠে কহিল, "কৈ, তিনি ত এখন পর্যন্ত আসেন নি, মিঃ ঘোষাল?"

মিঃ ঘোষাল অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইলেও, সে মনোভাব চাপিয়া কহিলেন, "হয়তো বৈষয়িক কাজে আটকে পড়েছে, মিংচু দেবী।"

মিংচু বিহ্বল-দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত-কয়েক মিঃ ঘোষালের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে দু'মিনিটের জন্য মার্জনা করুন, মিঃ ঘোষাল। আমি এখনই আসছি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে নানা দুশ্চিন্তার সমাবেশ হইতে লাগিল। সহসা তাঁহার ইন্দ্রনাথকে, পুলিস-কমিশনারের প্রশ্নের কথা স্মরণ হইল। কমিশনার বলিয়াছিলেন যে, 'আপনি মিংচু দেবীকে বারবার আপনার প্রাণ নেবার জন্য দস্যুদলের চেষ্টার কাহিনী বলেছিলেন?'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছিল যে, 'মিংচু কোন সংবাদই রাখেন না এবং আমিও তাঁকে কোন কথা বলি নি।'

কমিশনার বলিয়াছিলেন, 'বলা সমীচীন ছিল, মিঃ বাসু। কারণ আপনার বাগদত্তার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ত। তা'র ফলে আপনি যে রহস্য ভেদে অক্ষম হ'য়েছেন, তা অনেকাংশে সরল হ'য়ে যেত।'

মিঃ ঘোষাল ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্তব্য কী? তিনি কি মিংচু দেবীকে সব খুলিয়া জানাইবেন?

এমন সময়ে মিংচু এক কাপ ধূমায়মান কফি ও এক প্লেট্ কেক লইয়া

ফিরিয়া আসিল। সে কোমল-স্বরে কহিল, "আপনার মুখ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, আপনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত। দয়া ক'রে কফিটুকু পান করুন ও এই সামান্য খাদ্য আহার করুন, মিঃ ঘোষাল।"

মিঃ ঘোষাল কোন প্রতিবাদ না করিয়া প্রথমে কেকগুলি আহার করিলেন ও এক গ্লাস শীতল জল পান করিয়া, কফি-কাপ নিঃশেষ করিলেন ও কহিলেন, "আপনারা সত্যই মায়ের জাত, মিংচু দেবী। নইলে শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে আমি পিপাসার্ত, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত কি-না বল্‌তে পারতেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

মিংচু কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, "আপনার বন্ধু ত কোন বিপদে পড়েন নি, মিঃ ঘোষাল?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কেন, অমঙ্গল চিন্তা করছেন, মিংচু দেবী? ইন্দ্রনাথকে বিপদে ফেলবার মত শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। নইলে গত এক সপ্তাহের ভিতর তা'র জীবনের ওপর চার পাঁচবার জঘন্য এবং মারাত্মক আক্রমণ ব্যর্থ হ'ত না?"

মিংচু যেন কোন দুর্বোধ্য কাহিনী শুনিতেছে, এমন দৃষ্টিতে চাহিয়া, এমন এক স্বরে কহিল, "কি বল্‌ছেন, মিঃ ঘোষাল? এক সপ্তাহের ভিতর চার-পাঁচবার তাঁর জীবনের ওপর জঘন্য আক্রমণ হয়েছিল?"

মিঃ ঘোষাল কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কেন, আপনাকে সে কোন কথা বলে নি?"

"না, ত!" মিংচু বিহ্বল-স্বরে কহিল।

"আশ্চর্য ব্যাপার! সাধে তা'কে বাঁদর বলি আ[illegible]!" এই বলিয়া মিঃ ঘোষাল দেখিলেন, কক্ষ-মধ্যস্থ টেবিলের উপর ভর দিয়া, মিংচু কাঁপিতেছে। তিনি কহিলেন, "আমি বলছি। আপনি ঐ সোফাটায় বসুন, মিংচু দেবী।"

মিংচু যন্ত্র-চালিতের মত উপবেশন করিয়া একাগ্র-দৃষ্টিতে মিঃ ঘোষালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষাল ধীরে ধীরে একে একে, ইন্দ্রনাথের উপর প্রথম আক্রমণ হইতে, পিকনিক জাহাজে আক্রমণ বর্ণনা করিয়া, অবশেষে টাইম-বম্বের কাহিনী বলিয়া বর্ণনা শেষ করিয়া কহিলেন, "তবেই দেখতে পাচ্ছেন··· একি যাচ্ছেন কোথায়, মিংচু দেবী?"

মিংচু কোন উত্তর না দিয়া, টলিতে টলিতে কক্ষের বাহিরে আসিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল দেখিয়া মিঃ ঘোষাল ভীত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সুবাস! সুবাস! শীঘ্র এস, তোমার কর্ত্রী·········"

সুবাসী ছুটিয়া আসিল এবং "দিদিমণি, দিদিমণি" বলিয়া মিংচুর পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও কহিল, "একি, এমন বেশে, এই রাত্রে কোথায় চলেছেন?"

মিংচু যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল। সে একবার সুবাসীর দিকে চাহিয়া, তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান, মিঃ ঘোষালের দিকে ফিরিয়া কহিল, "মিঃ ঘোষাল, আমি পথ চিনি না। আমাকে কি দয়া ক'রে তাঁবুতে পৌঁছে দেবেন?"

মিঃ ঘোষাল কোন হেতু জানিতে না চাহিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "নিশ্চয়ই দেব। তবে······" এই বলিয়া সুবাসীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি যাও, ফ্ল্যাটের দ্বার চাবি-বন্ধ ক'রে এস। তুমিও মিংচু দেবীর সঙ্গে যাবে।"

সুবাসী দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।"

মিংচু নীরবে সম্মতি জানাইলে, মিঃ ঘোষাল দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে একটি খালি ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিলেন।

মিংচু ও সুবাসী পশ্চাতের আসনে বসিলে, মিঃ ঘোষাল ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিয়া ট্যাক্সি ছাড়িবার জন্য আদেশ দান করিলেন।

সারা পথ সকলে নীরবে রহিল। ট্যাক্সি তাঁবু-কলোনীর সম্মুখ ফটকের নিকট উপস্থিত হইলে, মিঃ ঘোষাল দেখিলেন, সমগ্র কলোনী অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মিংচু টলিতে টলিতে ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিলে, মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ভিতরে যাবার কোন উপায় নেই, মিংচু দেবী। মনে হয় সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

মিংচুর কর্ণে মিঃ ঘোষালের কথা প্রবেশ করিল না। সে টলিতে টলিতে ফটকের নিকট গমন করিয়া কহিল, "ওগো, তোমরা ফটক খোলো। আমি আমার ইন্দ্রনাথের কাছে যাব।" বলিতে বলিতে ফটকের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল। সে জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ঘোষালও মিংচুর পশ্চাতে গিয়াছিলেন। তিনি মিংচুকে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া লইয়া, ট্যাক্সির পশ্চাতের আসনে শয়ন করাইয়া দিলেন ও ও সুবাসীকে মিংচুর মস্তক ক্রোড়ে লইবার জন্য আদেশ দিলেন ও পরে তিনি ড্রাইভারের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, দ্রুতবেগে বালীগঞ্জ যাইবার জন্য ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন।

ট্যাক্সি উল্কা বেগে ছুটিতে লাগিল।

(২৪)

মিঃ ঘোষাল, তাঁহার স্ত্রী ভারতীর সন্দেহপ্রবণ মনের জন্য, তরুণী মিংচুকে নিজ-গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক না হইয়া, তিনি ট্যাক্সি লইয়া ইন্দ্রনাথের নব-নির্মিত বালীগঞ্জের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় গমন করিলেন।

ট্যাক্সি গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইবা মাত্র, পুরাতন ভৃত্য রামচরণ ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর প্রিয় সম্মানিত বন্ধু, মিঃ ঘোষালকে অভিবাদন করিল।

মিঃ ঘোষাল ট্যাক্সি হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া, রামচরণকে একান্তে লইয়া নত ও দ্রুতস্বরে, মিংচুর সহিত ইন্দ্রনাথের সম্বন্ধ এবং মিংচু যে তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নী ও সে পড়িয়া গিয়া মূর্ছিতা হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে জানাইয়া কহিলেন, "ওপরের যে-কোন একটা কক্ষ খুলে দাও। যদি সজ্জিত কক্ষ না থাকে, তবে তোমার প্রভুর শয়ন-কক্ষ খুলে দাও, রামচরণ। যাও, কথা পরে হবে।"

রামচরণ দৌড়াইল। মিঃ ঘোষাল প্রথমে ট্যাক্সির মিটার দেখিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিলেন এবং মিংচুকে ট্যাক্সি হইতে শূন্যে তুলিয়া লইয়া, সুবাসীকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস, সুবাসী।" এই বলিয়া তিনি যথাসম্ভব দ্রুতপদে মিংচুকে লইয়া, উপরে উঠিয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, রামচরণ, ইন্দ্রনাথের সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি মিংচুকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন এবং তাহার নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, অত্যধিক দুশ্চিন্তায় এবং আতঙ্কে মিংচু শুধু মূর্ছিতা হইয়াছে।

মিঃ ঘোষাল পাখার বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া, সুবাসীকে কহিলেন, "তুমি মিংচু দেবীর কাছে বস। কোন ভয় নেই। অল্প সময় পরেই ওঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

সুবাসী কাতর স্বরে কহিল, "এই বাড়ী কা'র হুজুর?"

"যাঁর সঙ্গে তোমার কর্ত্রীর বিবাহ হবে, সেই ইন্দ্রনাথ বাবুর।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কোন ভয় বা চিন্তা নেই তোমার। হাঁ, তোমারও নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি?"

সুবাসী ম্লান-কণ্ঠে কহিল, "আমার দিদিমণি এখন পর্যন্ত খান নি, হুজুর। আমার জন্য কিছুমাত্র দরকার নেই, হুজুর।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি বস এখানে। আমি বাইরে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করচি।"

মিঃ ঘোষাল বাহিরে আসিয়া, রামচরণকে কহিলেন, "তোমাদের পাচক আছে, না, গেছে ?"

রামচরণ কহিল, "এখনও হুজুর ফেরেন নি, খান নি—ঠাকুর অপেক্ষা করছে।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ভালই হয়েছে। তুমি মিংচু দেবীর পাচিকার জন্য আর মিংচু দেবীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করো, রামচরণ।"

"এখনই করছি, হুজুর। আপনার জন্য এক কাপ চা, কি, কফি, হুজুর ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "বেশ, আমাকে এখন কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। এক কাপ কফি হ'লেই চলবে।"

রামচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মিঃ ঘোষাল, পুলিস কমিশনা'রের বাঙলোতে সংযোগ লইয়া, কমিশনারকে নতস্বরে বর্তমান ইতিহাস জানাইলেন। শেষে কহিলেন, "আমার ভয় হয়, স্যর, ইন্দ্রনাথ কোন বিপদে পড়েছে।"

কমিশনার গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কিন্তু আমাদের বিপদ এই যে, কি বিপদে তিনি পড়েছেন এবং আমরা কোথায় আঘাত করব, কিছুই ধারণা করতে পারছি না। মিস মিংচুর কেস কি খুব গুরুতর ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "না, স্যর। আমার মনে হয়, ইন্দ্রনাথের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা এবং তা'র জীবনের আশঙ্কাই তাঁর মূর্ছার কারণ হয়েছে। আমি প্রত্যাশা করছি, যে-কোন মুহূর্তে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

কমিশনার কহিলেন, "কিন্তু একটা বিষয় বেশ সরল হ'ল না, মিঃ ঘোষাল। মিস মিংচু কেন ইন্দ্রনাথের জন্য তাঁবুতে গিয়েছিল? আমার মনে হয়, সর্ব-রোগের মূল ঐখানেই। আপনি মিস মিংচুর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন—ওখানে। তারপর বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন ক'রে দেখুন, যদি ইন্দ্রনাথকে বার করবার জন্য আমরা কোন ক্লু, ওঁর কাছ থেকে পেতে পারি। বুঝেছেন?"

"বুঝেছি, স্যর।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

"আর এক কথা, মিঃ ঘোষাল। যদি রাত্রেই কোন এ্যাকসন নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমাকে জাগরিত করতে দ্বিধা করবেন না। ইতোমধ্যে আমি পুলিস মেসিনারী সচল হবার জন্য আদেশ দিচ্ছি। গুড্ নাইট!"

"গুড্ নাইট, স্যর!" মিঃ ঘোষাল প্রত্যভিবাদন করিলেন।

মিঃ ঘোষাল রিসিভার হুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া কয়েক-মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিলেন এবং এক্স্চেঞ্জকে নিজ বাড়ীর ফোন্ নম্বর বলিয়া সংযোগ চাহিলেন।

অল্প সময় পরে তিনি শুনিলেন, ভারতী বলিতেছে, "নিশ্চয়ই সেই ছুঁড়িটা, বিন্দী। দাঁড়াও না, আমার স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়ার মজা দেখাচ্ছি!"

মিঃ ঘোষাল বুঝিলেন, তাঁহার গুণবতী পত্নী রিসিভার তুলিয়া কানে না দিয়াই, তাঁহার বিশুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। তিনি একবার ভাবিলেন, সংযোগ কাটিয়া দিবেন, কিন্তু পর মুহূর্তে কর্তব্য-জ্ঞান প্রখর হইলে, তিনি সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "হ্যালো! কে, ওখানে, ভারতী?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে ভারতী দেবী কহিলেন, "হাঁ, আমি। কিন্তু তুমি এখনও কি করছ? আজ কি রাতে বাড়ী আসবে না? কিছুক্ষণ

আগে যে-মেয়েটি কাতর-স্বরে তোমাকে খুঁজছিল, তারই ওখান থেকে কথা বলছ বুঝি?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কি যা' তা' বলছ, ভারতী? শোন ইন্দ্রনাথের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কমিশনার সাহেব……"

বাধা দিয়া ভারতী দেবী কহিলেন, "ছাখো! ন্যাকামো আমার সঙ্গে ক'রো না। ঠাকুরপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাবে কি করে? সে সেই ডাকিনীর খপ্পরে পড়ছে। পড়ুক গে। তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ী চলে এস। শোন, একটা সুখবর দিই। আমি সেই গানটা আয়ত্ত করেছি। শোন, প্রথম দু'লাইন এখনই শোনাচ্ছি।" এই বলিয়া বিকৃত সুরে আরম্ভ করিল, "আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায়,……"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "কি ছেলেমানুষী করছ, ভারতী? শোন, তুমি শুয়ে পড়ো। আমার ফিরতে কত দেরি হবে, কিম্বা আদৌ ফিরতে পারব কি-না, জানি না।" এই বলিয়াই তিনি সংযোগ কাটিয়া দিলেন।

রামচরণ, মিঃ ঘোষালের জন্য কফি ও কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে কফি ও খাবারের ডিস মিঃ ঘোষালের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "আমার হুজুরকে পাওয়া যাচ্ছে না, হুজুর?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তুমি অস্থির হ'য়ো না, রামচরণ। স্বয়ং পুলিস কমিশনার তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে কলকাতার সমগ্র পুলিস বাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন।"

রামচরণ মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "হুজুর, আমার মন বল্‌ছে এ সেই আরশুল্লা আর পচা ইঁদুর খোর চীনে ব্যাটার কাজ।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "তুমি সেই চীনাকে দেখলে চিন্‌তে পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারব, হুজুর। চীনে ব্যাটার বাঁ হাতে ছ'টা আঙ্গুল আছে, দেখেছি, হুজুর। নইলে আমার মনে হয়, সব চীনের মুখ একই রকমের, হুজুর।"

এমন সময়ে সুবাসী ব্যস্তভাবে ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দিদি-মণির জ্ঞান ফিরেছে, হুজুর। আপনাকে ডাকছেন।"

মিঃ ঘোষাল দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রামচরণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রামচরণ, তুমি সুবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দাও। যাও, সুবাসী। কিছু না খেলে, তুমি দিদিমণির সেবা করতে পারবে না। যাও।"

সুবাসী প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "দিদিমণি আপনাকে……"

বাধা দিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি রামচরণের সঙ্গে যাও।" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে ইন্দ্রনাথের শয়ন-কক্ষ অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

মিংচুর জ্ঞান ফিরিলেও, সে এরূপ দুর্বলতা বোধ করিতেছিল যে, উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য পর্যন্ত হারাইয়াছিল।

মিঃ ঘোষাল কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের নিকটে এক-খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। তিনি কহিলেন, "এখন কেমন বোধ করছেন?"

মিংচু প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, "আমাকে এখানে, ইন্দ্রনাথের গৃহে এনেছেন কেন?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে দেখা-শুনা করবার এবং আপনার জীবন রক্ষা করবার জন্য কেউ ছিল না বলে, আপনাকে আপনারই গৃহে আমি এনেছি।"

"আমার গৃহ!" সহসা মিংচুর পদ্মসম চক্ষু দু'টি অশ্রু-প্রবাহে পূর্ণ হইয়া গেল। সে কিছু সময় নীরবে ক্রন্দন করিয়া কহিল, "শেষে শয়তানেরা আমার ইন্দ্রনাথকে, আমার ইহকাল পরকালকে এমন ভাবে আঘাত করল, তবু আমার বুকটা কেন এখনও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে না, মিঃ ঘোষাল?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আপনি অস্থির হবেন না, মিংচু দেবী। কমিশনার সাহেব, ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করবার জন্য সর্বাত্মক অনুসন্ধানের জন্য আদেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে শত শত দক্ষ অফিসারেরা কলিকাতার প্রত্যেকটি সম্ভাব্য-স্থানে ইন্দ্রনাথকে অনুসন্ধান ক'রে ফিরছেন।"

মিংচু নীরবে পড়িয়া রহিল। এমন সময়ে সুবাসী ও রামচরণ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলে, মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "রামচরণ, তুমি সুবাসীর সঙ্গে মিংচু দেবীর খাবার নিয়ে এস।"

মিংচু সচকিত হইয়া কহিল, "না, না, আমি জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে পারব না।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "আমার কথা, আপনার একান্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কথা রাখুন। আহার না ক'রে, আরও দুর্বল হ'য়ে, ইন্দ্রনাথের জন্য অনুসন্ধানের কার্যে কোন সাহায্যই আপনি করতে পারবেন না। যে সময়ে শক্তি ও বুদ্ধির স্থৈর্য একান্ত প্রয়োজন, সে সময়ে অর্থ-হীন মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত বিপজ্জনকও আর কিছু নেই।"

মিংচু ধীর স্বরে কহিল, "বেশ, সামান্য কিছু খাবার আমাকে দিতে বলুন ?"

রামচরণ কহিল, "আপনার খাবারও আনি, হুজুর ?"

মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমার খাবার ?"

"হাঁ, হুজুর। টেলিফোনে আপনি মা'কে বলেছিলেন যে, আজ রাত্রে আপনি না ফিরতেও পারেন। তাই আমি আপনার জন্য খাবার তৈরি করিয়েছি। আপনাকে ড্রইংরুমে, আর নতুন-মা'কে এখানে দিচ্ছি।"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "সুবাসীকে নিয়ে যাও, রামচরণ।"

রামচরণ কহিল, "কোন প্রয়োজন হবে না, হুজুর !"

মিঃ ঘোষাল ও মিংচুর আহার-পর্ব শেষ হইলে, মিঃ ঘোষাল, মিংচুর

নিকট আসিয়া একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, “হাঁ, এইবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, মিংচু দেবী। আমার বিশ্বাস, ইন্দ্রনাথের শুভাশুভ জীবন-মরণ সব কিছুই আপনার উত্তরের ওপর নির্ভর করছে।”

মিংচু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, “কি প্রশ্ন, মিঃ ঘোষাল ?”

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “আপনি কেন, ইন্দ্রনাথকে খোঁজবার জন্য আপনাদের থিয়েটার-তাঁবুতে গিয়েছিলেন, মিংচু দেবী ? দয়া করে, আমার নিকট কোন বিষয় গোপন না করে, সত্য উত্তর দিন।”

মিংচু বহুক্ষণ নীরবে আয়ত চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার হৃতভাগ্য, অসহায় পিতার মুখ মানস-দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। সে নানাভাবে চিন্তা করিয়া অবশেষে কহিল, “আমি স্মরণ করতে পারছি না, কেন আমি তাঁবুতে গিয়েছিলাম। হয়তো আমার আশ্রয়-দাতা, থিয়েটারের মালিক মিঃ চ্যাংসার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য ছুটেছিলাম, মিঃ ঘোষাল।”

মিঃ ঘোষাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মিংচুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি মিংচুর উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কহিলেন, “মিঃ চ্যাংসা আপনাকে কি-রকম সাহায্য দিতে পারেন, আশা করেছিলেন ?”

মিংচু কহিল, “সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার কোন ধারণা নেই, মিঃ ঘোষাল।”

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “তবে, মিংচু দেবী ?”

মিংচু প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিল, “একটু পূর্বে আপনি বলেছেন যে, আমারও জীবনের আশঙ্কা আপনি করেছিলেন এবং তারই জন্য আমাকে এখানে এনেছেন। কিন্তু আমার শত্রু কে, বলুন ত ?”

“ইন্দ্রনাথের শত্রু কে, মিংচু দেবী ?” মিঃ ঘোষাল জানিতে চাহিলেন।

মিংচু বুঝিল পুলিস অফিসার মিঃ ঘোষাল তাহাকে জেরা করিতেছেন। সে কহিল, "আপনি ত জানেন, মিঃ ঘোষাল, আমি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কতদিনের পরিচিতা? তবে আমাকে ঐ প্রশ্ন করা অবান্তর নয় কী?"

এমন সময়ে রামচরণ প্রবেশ করিয়া কহিল, "ফোন এসেছে, হুজুর।"

মিঃ ঘোষাল ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মিংচুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি এবার শয়ন করুন, মিংচু দেবী।" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অল্প সময় পরে, মিঃ ঘোষাল প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিলেন, "মিংচু দেবী, আপনি আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ইন্দ্রনাথের গৃহলক্ষ্মী হতে চলেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে অকৃত্রিম বন্ধু ব'লে গ্রহণ করুন, এই আমার অনুরোধ। ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করবার পথে, আপনার যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে আর মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করা যায় না। ইন্দ্রনাথ ও আমারও ধারণা যে, আপনি এমন কোন রহস্যের সঙ্গে পরিচিত, যা' যে-কোন হেতুর জন্যই হোক, আমাদের জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। তাই নয় কি, মিংচু দেবী?"

মিংচু গম্ভীর মুখে কহিল, "আপনি ইন্দ্রনাথকে এনে দিন, আমি তাঁরই কাছে, আমার জীবন-মরণ কাহিনী জানাব। আমি আজ ফোনে, সেই জন্যই তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আর এলেন না।"

মিংচু দুই করতলে মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষাল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "ইন্দ্রনাথের জীবন-রক্ষার জন্যও কি আপনি সে-ইতিহাস আমার কাছে বল্‌তে পারেন না?"

মিংচু সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কহিল, "না, না, আমি পারব না। আমি পারব না। আমাকে পীড়ন করবেন না, মিঃ ঘোষাল।"

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর মুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কহিলেন, "বেশ, আপনি বিশ্রাম করুন। আর গভীর ভাবে, চিন্তা করে দেখুন, আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন কি-না!" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুবাসী কহিল, "দ্বার বন্ধ করে দিই, দিদিমণি?"

মিংচু কহিল, "কটা বেজেছে, সুবাসী?"

"রাত দেড়টা বেজেছে, দিদিমণি।" সুবাসী কক্ষ-মধ্যে ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল।

মিংচু দুই চক্ষু মুদিত করিয়া পালঙ্কের কোমল শয্যায় শয়ন করিল।

(২৫)

রাত্রি তখন দুইটা বাজিবার ধ্বনি হইতেছিল। চীনা দস্যু ডাঃ জেন, তাহার তাঁবুর ভিতর পায়চারি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার মুখভাব ক্ষণে ক্ষণে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। তাহার তাঁবুর ভিতর এক-দিকে কয়েকজন চীনা ভাবলেশহীন মুখে ও দৃষ্টিতে ডাঃ জেনের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা ডাঃ জেন স্যুংয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "তুমি দেখে এসেছ যে, দ্বার চাবি-বন্ধ, আর মিংচু ফ্ল্যাটে নেই?"

"না, নেই, ডাক্তার জেন! চে তা'ল পলিচালিকাকে নিয়ে চলে গেছে।"

"চলে গেছে!" ডাঃ জেন হতবাক হইয়া পড়িল। পরে কহিল, "মিথ্যা কথা! মিংচু এ আশ্রয় ত্যাগ করেছে, এমন অসম্ভব কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

চেং কহিল, "মিংচু বোধ হয় তার বাগ্দত্ত স্বামীকে খুঁজতে গেছে, ডাক্তার জেন!"

ডাঃ জেন কহিল, "হাঁ, ঠিক তাই ঘটেচে। সে বোধ হয় ইন্দ্রনাথের

বাড়ীতে গেছে। নয়……আচ্ছা প্রভাত হোক, তারপর তার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে। এখন……" এই বলিয়া সে সুংয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "ইন্দ্রনাথের জ্ঞান ফিরেছে?"

"না, ডাক্তাল জেন।" সুং কহিল, "আঘাতটা একটু গুলুতর হয়েচে। কাল বেলা দশটাল পূলবে তা'ল জ্ঞান ফিলবে না।"

ডাঃ জেন কহিল, "এসব বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তথাগত বুদ্ধের কৃপার প্রার্থী আমি। আমার কাছে ডাঃ জোন্স কেন যে এসব-কথা বলে। হাঁ, আমাদের, যাত্রার খুঁটী-নাটি সব ঠিক হয়েছে?"

সুং কহিল, "হাঁ, ডাক্তাল জেন, অধিকাংছ দলীয় লোক আজ লাত্রি ছটা হ'তে ১১টাল মধ্যে জাহাজে আছ্রয় নিয়েছে।"

"পুলিস স্পাই ডিউটীতে ছিল, চেং?" ডাঃ জেন প্রশ্ন করিল।

চেং কহিল, "দু'জন ছুঁচো ছিল, ডাক্তাল জেন। আমাল নিলদেছ মত একজন খালাছী ময়লা পোছাকেল একটি পুঁটলি নিয়ে এদিক ওদিক ছতর্ক দিলৃছতে চাইবাল ভান কলে যেমন জেটি হতে বেলিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে আলম্ভ কলেছে, অমনি একজন স্পাই তাল পিছু নিলে। তালপল দছ মিনিট পলে অন্য খালাছী ঠিক ছেই ভাবে বেলিয়ে উত্তল মুখে যেতে আলম্ভ কললে, অন্য স্পাই তাল পিছু নিয়ে অদৃছ্য হবাল ছঙ্গে ছঙ্গে আমাদেল দলীয় লোকেলা জাহাজে আলোহণ কলে।"

ডাঃ জেন কহিল, "চমৎকার। সবই বুদ্ধদেবের কৃপা। আগামী কাল রাত্রে অবশিষ্ট সকলকে, তোমরা তিন-চারজন ছাড়া, জাহাজে তুলে দেবে। প্রত্যেক সহকারীর হাতেই অতি প্রয়োজনীয় মালপত্র তুলে দেবে। তথাগতের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক? দেখবে, যেন সব আসবাবপত্র তুলে নেওয়া হয়। হাঁ, তারপর?"

স্থং কহিল, "অবছ্তা কি এলুপই গুলুতল, ডাক্তাল জেন ?"

ডাঃ জেন মুহূর্ত্ত-কয়েক স্থংয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি বলি, তুমি শুধু নির্বোধ নও, স্থং, তুমি অন্ধ। এবার যাও তোমরা।" স্থং ও চেং বাহির হইয়া গেল।

(২৬)

পরদিন প্রাতে ইন্দ্রনাথের ভৃত্য রামচরণ, মিংচুর জন্য ব্রেকফাষ্ট লইয়া আসিয়া, অভিবাদন করিয়া কহিল, "মুখ-চোখ ধুয়েছেন, মা ?"

মিংচু প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটি কৌচের উপর বসিয়াছিল। সে কহিল, "হঁা, বাবা! তোমার প্রভু গত রাত্রে ফেরেন নি ?"

"না, মা।" রামচরণ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল।

"মিঃ ঘোষাল কি এখানে আছেন, রামচরণ ?"

"না, মা। তিনি গত রাত্রি তিনটার সময় চলে গেছেন। বলে গেছেন, আজ সকাল ন-টার সময় আসবেন।" রামচরণ কহিল, "আপনি আহার করুন, মা।"

"সুবাসী কোথায়, বাবা ?" মিংচু কহিল।

"তাকে চা খাবার জন্য রান্না-ঘরে পাঠিয়েছি, মা।" রামচরণ কহিল।

মিংচু চায়ের কাপটি হাতে লইয়া কহিল, "এসব খাবার তুমি নিয়ে যাও, বাবা। এমন সময় আমি চা ছাড়া আর কিছুই খাই না!" মিংচু কহিল, "হঁা, আর এক কথা, আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও রামচরণ। আমি আমার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখি, বাবুর কোন সংবাদ সেখানে এসেছে কিনা।"

রামচরণ সাগ্রহে কহিল, "এখনই ট্যাক্সি আনছি, মা। হুজুরের জন্য

বুকটা আমার পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে মা।" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মিংচু কহিল, "দাঁড়ালে যে ?"

রামচরণ কহিল, "ঘোষাল সাহেব আপনাকে কোথাও..."

বাধা দিয়া, মিংচু কহিল, "আমার আধ ঘণ্টার বেশী দেরি হবে না, রামচরণ। তোমার হুজুরের সংবাদ নিয়েই চলে আসব।"

রামচরণ কহিল, "ন'টার আগেই ত চলে আসবেন, মা ?"

"আমি আটটার সময় ফিরে আসব, বাবা।" মিংচু কহিল, "সুবাসী রইল, আমি যাব আর চলে আসব।"

রামচরণ খুশি হইয়া, বিশেষভাবে তাহার প্রভুর সংবাদের জন্য যাই-তেছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। মিংচু সুবাসীকে কোন কথা না বলিয়া ট্যাক্সিতে আরোহণ করিল এবং ড্রাইভারকে নত-স্বরে কহিল, "চীনা-তাঁবু যাও।"

ট্যাক্সি ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মিংচু ট্যাক্সির এক কোণে ঠেস দিয়া বসিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

ট্যাক্সি তাঁবু-কলোনীতে উপস্থিত হইলে, মিংচু অবতরণ করিয়া ভাড়া দিতে গেল। সহসা তাহার স্মরণ হইল, সে তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ, অথবা অর্থ কিছুই সঙ্গে আনে নাই। সে ফটকের একজন চীনা দারোয়ানকে ট্যাক্সি ভাড়া দিবার জন্য আদেশ দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডাঃ জেন তাহার তাঁবুর ভিতর বসিয়া, সুং ও চেং-এর সহিত কথা কহিতেছিল। বলিতেছিল, "মিংচু নিশ্চয়ই তা'র বাড়ীতে ফিরে এসেছে। তুমি তাকে ডাকবার জন্য লোক পাঠিয়েছ, সুং ?"

"হাঁ, ডাক্তার জেন !" সুং কহিল।

"ডাঃ জেন, আজ লাত্রে নিত্যাদি হতে পালে এলুপ জিনিছ-পত্তল নিয়ে তোমলা তিন জনে মাত্তল তাঁবুতে থাকবে। আল ছুকলকে জাহাজে পাঠিয়ে দেবে। জাহাজ আজ ভোলে জেটি ছেলে যাত্লা কলবে। আমি যাব প্লেনে।" বলিতে বলিতে চ্যাংসা সর্দার তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল।

"আল আমলা, ছদ্দাল?" সুং প্রশ্ন করিল।

"তোমলা লাত্রি তিনটাল ছময় জাহাজে উঠবে। স্পাই দু'জন বাধা দেয়, তাদেল চিলতলে নীলব ক'লে দিতেও দ্বিধা কলবে না।"

ডাঃ জেন সবিনয়ে কহিল, "বসুন, সর্দার।"

সর্দার চ্যাংসা উপবেশন করিল।

এমন সময়ে টলিতে টলিতে মিংচু সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার মুখ রক্ত-শূন্য ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া, সুং ও চেং দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্দার সুং ও চেংকে তাঁবুর বাহিরে যাইবার জন্য হস্ত-ইঙ্গিতে আদেশ দিয়া কহিল, "এছ, মিংচু, ভিতলে এছ।"

মিংচু একবার সুংয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই আর্ত-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি, হাঁ, তুমিই হত্যা করেছ তাঁকে। খুনী, দস্যু, শয়তান।"

সুং সক্রোধে একবার সর্দারের দিকে চাহিলে, সর্দার তপ্ত-স্বরে কহিল, "আমি তোমাকে বাইলে যাবাল জন্য আদেছ দিয়েছি, সুং। যাও!"

সুং মুখ গম্ভীর করিয়া বাহির হইয়া গেলে, সর্দার, চেংকে কহিল, "চেং, ভিতলে আছবাল দ্বাল বন্ধ ক'লে দাও।"

"এখনি দিচ্ছি, ছদ্দাল!" চেং কহিল।

চ্যাংসা, ডাঃ জেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "ডাক্তাল জেন!"

"বুঝেছি, সর্দার।" বলিয়া ডাঃ জেন বাহির হইয়া গেল।

সর্দার স্নেহময়-দৃষ্টিতে মিংচুর দিকে চাহিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, "তুমি দাঁলিয়ে লইলে কেন, মিংচু? এছ, ভিতলে এছে, বছ। বল, কি হয়েছে?"

মিংচু কাঁদিতে কাঁদিতে সর্দারের চেয়ারের নিকট বসিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "সর্দার, সর্দার! তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই করব, তুমি শুধু বল, ইন্দ্রনাথকে কেউ হত্যা করে নি?"

সর্দার তাহার মুখ অমায়িক-হাস্যে রঞ্জিত করিয়া কহিল, "এ কি ভয়ানক অভিযোগ তুমি কলছ, মিংচু? তোমাল বাগ্দত্ত স্বামীকে এখানে কি কেউ কখনও···, হাঁ, তবে···" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

মিংচু কাতর-স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, "তবে? তবে, সর্দার? বল, বল, সর্দার, তবে?"

সর্দার কহিল, "তুমি অছথিল হ'য়ো না, মিংচু। ছোন, আমি ডাক্তাল জেনেল মুখে যা ছুনেছি, তাতে আমাল, তোমাল এবং দলেল নিলাপত্তাল খাতিলে, ইন্দলনাথকে বন্দী কলবাল প্লয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফলে ছে পলে গিয়ে মাথায় ছামান্য আঘাত পেয়েছে, এই যা। তাকে আমলা নিলাপদ স্থানে লেখে দিয়েছি, মিংচু। এখন ছব কিছু তোমাল ওপল নিলভল কলছে। তুমি ইচ্ছা কললে, তুমি নিজে ছুখী হ'তে পালবে, তোমাল বাবাকে ছুখী কলতে পালবে, আল আমাকেও ছুখী কলতে পালবে। বল, তুমি প্লছতুত আছ, আমাল আদেছ ছুনতে?"

মিংচু কাতর-কণ্ঠে কহিল, "বল, সর্দার, আমি প্রাণ দিয়ে তোমার আদেশ পালন করব। বল, সর্দার?"

সর্দার কহিল, "ইন্দলনাথকে আমাল দলে যোগ দিতে ছম্মত কলাতে হবে। আল একমাত্তল এই লতেই, আমি তাল জীবন লক্ষা কলতে পালি। বল, তুমি পালবে?"

মিংচু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে কহিল, "ইন্দ্রনাথ কোথায় আছেন?"

"যেখানেই থাকুন, আমাল প্লছনেল উত্তল দাও? পালবে তুমি?"

মিংচু কহিল, "হাঁ, পারব। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল, সর্দার। আমি যেমন ক'রে পারি, তাঁকে সম্মত করাব। তিনি আমার জন্ম কোন কিছুতে, না, বলতে পারবেন না।"

সর্দার কহিল, "অপেক্ষা কল।" এই বলিয়া সে অনত্যুচ্চ-স্বরে ডাকিল, "কে আছিছ ওখানে?"

ভৃত্যের পরিবর্তে চেং তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি আদেছ ছদ্দাল?"

"ইন্দলনাথের জ্ঞান ফিলেছে কি-না ছংবাদ নাও।" সর্দার আদেশ দিল।

চেং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মিংচু বিবর্ণ-মুখে কহিল, "মাথায় এমন গুরুতর আঘাত পড়ে গিয়ে লেগেছে, সর্দার, যে এখন পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে নি?"

সর্দার হাস্যমুখে কহিল, "পতন-পল্‌বটা একটু জোলালো হয়েছিল কি-না! কিন্তু ছে-জন্ম চিন্তাল কোন হেতু নেই, মিংচু। ছমুদ্দেল বাতাছে দু'দিনেল ভিতল ইন্দলনাথেল দুলবলতা দুল হ'য়ে যাবে।"

মিংচু বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "সমুদ্রের বাতাসে? আমরা কি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, সর্দার?"

"হাঁ, আজ লাত্তিলে! আমাল নৈছ-ভলমণে দক্ষ প্লেনটা এসেছে আমাকে নিয়ে যাবাল জন্ম। আল তোমাদেল জন্ম জাহাজখানা জেটিল অদূলে গঙ্গা-বক্ষে ভাছমান লয়েছে। আজ ছন্ধ্যাল্ পল জেটিতে ভিলবে।"

মিংচুর সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল। তাহার মুক্তি, তাহার ভবিষ্যৎ সুখময় জীবন, অথর্ব পিতাকে ভারতে তাহার নিজের স্বামী-ভবনে আনয়ন, সব কিছু স্বপ্ন মুহূর্তের ভিতর, মিথ্যা হইয়া গেল। সে প্রাণপণে

আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "আজই রাত্রে, সর্দার? আমাকে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হলে……"

বাধা দিয়া সর্দার রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "এক্ষেত্রেলে আল তা' ছম্ভব-পল হবে না, মিংচু। অবছ্য কয়েক-মাছ পলে ইন্দলনাথকে ছঙ্গে নিয়ে আমি এখানে ফিলে আছব এবং ইন্দলনাথেল কলকাতাল ছমগ্র ছম্পদ ও ছম্পত্তি টাকায় পলিণত কলে নিয়ে যাব। ছে-ছময়ে তোমাল পিতাল বালীখানাও……"

মিংচু কহিল, "বাপি বাড়ী বিক্রয় করবেন না!"

"কলেন কি-না, তা' দেখা যাবে।" এই বলিয়া সর্দার বীভৎস-স্বরে হাসিতে লাগিল। সে পুনশ্চ কহিল, "তুমি কি ভুলে গেছ, মিংচু, যে বলতমানে চীনদেছে আফিম ও গুলিখোলদেল একমাত্তল ছাছতি ম্রিত্যুদণ্ড দেওয়া হ'য়ে থাকে?"

মিংচু প্রবলভাবে শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "কিন্তু, সর্দার, আমার বাপিকে…"

চেং প্রবেশ করিলে, মিংচু নীরব হইল ও তাহার মুখের দিকে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সর্দার কহিল, "কি ছংবাদ? লী কি বললে? জ্ঞান ফিলেছে?"

চেং কহিল, "না, ছদ্দাল! লী পলীক্ষা কলে বল্‌লে যে, জ্ঞান অপলাহ্ণ পাঁচটাল পূলবে ফিলবে না। তা'হলেও ভয়েল এতটুকুও হেতু নেই। বলকালক ঔছধ ও তলল পথ্যে ইন্দলনাথেল জীবনাছঙ্কা আল নেই।"

সর্দার একবার মিংচুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ছুনলে ত, মিংচু?"

মিংচু কম্পিত-স্বরে কহিল, "আমি কি একবার তাঁকে শুধু দূর হ'তে দেখে আসতে পারি না?"

সর্দার কহিল, "খুব ছঙ্গত দাবি, মিংচু। আচ্ছা, অপেক্ষা কলো। আমি লীকে ডেকে পাঠাচ্ছি।" এই বলিয়া সে অনত্যুচ্চ-স্বরে ডাকিল, "চেং, ওখানে আছ ?"

"হাঁ, আছি, ছদ্দাল।" বলিয়া চেং সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ডাক্তাল লী-কে একবাল আছতে বল।" সর্দার আদেশ দিল।

চেং দ্রুত-পদে বাহির হইয়া গেল! সর্দার পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা করি, তুমি ঘোছালকে আমাদেল পলিচয় দাও নি ?"

মিংচু দীপ্ত-কণ্ঠে কহিল, "আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই, সর্দার।"

সর্দারের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি তা' জানি, মিংচু। গত লাত্তেলে তুমি কি ইন্দ্রলনাথেল বালীতে ছিলে ?"

মিংচু কহিল, "তাঁর জন্য উদ্বেগের······"

"বুঝেছি, বুঝেছি।" সর্দার কহিল,"এই যে লী এছেছে। ডাক্তাল লী, ইন্দ্রলনাথ অলথাৎ তোমাল লোগীল ছঙ্গে, মিংচু কি দেখা কলতে পালে ?

ছোন, আমি বলতে চাইছি যে, ছেজন্য আমাদেল লোগীল কোনলূপ অনিছ্ট হবে না ত ?"

লী, সর্দারের ইঙ্গিত বুঝিল। সে কহিল, "আমার মতে রোগীর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত মিংচুর ধৈর্যধারণ করা উচিত হবে, সর্দার ? কারণ মিংচু যদি আত্ম-বিস্মৃতা হ'য়ে রোগীর ওপর মূর্ছা যায়, অথবা রোগীকে সজোরে স্পর্শ করে, তবে সে-ক্ষেত্রে আমার মতে···"

মিংচু বাধা দিয়া কহিল, "না, না, আমি ওসব কিছু করব না, লী। আমি শুধু দূর থেকে·········"

ডাঃ লী উচ্চাঙ্গের মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "রোগীর প্রিয়জনেরা তাই ব'লে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে, উত্তেজনার মুহূর্তে তারা এমন সব কাজ ক'রে বসে যে, করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের তা' করবার কোন্

ইচ্ছা ছিল না। আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা বই ত নয়! কেন তুমি বিপদের ঝুঁকি নেবে, মিংচু?"

মিংচু নত-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বেশ, তা'ই হবে।"

সর্দার কহিল, "ধন্যবাদ, ডাক্তাল লী। আমি ও মিংচু একছঙ্গে পাঁচটাল ছময়, আমাদেল অতি আছন্ন ভবিছ্যতেল অতি প্রিয়তম বন্ধুল ছঙ্গে দেখা কলব। তুমি এখন যেতে পাল, লী।"

ডাঃ লী অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিংচু কহিল, "বেশ, তাই হবে, সর্দার। আমি তা'হলে এখন একবার বাড়ী থেকে যতদূর পারি, ব্যবস্থা ক'রে ফিরে আসি?"

সর্দারের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা' কি এখন আল ছম্ভবপল, মিংচু? তা'হলে ঘোছাল ছয়তান, আমাদেল আল কোনদিনই ভালতেল মাটি ছালতে দেবে না।"

মিংচু কহিল, "আমি তাঁকে কোন কথা বলি নি, আর কখন বলবও না, সর্দার।"

সর্দার কহিল, "মিংচু, তুমি নালী। তা'ল ওপলে বালিকা-মাত্তল। তুমি কি ক'লে, একজন পাকা বদ্‌মাছ পুলিছ-অফিছালেল ছঙ্গে বুদ্ধিল যুদ্ধে জয়ী হবে। ছে তোমাল মুখ দেখেই বুঝতে পালবে, তুমি ইন্দলনাথেল ছন্ধান পেয়েছ। তা'ল চেয়ে এছ, আগামী কয়েক-ঘণ্টাল জন্য, তোমাকে এক নিলাপদ স্থানে লেখে আছি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিংচুর সারা মন হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিঃ ঘোষালের আদেশ অমান্য করিয়া এখানে আসিয়া যে সে মারাত্মক ভুল করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত, সর্দারের পশ্চাতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সর্দার বাহিরে আসিয়া দেখিল, সহকারী চেং দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কহিল, "চাল নম্বলেল ছিঁলি কোন দিকে জান ?"

"জানি, ছদ্দাল, আছুন।" চেং অগ্রবর্তী হইয়া পথ দেখাইতে লাগিল।

(২৭)

বেলা ঠিক নয়টার সময়, মিঃ ঘোষাল পুলিস-কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিয়া ও রিপোর্ট পেশ করিয়া, ইন্দ্রনাথের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায়, তাঁহার মোটর সাইকেল হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখে অতিশয় ম্লান-মুখে রামচরণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "মিংচু দেবী ড্রইংরুমে, না শয়ন-কক্ষে, রামচরণ ?"

রামচরণ অভিবাদন করিয়া কহিল, "হুজুর, মা আমার কোন নিষেধ না শুনে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন ব'লে বাড়ী গেছেন। এখনও ত ফিরে আসেন নি, হুজুর।"

মিঃ ঘোষালের ইচ্ছা হইল যে, রামচরণের গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দেন। কিন্তু তাহার অপরাধ কোথায়, ভাবিয়া না পাইয়া, মুহূর্ত-কয়েক অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সুবাসী, তাঁর পাচিকা কোথায় ? সেও গেছে ?"

"না, হুজুর। সে ওপরে বসে শুধু কাঁদছে।" রামচরণ নিজের সজল চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।

মিঃ ঘোষাল, এক লম্ফে তিন-তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন এবং টেলিফোন-ডাইরেক্টরী দেখিয়া, মিংচুর ফ্ল্যাটের সহিত সংযোগ দিবার জন্য এক্সচেঞ্জকে অনুরোধ করিলেন।

এক্সচেঞ্জ মুহূর্ত-কয়েক পরে কহিল, "নো রিপ্লাই !"

মিঃ ঘোষাল যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে দেখিয়া,

তিনি তৎক্ষণাৎ কমিশনারের সহিত সংযোগ লইয়া, মিংচুর অদৃশ্য হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কমিশনার কহিলেন, "খুব সম্ভবত তাঁবুতে গেছেন। আপনি তাঁবুতে অনুসন্ধান করুন যদি সেখানে না পান, তা'হলে……" এই অবধি বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "অন্যান্য ক্ষেত্রের মত তাঁবু সার্চ করা অর্থহীন হবে এবং আমরা হাস্যাস্পদ হব, স্যর।"

কমিশনার তপ্ত-স্বরে কহিলেন, "জানি, আপনি অবিলম্বে তাঁবুতে যান। হাঁ, তিনি কিসে গেছেন? ট্যাক্সিতে?"

"হাঁ, স্যর। ইন্দ্রনাথের বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল।" মিঃ ঘোষাল উত্তর দিলেন।

"ট্যাক্সি-নম্বর সে দেখেছে কি-না, জিজ্ঞাসা করুন। যদিও আমি জানি, সে রাখে নি।" কমিশনার ক্ষুব্ধ-স্বরে কহিলেন।

রামচরণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ট্যাক্সিটার নম্বর দেখেছিলে, রামচরণ?"

"যে ট্যাক্সি মা'র জন্য এনেছিলাম? না, হুজুর।" রামচরণ অপরাধীর মত স্বরে কহিল।

মিঃ ঘোষাল কমিশনারকে কহিলেন, "আপনার অনুমান সত্য, স্যর। রামচরণ ট্যাক্সি নম্বর রাখে নি।"

কমিশনার কহিলেন, "অত্যন্ত লজ্জার কথা, মিঃ ঘোষাল। না, না, রামচরণের নম্বর না রাখার জন্য নয়। আমাদের অক্ষমতার জন্য। হাঁ, শুনুন, আপনি যদি সেখানে মিস মিংচুকে দেখতে পান তবে আমার বাঙলোতে নিয়ে আসবেন! আমি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করব। আর যদি তিনি সেখানে না গিয়ে থাকেন, তবে আপনি আমার কাছে বাঙলোয় না এসে অফিসে যাবেন। আমি ঠিক পৌনে

দশটার সময় অফিসে পৌঁছাব।” এই বলিয়া তিনি সংযোগ কাটিয়া দিলেন।

মিঃ ঘোষাল রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইবার জন্য উদ্যত হইতেই, সুবাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সম্মুখে আসিয়া কহিল, “হুজুর, আমার দিদিমণি ?”

মিঃ ঘোষাল দ্রুত-কণ্ঠে কহিলেন, “তুমি অস্থির হ'য়ো না। তোমার দিদিমণি হোটেলে গেছেন। আমি তাঁকে আনতে যাচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিয়া, নিম্নে উপস্থিত হইয়া মোটর-সাইকেলে আরোহণ করিলেন।

রামচরণ কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, মিঃ ঘোষাল কহিলেন, “মিংচু দেবীর পাচিকাকে কোথাও যেতে দিও না, রামচরণ। তার প্রয়োজনের দিকে নজর দিও।” বলিতে বলিতে তিনি মোটর-সাইকেল ছাড়িয়া দিলেন।

প্রায় দশ মিনিট পরে, মিঃ ঘোষাল, তাঁবু-কলোনীর সম্মুখ-ফটকে উপস্থিত হইতেই দেখিলেন, সেখানে তাঁহার সহকর্মী জুনিয়ার ইন্‌স্পেক্টার, মিঃ ব্যানার্জী এবং দুইজন সার্জেণ্ট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা মিঃ ঘোষালকে যুগপৎ অভিবাদন করিল।

ইন্‌স্পেক্টার মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, “চীফ্ আমাকে অবিলম্বে দু'জন সার্জেণ্টকে নিয়ে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্য এখানে আসতে আদেশ দিয়েছেন, স্যর।”

মিঃ ঘোষাল, কমিশনার-সাহেবের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন, “আমরা এমন এক স্থানে প্রবেশ করতে চলেছি যে, সেই স্থান হয় একান্তপক্ষে অতি নিরীহ, এমন কি ধর্ম ও ধার্মিকের পীঠ-স্থান বললেও অত্যুক্তি করা হবে না, নয় এমন

ভয়াল ও ভয়াবহ আততায়ীর দুর্ভেদ্য এলাকা যে, তেমন কোন স্থানে আমাদের কর্ম-জীবনে কখনও প্রবেশ করি নি, ব্যানার্জী। আশা করি, তুমি ও সার্জেণ্টদ্বয় সশস্ত্র হ'য়ে এসেছ ?"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "হাঁ, স্যর। কমিশনার বিশেষ জোর দিয়ে আমাদের সশস্ত্র হয়ে আসবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।"

"উত্তম! মার্চ!" বলিয়া মিঃ ঘোষাল ফটকের নিকট সহকারীগণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীর-কণ্ঠে ফটক মুক্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

চীনা-দারোয়ান কিছুমাত্র ব্যস্ততা না দেখাইয়া ধীরে ধীরে ফটক মুক্ত করিতে লাগিল।

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "নমুনা দেখে মনে হচ্ছে, আপনার কথিত শেষ অনুমানটিই বোধ হয় সত্য, স্যর।"

মিঃ ঘোষাল মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "যদি তা' সত্য হয়, তবে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হয়েছে জেনে, ভগবানকে ধন্যবাদ দেব।"

ফটক মুক্ত হইল। মিঃ ঘোষাল সকলের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া চীনা-দারোয়ানকে কহিলেন, "মিংচু দেবী এসেছেন ?"

চীনা-দারোয়ান কহিল, "ভেলি ছলি, ছ্যল। আই নট নো, নট কিচ্ছু।"

মিঃ ব্যানার্জী হাসিয়া কহিলেন, "খাসা ইংরাজী শিখেছ, ব্রাদার। চলুন, স্যর। এখানে কিছু হবে না।"

দারোয়ান কহিল, "ভেলি, ভেলি, ছলি, ছ্যল। আই নট্ নো…"

চীনা-দারোয়ানের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, মিঃ ঘোষাল ভিতরের দিকে চলিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে পুলিসের আগমন-সংবাদ, ডাঃ জেন ও সর্দারের নিকট অপূর্ব কৌশল বলে পৌঁছাইয়াছিল। ফটকের দারোয়ান ধীরে ধীরে যখন ফটক খুলিতেছিল, সেই অবসরে সে ফটকের সহিত সংযুক্ত ইলেকৃট্রিক ঘণ্টার বোতাম, তিনবার টিপিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ জেনের ও সর্দারের তাঁবুতে তিনবার ঘণ্টা-ধ্বনি হইলে, তাহারা পুলিসের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইল এবং ডাঃ জেন পুলিসকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য চেংকে আদেশ দিয়াছিল।

চেং অগ্রসর হইয়া আসিয়া, মিঃ ঘোষালকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "কি চাই, ছ্যল ?"

"মিঃ চ্যাংসা, ব্রাদার।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

"আছুন, এইদিকে আছুন, মিস্টাল ঘোছাল।" এই বলিয়া সে পথ দেখাইয়া সকলকে সর্দারের তাঁবুর নিকট লইয়া গেল।

সর্দার প্রফুল্ল-কণ্ঠে ভিতর হইতে কহিল, "আছুন, মিস্টাল ঘোছাল, আছুন। ছুপ্‌লোভাত।"

মিঃ ঘোষাল প্রত্যভিবাদন না করিয়া, সদল বলে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মিংচু দেবীকে একবার ডেকে দিন, মিঃ চ্যাংসা ?"

সর্দার শুনিয়াছিল, মিংচু ট্যাক্সিতে আসিয়াছিল। সুতরাং সে উত্তর প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। সে মোলায়েম হাস্যমুখে বিস্মিত-স্বরে কহিল, "মিংচু ত আট্‌টাল ছময় চলে গেছে, মিস্টাল ঘোছাল। তা'ল বাগ্‌দত্ত স্বামী ইন্দ্রলনাথ না-কি কোথায় গেছেন। গত লাতে ফিলে আছে নি, তাই ছে কাতল হয়েছে এবং বিছ্‌লাম কলবাল জন্য চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে ?" মিঃ ঘোষাল কহিলেন।

"তা'ত আমি জানি না, মিস্টাল! আমাল ছঙ্গে যে-টুকু এগ্‌লিমেণ্ট

ছে-টুকুল ছঙ্গে আমাল ছম্পল্ক, মিস্টাল ঘোছাল।" এই বলিয়া সর্দার এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "ইন্দল্‌নাথবাবু ফিলেছেন, মিস্টাল, ঘোছাল ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "মিংচু দেবী তা'হলে এখানে নেই ?"

"আপনাল ছন্দেহ হচ্ছে কেন, মিস্টাল ঘোছাল ? দেখছি, ছব দেছেল পুলিছেল মন একই লকমেল। চীনেও ঠিক এমনি। মিংচু আমাল অভিনেত্‌লী। আমাল মাইনেল কল্‌মচালী। ছে যদি এখানে থাকৃত, তবে কি আমি মিথ্যা বলতাম, মিস্টাল ? আপনালা ছুধু নিলীহ, শল্‌মপলায়ণ লোকেল মনে আঘাত কল্‌তে জানেন, মিস্টাল।"

মিঃ ঘোষাল একবার জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে চাহিয়া, সঙ্গীগণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "চল।"

"আলে. একি, চললেন যে ? একটু বছবেন না, মিস্টাল ঘোছাল ? না হয়, একবাল তাঁবুগুলো···আলে চলে গেলেন ?"

মিঃ ঘোষাল, বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "একবার সার্চ করলে হ'ত না, স্যর ?"

মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ব্যর্থ পরিশ্রম হ'ত, ব্যানার্জী। কোন কাজ হ'ত না। তাইত, সত্যই কি তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে গেছেন ?"

মিঃ ব্যানার্জী কহিলেন, "চলুন, ফ্ল্যাটটা একবার দেখা যাক। তারপর, সেখানে দেখতে না পাওয়া গেলে, মিঃ ইন্দ্রনাথ বাসুর বাড়ী টেলিফোন করে, সেখানের সংবাদ নিয়ে, চীফের পরবর্তী আদেশ [illegible]র জন্য ফিরে যেতে হবে আপনাকে।"

"বেশ, তা'ই করি আসুন। কিন্তু আমার মন বলছে, সব ব্যর্থ পরিশ্রম হবে।" মিঃ ঘোষাল কহিলেন। পুলিস-দলটি প্রত্যেকে আপন-

আপন মোটর-সাইকেলে আরোহণ করিয়া, মিংচুর বাসস্থান-অভিমুখে উল্কাবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

(২৮)

অপরাহ্ন সওয়া-পাঁচটার সময়, ডাঃ জেন, বন্দিনী মিংচু ও স্থংকে সঙ্গে লইয়া এক নম্বর ও দুই নম্বর ভূগর্ভ-কক্ষের বুক্ত সিঁড়ি দিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল। চেং পূর্ব হতেই সেখানে পাহারায় ছিল।

এক ও দুই নম্বর ভূগর্ভ-কক্ষ দু'টি, ষ্টেজের অব্যবহিত নিম্নে নির্মিত হইয়াছিল। বড় চীনা-পুতুলের ভিতর দিয়া পথ ছিল।

কিছু সময় পূর্বে ইন্দ্রনাথের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেও সে মূর্ছিত অবস্থার ভান করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় কঠিন দড়ি দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছিল।

ডাঃ জেনকে দেখিয়া, চেং কহিল, "এখনও জ্ঞান ফেলে নি, ডাক্তাল জেন।"

ডাঃ জেন, ইন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিবার জন্য মিংচুর নিকট হইতে সরিয়া আসিলে, মিংচুর অশ্রু-ভরা দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া গেল এবং সে একটা অস্ফুট চিৎকার করিয়া, ইন্দ্রনাথের ভূ-লুন্ঠিত মস্তক, কোন বাধা আসিবার পূর্বেই ছুটিয়া গিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইল ও বিচলিত-স্বরে বলিতে লাগিল, "ইন্দ্র! আমার ইন্দ্র! একবার চেয়ে দেখ? একবার চোখ খুলে চাও?"

স্থং দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, "ছয়তানীকে আমি হত্যা কলব।"

ডাঃ জেন বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর কঠোর-স্বরে কহিল, "স্থং!"

স্থং, ডাঃ জেনের ভয়াল-মুখাকৃতি দেখিয়া কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন, ডাক্তার জেন।"

ডাঃ জেন, মিংচুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "উঠে এস, মিংচু!"

মিংচু, ইন্দ্রনাথের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে চমকিত হইয়া, ইন্দ্রনাথের মস্তক, ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে মেঝের উপর নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাঃ জেন কহিল, "এদিকে এস, শোন।"

মিংচু সভয়ে ডাঃ জেনের দ্বারা নির্দেশিত স্থানে উপস্থিত হইলে, ডাঃ জেন পুনশ্চ কহিল, "তুমি যদি ফের অন্যায় আচরণ কর, তবে তোমার চোখের সামনে ইন্দ্রনাথকে কেটে ফেলবার আদেশ দেব।"

মিংচুর দুই চোখে সুরধুনী বহিতেছিল। সে কোন কথা বলিতে না পারিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাঃ জেন কহিল, "তাই তো, এখনও জ্ঞান ফিরল না কেন? এমন ত হবার কথা নয়!" এই বলিয়া সে চেং-এর দিকে চাহিয়া, কিছু বলিবার প্রয়াস পাইল। এমন সময়ে সহসা, অন্য ভূগর্ভ-কক্ষ হইতে একটা তীব্র আর্ত-চিৎকার ভাসিয়া আসিয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিল।

ডাঃ জেন পার্শ্ববর্তী সেলের দ্বার মুক্ত করিয়া কহিল, "এস, স্থং, এস, চেং, শয়তানকে ঠাণ্ডা ক'রে আসি।" এই বলিয়া তাহারা দ্রুতবেগে পার্শ্ববর্তী সেলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিংচু তৎক্ষণাৎ, ইন্দ্রনাথের মস্তকের নিকট গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং কাতর-স্বরে ডাকিল, "ইন্দ্র! আমার ইন্দ্র! চোখ খুলে চাও! দেখ, একবার......"

মিংচু সহসা চমকিত হইয়া দেখিল, ইন্দ্রনাথ তাহার দিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে ও তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মিংচু বিভ্রান্ত-স্বরে কহিল, "তোমার জ্ঞান ফিরেছে, ইন্দ্র! বল, বল, তুমি একটু ভাল আছ?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "অস্থির হ'য়ো না, মিংচু। শোন, এই সময় তুমি পালাও। যাও, সত্যেন নিশ্চয়ই তাঁবুর বাইরে আছে, তা'কে যদি একবার খবর দিতে পার......"

বাধা দিয়া মিংচু কহিল, "ওগো, না, না, না। আমাকে পালাতে দেবে না। চারিদিকে পাহারা বসেছে, চারিদিকের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।" বলিতে বলিতে সে সভয়ে একবার মুক্ত সেলের দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহার জ্যাকেটের ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া ইন্দ্রনাথের পশ্চাদ্দিকে আবদ্ধ হস্তের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "চাও, আমার দিকে চাও? বল, তুমি পালাবার চেষ্টা করবে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "যদি তুমি আমার হও, তবেই এ জীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করব। নচেৎ......"

মিংচু কাতর-স্বরে কহিল, "ওগো, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? তুমি কি জান না......"

মিংচুর কথা শেষ হইবার অবসর মিলিল না। মিস মার্গারেট, সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে, "ডাঃ জেন, ডাঃ জেন!" বলিয়া ডাকিতেছিল।

মিংচু তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রনাথের নিকট হইতে উঠিয়া একান্তে দাঁড়াইল। মিস মার্গারেট প্রবেশ করিতেই সেলের দ্বার দিয়া, ডাঃ জেন, চেং এবং সুং প্রবেশ করিল।

মিস মার্গারেট উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে, ডাঃ জেন, লী, মিঃ ঘোষাল ভ্রমে অন্য একজন পুলিসকে মারাত্মকভাবে ছোরা মেরেছে। শীঘ্র ওপরে চলুন। তাঁবুর বাইরে মিঃ ঘোষাল পুলিস-বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আসুন, শীগ্‌গির ব্যবস্থা করুন।"

ডাঃ জেন বিরক্ত-কণ্ঠে কহিল, "জ্বালালে নির্বোধেরা। এস, সকলে। সুং মিংচুকে সঙ্গে নিয়ে এস।"

সুং মিংচুর একখানি হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সে বাধা দিয়া ডাঃ জেনের পশ্চাতে চলিতে লাগিল। মিস মার্গারেট, ইন্দ্রনাথের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "এইবার বন্ধু আমার, মিংচুর প্রেম ভোগ করুন, এইভাবে বন্দী হয়ে।" এই বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ডাঃ জেন উপরে আসিয়া দেখিল, চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। মিংচুকে দেখিয়া, আলখাল্লা-ধারী আততায়ী ছুটিয়া আসিয়া, মিংচুর এক-খানি হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইতে লাগিল। মিংচু ভয়-বিহ্বল কাতর-স্বরে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিল। বীভৎস-দর্শন ব্যক্তি একটা ধমক দিয়া তাহাকে লইয়া সর্দার চ্যাংসার তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল ও আরশিতে আপন মুখভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল ও কহিল, "তা'ই, মিংচু, তা'ই।"

এদিকে ডাঃ জেন আহত-পুলিসের দেহ একটি তাঁবুর ভিতর রাখিয়া কহিল, "সুং, বাইরে পুলিস-অবরোধ আরম্ভ হয়েছে, যাও, শয়তান ইন্দ্রনাথকে শেষ ক'রে এস।"

সুং উল্লাসে অধীর হইয়া একটি দীর্ঘ-ভোজালি হস্তে ছুটিতে লাগিল। মিস মার্গারেট উত্তেজিত হইয়া, ডাঃ জেনের নিকট আসিয়া কহিল, "বিনা-যুদ্ধে পুলিস কারুকে পথ দেবে না, ডাঃ জেন। আসুন, আমরা দেখিয়ে দিই যে, আমরা নাচতেও জানি, আবা'র প্রয়োজন দেখা দিলে রাইফেল ধরে প্রাণ নিতেও পারি।"

ডাঃ জেন ক্রোধে উন্মাদ হইয়া কহিল, "দিলে না, শয়তানেরা, কয়েকটা ঘণ্টাও আর সময় দিলে না। হাঁ, যুদ্ধ, যুদ্ধ করব আমরা।" বলিতে বলিতে সে একটি দামামায় আঘাত করিতে লাগিল।

যুদ্ধ-জ্ঞাপক দামামা-ধ্বনি শুনিয়া প্রত্যেকটি চীনা রাইফেল হস্তে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ডাঃ জেন উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল, "বন্ধুগণ, পুলিস আমাদের তাঁবু অবরোধ করেছে। কিন্তু আমরা তা' মানব না, কিছুতেই না। আমরা যুদ্ধ ক'রে পথ ক'রে নেব। তারপর সকলে জাহাজে উঠে চলে যাব। এস তোমাদের যোগ্য স্থানে দাঁড় করাই।"

ডাঃ জেন চীনা অনুচরদের ও মিস মার্গারেটকে স্থান নির্বাচন করিয়া দিল ও সুংকে তখন পর্যন্ত না ফিরিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ-মনে, দ্রুতবেগে ভূগর্ভ-কক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে দেখিল, ইন্দ্রনাথের পরিবর্তে সুং হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে তাহার হাত ও পায়ের বাঁধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, তাহার মুখ হইতে রুমাল বাহির করিয়া লইলে, সুং কহিল, "ছয়তান ইন্দ্রনাথ পালিয়েছে, ছয়তান আমাকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে বেঁধে ফেলেছে।"

ডাঃ জেন তাহার মুখে যাহা আসিল তাহা বলিয়া সুংকে গালি দিয়া কহিল, "আয় হতভাগা, কাপুরুষ! যুদ্ধ করবি আয়!"

ডাঃ জেন সুংয়ের সহিত উপরে উঠিয়া আসিল। পুলিস-দল বাহির হইতে চীনাদের সারেণ্ডার করিবার জন্য আজ্ঞা দিতেই ডাঃ জেন রাইফেল ফায়ার করিয়া উত্তর দিবামাত্র দুই দলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

এদিকে যখন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন কদাকার-দর্শন আলখাল্লা-ভূষিত আততায়ী এক হাতে একটি বৃহৎ সুটকেস লইয়া অপর হাতে মিংচুকে ধরিয়া টানিতে টানিতে ক্যাম্পের পশ্চাদ্দিকে অপেক্ষমাণ মোটরে আরোহণ করিল ও মোটরে স্টার্ট দিয়া মোটর উল্কাবেগে ছাড়িয়া দিল।

(২৯)

আলখাল্লা-ধারী আততায়ীর মোটর যখন ফায়ারিংয়ের ভিতর দিয়া উল্কাবেগে ধাবিত হইতেছিল, তখন মিংচু 'Help! Help!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

আততায়ী বাম হস্তে মিংচুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া, মোটরের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া দিল। মোটর বুলেটের মত তীব্র তেজে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন ইন্দ্রনাথ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মিঃ ঘোষালের নিকট রিপোর্ট দিতেছিল। এমন সময়ে মিংচুর কণ্ঠে সাহায্যের প্রার্থনা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ যেন বিদ্যুৎ-সাড়াইয়া ফেলিয়াছে এমন ভাবে চমকিত হইয়া কহিল, "মিংচু, মিংচুকে নিয়ে শয়তান পালাচ্ছে।" বলিতে বলিতে সে সম্মুখে অপেক্ষমাণ মোটর সাইকেলে আরোহণ করিল ও দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "এস, সত্যেন, আমি চললাম।" বলিয়াই মোটর সাইকেল ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে কেহ অনুসরণ করিতে পারে, এই ভয়ে দস্যু আততায়ী সোজা পথে দমদম এরোড্রোম অভিমুখে না যাইয়া, ঘুরপথে মোটর ছাড়িয়া দিল।

আততায়ীর মোটর প্রায় দুই মাইল গঙ্গা-তীরবর্তী পথ দিয়া গমন করিয়া, বরাহনগর অভিমুখে যাইতে লাগিল। পরে সে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছিল। সে ইতিপূর্বে একখানি নীলবর্ণ মোটরকে কিছুসময় পূর্ব হইতে তাহার পশ্চাৎ লইতে দেখিতেছিল। সেই মোটরটিকে বরাবর একই ভাবে দূরত্ব বজায় রাখিয়া আসিতে দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে ভীত-দৃষ্টিতে কয়েকবার পশ্চাদ্দিকে

চাহিয়া, তাহার মোটরের গতিবেগ প্রচণ্ড করিয়া তুলিল। এক সময়ে সে পশ্চাদ্দিকে চাহিতে দেখিল, অনুসরণকারী মোটর তখনও সমভাবে তাহার পশ্চাতে আসিতেছে।

আততায়ী সক্রোধে আপনাকে আপনি কহিল, "যদি আরও অল্পদুর গিয়ে দেখতে পাই, শয়তান সত্যই আমাকে অনুসরণ করে আসছে, তবে শয়তানকে পথেই হত্যা করে, তবে এরোড্রোমে গমন করব।" অনত্যুচ্চ কণ্ঠে বলিতে বলিতে সে সহসা একটি প্রশস্ত গলি-পথে প্রবেশ করিল এবং পর পর কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করিয়া যখন পুনশ্চ বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল, তখন নীলবর্ণ মোটরকে আর দেখিতে না পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে এরোড্রোম অভিমুখে মোটর চালনা করিতে লাগিল।

এরোড্রোমের ফটক হইতে প্রায় তিনশো গজ বাহিরে এক স্থানে রাস্তা-নির্মাণ কার্য চলিতেছিল বলিয়া, স্থানটি তীব্র আলোকে দিনমানের মত বোধ হইতেছিল।

রহস্যময় আততায়ীর মোটর উক্ত স্থান হইতে প্রায় একশত গজ দুরে উপস্থিত হইয়া, বিপদ-জ্ঞাপক রক্তবর্ণ আলোক জ্বলিতেছে দেখিতে পাইয়া মোটরের গতিবেগ হ্রাস করিয়া দিল। মোটর দুর হইতে রক্তবর্ণ আলোকের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র আততায়ী যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সারা মন নিদারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হয় স্বাধীনতা, নয় গ্রেপ্তার তথা জীবন্ত-মৃত্যু, তাহার দুই ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষু দু'টির সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, ভগ্ন-পথের সঙ্কীর্ণ মুক্ত-স্থানটি অবরোধ করিয়া একখানি নীলবর্ণ মোটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, মিঃ সত্যেন ঘোষাল রিভলভার উদ্যত হস্তে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

ভয়াল-দর্শন আততায়ী মোটর বাঁধিয়া নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া, মোটর হইতে অবতরণ করিল এবং এক-পা, এক-পা করিয়া মিঃ ঘোষালের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ঘোষাল গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া, শয়তান! নইলে আমি তোকে হত্যা করতে একটি মুহূর্তেরও জন্য দ্বিধা করব না।"

ভয়াল-দর্শন আততায়ী মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াও, অট্ট-হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক-মুহূর্ত ধরিয়া তাহার উন্মাদ হাস্যরব নৈশ-পথের নীরবতা খান্ খান্ করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে সে কহিল, "চমৎকাল, মিষ্টাল" ঘোচাল! একজন নিলস্ত্তল ব্যক্তিল মাথাল ওপল লিভলভালেল নল ধলে বলছেন, মাথাল ওপল হাত তোল্! চমৎকাল!"

মিঃ ঘোষাল সবিস্ময়ে কহিলেন, "কে, কে তুই শয়তান? চালাকি করতে চাস নে, আর একটা মুহূর্তও দেরি করলে......"

বাধা দিয়া আততায়ী কহিল, "কাপুলুছ! দস্যু হ'লেও, আততায়ী হ'লেও, আমি কাপুলুছ নই, মিস্টাল ঘোছাল। এই নিন্ ছুলি, আছুন, কে কত বলো ছক্তিমান্, পলীক্ষা হয়ে যাক্। নইলে আমি চিলকাল বল্‌ব, মিস্টাল ঘোছাল, তথা ভালতীয়েলা ভীলু, আল কাপুলুছ! ধলুন ছুলি, মালুন আমাল বুকে। আমি হাছতে হাছতে আপনাল জয়ধ্বনি দিয়ে স্বল্‌গে চলে যাব। বল্‌ব, মিস্টাল ঘোছাল, ছত্যিকাল ভালতীয় বীলপুলুহ ছিলেন। আল আমি কে? এই নিন্ আমাল পলিচয়।

বলিতে বলিতে একটি ক্ষুদ্র চীনা-ডল্ তাঁহার দিকে ছুড়িয়া দিল।

মিস্টার ঘোষাল আততায়ীর রক্ত-গরম-করা কথা শুনিয়া, তাহার অন্য হাত হইতে একটি দীর্ঘ-ফলা ভোজালি তুলিয়া লইয়া, দিনমানের

মত উজ্জ্বল আলোকিত পথের উপর দাঁড়াইলেন। তিনি একজন জাপানীর নিকট কিছুদিন ছুরি-যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ছুরি-যুদ্ধ-বিদ (Knife fighter) সে সময়ে পুলিস ফোর্সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তিনি কহিলেন, "আয় দস্যু, তোর বাসনাই পূর্ণ করি। On Guarde !" বলিয়া ভোজালি হস্তে আততায়ীর উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

নির্জন নৈশ-পথে চায়নার সর্বশ্রেষ্ঠ ছুরি-যুদ্ধ-বিশারদের সহিত মিঃ ঘোষাল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিলেন, তিনি আততায়ীর নিকট ছুরি-যুদ্ধে শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দুই মিনিট কাল যুদ্ধ করিয়াই, পিছু হটিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর সম্মুখে ভয়াল-মৃত্যু আসন্ন হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে একখানি মোটর সাইকেল আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। ইন্দ্রনাথ লম্ফ দিয়া মোটর সাইকেল হইতে বাহির হইয়া পথের উপর দাঁড়াইল এবং অসম যুদ্ধের দিকে ভীত-দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া পরমুহূর্তে মোটরের ভিতর আবদ্ধ মিংচুকে দেখিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিল। ইন্দ্রনাথ দ্রুতপদে একটি ভোজালি মোটর সাইকেল হইতে তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ঘোষালের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সে দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "তফাৎ যাও, সত্যেন। চায়নার ছুরি-যুদ্ধ-বিশারদকে পরাজিত করা তোমার কাজ নয়।" বলিতে বলিতে সে আততায়ীকে আক্রমণ করিল।

আততায়ীর দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ঘোষালের উপর হইতে উঠিয়া গিয়া, ইন্দ্রনাথের উপর পড়িল। সে ইন্দ্রনাথের প্রথম আঘাত ঠেকাইয়া হিংস্র নেকড়ের মত ভয়াল রবে চিৎকার করিয়া কহিল, "এইবার পেয়েছি তোকে, শয়তান!" বলিতে বলিতে সে ইন্দ্রনাথকে হত্যা করিবার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিল।

মিংচু কাতরস্বরে কহিল, "ইন্দ্র! ইন্দ্র! মহাশয়তান, মহাযোদ্ধার সঙ্গে তুমি পারবে না। ওগো, তুমি পারবে না!" বলিতে বলিতে সে প্রবল আতঙ্কে অভিভূত হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

আততায়ী ইন্দ্রনাথের অপূর্ব ছুরি-যুদ্ধের কৌশল দেখিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিল, "বা, বেটা, চমৎকাল! ছুনলে ত মিংচুল কথা? ওকে তুমি বিয়ে কলবে, না? তুমি ত জান না, গুলিখোল কোকেনখোল ওল্ বাবা খুন ক'লে লুকিয়ে আছে।"

মিংচু চিৎকার করিয়া কহিল্, "মিথ্যা কথা! তুমি শয়তান, আমার নিরীহ বাপির নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, তাঁকে নেশাখোর ক'রে বশীভূত করেছে। আর নিজের স্বার্থ-সিদ্ধ ক'রে চলেছ। তুমি শয়তান! জীবন্ত শয়তান! তুমি আততায়ী, অসংখ্য নরহত্যা করেছ তুমি। তোমার পরিচয়······"

আততায়ী কদর্য স্বরে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তবে তোমাল বাবা লুকিয়ে আছে কেন? তুমি আমাল দলে যোগ দিয়েছ কেন, মিংচু?" এই বলিয়া সে খল্খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল ও পুনশ্চ কহিল, "মিষ্টাল বোছ, আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। ছুধু ঐ খুনীল মেয়েকে আমাল হাতে দিয়ে ফিলে যান।" এমন সময়ে পুলিস কমিশনার একদল পুলিস অফিসার ও সার্জেন্টের সহিত উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রনাথের মূর্তি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিয়া কহিল, "কে, কে তুই খুনে! শোন্, মিংচুর বাবা কেন, মিংচুও যদি দশটা খুন ক'রে থাকে, তবে তা করেছে তোর মত শয়তানের ভয়ে। সেজন্য মিংচুকে শতগুণে বেশী শ্রদ্ধা করব, দস্যু।" বলিতে বলিতে সে আততায়ীর দক্ষিণ বাহু-মূলে ভোজালি দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিল।

আততায়ী যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে

ভোজালি পড়িয়া গেল। মুখ হইতে মুখোশ খুলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে ভোজালি তুলিয়া লইয়া সব্যসাচীর মত সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আততায়ীর মুখোশহীন মুখ দেখিয়া, সত্যেন, ইন্দ্রনাথ এবং সকলে সবিস্ময়ে কহিল, "একি, সর্দার চ্যাংসা ?"

চ্যাংসার রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া মিঃ ঘোষাল কহিলেন, "ইন্দ্রনাথ, সরে দাঁড়াও, আমি দস্যুটাকে রিভলভারে হত্যা করছি।"

ইন্দ্রনাথ কহিল, "না, সত্যেন। তা' হবে না। ভারতের নামে কলঙ্ক লাগতে দেব না আমি। তুমি অপেক্ষা কর। আমিই শয়তানকে শেষ ক'রে দিচ্ছি।"

সর্দার ভয়াবহ মুখে কহিল, "একটা খুনীর মেয়ের জন্য কেন প্রাণ ছাড়াবি, নির্বোধ ? এখনও বলছি, শয়তানীকে আমার [illegible] দিয়ে…"

বাধা দিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ইন্দ্রনাথ তাহার শেষ শক্তি-বিন্দু লইয়া ভয়াল দস্যু চ্যাংসার বুকে আমূল ভোজালি বসাইয়া দিল।

সর্দার শেষ মুহূর্তে বাম হস্ত দ্বারা তীব্র বেগে তাহার ভোজালি ইন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে বিদ্ধ করিলে, একদিকে সর্দার ও অন্য দিকে ইন্দ্রনাথ ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

মিংচু ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্রনাথের নিকটে গিয়া দুইবার, "ইন্দ্র! আমার ইন্দ্র!" বলিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইল।

(৩০)

পুলিস কমিশনারের সহিত সিভিল-সার্জেন আসিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রনাথের হস্ত হইতে বিদ্ধ ছোরা বাহির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ

বাঁধিয়া দিলেন্। তাহার মুখে বলকারক ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মিংচুকে মূর্ছিতা দেখিয়া, সে তাহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, মিংচু কাঁপিতে কাঁপিতে, ইন্দ্রনাথের বাম হস্ত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার ক্লান্ত, শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত মস্তক, ইন্দ্রনাথের বক্ষের উপর রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু উপছাইয়া অশ্রু প্রবাহ বহিতেছিল। কথা বলিবার কোন সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না।

মিঃ ঘোষাল একান্তে কমিশনারের নিকট চ্যাংসাই যে ছদ্মবেশে হত্যাকাণ্ড চালাইতেছিল, নতস্বরে তাহা বলিতেছিলেন। দস্যু-সর্দার চ্যাংসা জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে পুলিস ও বহু পথ-চারী নীরবে দাঁড়াইয়াছিল।

এমন সময়ে সর্দার সহসা চক্ষু মেলিয়া কহিল, "জল।"

সিভিল সার্জেন তাঁহার ব্যাগ হইতে জলের ফ্লাস্ক বাহির করিয়া সর্দারের মুখে ঢালিয়া দিলেন ও তাহাকে পরীক্ষা করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং কমিশনারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "না, কোন উপায় নেই। শেষ মুহূর্ত আসন্নপ্রায়, স্যর।"

সর্দার কমিশনারের দিকে চাহিয়া অতিশয় ধীরকণ্ঠে কহিল, "মিষ্টাল কমিছনাল, আমাল জাহাজ চলে গেছে?"

কমিশনার কহিলেন, "না। আমরা আটক করেছি। তোমার প্রত্যেকটি দস্যু সহচরকে বন্দী করেছি।"

সর্দার মুখ বিভীষণ করিয়া কহিল, "কাপুলুছলা মলকে পালে? নি মলুক গে। আল আমাল তাঁবু আল মাল?"

কমিশনার কহিলেন, "তোমার তাঁবু আর চীনের পুতুলের ভিতর লুক্কায়িত সব আফিং ও কোকেন আমরা পেয়েছি, চ্যাংসা।"